চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 137 Wednesday, 17 April, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৩৭ সংখ্যা ❋ ৪ বৈশাখ, ১৪৩১, বুধবার, ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

পুকুরের মাছ মরে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এলাকায়। পুকুর পরিস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ এলাকার মানুষের। বিষ দিয়ে মাছ মারার অভিযোগ, থানায় অভিযোগ দায়ের। ...বিস্তারিত পাতা ৩

মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গঙ্গারাম চা বাগান এলাকায় পাথর বোঝাই ট্রাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু এক কিশোরের। ...বিস্তারিত পাতা ৫

বাস কিংবা গাড়িতে দার্জিলিং যেতে শিলিগুড়ি থেকে খুব কম সময় লাগে। তার পরেও প্রচুর মানুষ রয়েছেন যারা টয় ট্রেনে দার্জিলিং ভ্রমণ করতে ভালোবাসেন। ...বিস্তারিত পাতা ৭

৪২ পেরিয়েও নিজের জাত চেনাচ্ছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। মাঠে নেমে এখনও ঝড় তুলছেন ২২ গজে। আর সেই তালিকায় আরও একজন দীনেশ কার্তিক। ...বিস্তারিত পাতা ৮

রামনবমী নিয়ে রাজনৈতিক তরজা

অশান্তির ষড়যন্ত্র হচ্ছে মমতা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ এপ্রিলঃ প্রথম দফার ভোটের প্রচার প্রায় শেষের পথে। ময়নাগুড়ির সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই সুর চড়িয়েছেন। তিনি তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপিকে। বিজেপি-ইডি-সিবিআই ভাইভাই বলে দাবি করেছেন মমতা। এমনকী ইডি-সিবিআই-এনআই সব বিজেপির ভয়ে চলে যাচ্ছে। ভোটের আগে রাজ্যের একাধিক জায়গায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির তৎপরতা নিয়ে ফের সরব হয়েছেন তিনি। তিনি সরাসরি মোদি সরকারকে নিশানা করে বলেছেন, ''নোটবন্দি-পিএমকেয়ারের নামে টাকা লুঠ করেছে বিজেপি। বিজেপি পকেটমার মাফিয়া দল। সবচেয়ে বড় চোর বিজেপি। দুর্নীতির তদন্তে ৩৫০ কোটি পাঠিয়েছে কী হয়েছে। এখনও একটি দুর্নীতিও প্রমাণ করতে পারেনি।'' রামনবমী নিয়ে ফের সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ময়নাগুড়ির প্রচার মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন ১৯ তারিখ ভোট। তার আগে ১৭ তারিখ রাম নবমী। সেদিন দাঙ্গা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ভোটের আগে রাজ্যে অশান্তি ছড়ানোর চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেছেন দাঙ্গা করে অশান্তি ছড়িয়ে ভোট করতে চাইছে বিজেপি। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে নিশানা করেছেন মমতা। তিনি অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় এজেন্সি এখন বিজেপির ভাইয়ে পরিণত হয়েছে। তিনি দাবি করেছেন রাজ্যে ৩৫০টি টিম পাঠিয়েছে মোদি সরকার কিন্তু দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারেনি। সত্যিই যদি দুর্নীতি হয়ে থাকে তাহলে প্রমাণ করে দেখাক বলে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন মমতা। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যের টাকা আটকে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন মমতা। একই সঙ্গে এদিন তিনি ময়নাগুড়ির বাসিন্দাদের জানিয়েছেন রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কারোর কোনও জোট নেই। দিল্লিতে জোট করে লড়ছে তারা। কিন্তু বাংলায় কোনও জোট নেই। রাজ্যে কংগ্রেস-সিপিএম সব বিজেপি করে। কাজেই অন্য কাউকে ভোট দিয়ে যেন তাঁর ভোট নষ্ট না করেন সরাসরি নিশানা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে এনআরসি এবং সিএএ নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি। কোনও ভাবেই রাজ্যে সিএএ এবং এনআরসি তিনি হতে দেবেন না। আজ কার্যত বিজেপির উপর ক্ষুব্ধ হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ওরা যদি চোর চোর বলে আপনারাও বলুন অলিগলি ম্যায় শোর হ্যায় বিজেপি চোর হ্যায়।'' এরপরই তিনি অভিযোগ করেন তাঁর গাড়ি ঘিরেও চোর চোর স্লোগান উঠেছিল। মমতা বলেন, ''চার পাঁচদিন আগের ঘটনা। অসভ্যতামি করেছিল আমার সঙ্গে।'' এরপর তিনি বলেন, ''আমি চালসা আসছিলাম। সেই সময় ওদের মিটিং চলছিল। যে কোনও রাজনৈতিক দল মিটিং করতেই পারে। আমার কোনও অসুবিধা নেই। আমার গাড়ি দেখিয়ে বলছে চোর চোর। ওদের জিজ্ঞাসা করুন ওদের পিতৃদেবের পয়সায় কোনওদিন এক কাপ চা খেয়েছি? আমি দোকানে চা খেলেও পয়সা দিয়ে খাই।'' এ দিন মুখ্যমন্ত্রী ফের বলেন, ''আমি সরকার থেকে মাইনে নিই না। সরকারি গাড়ি চড়ি না। আমি ইচ্ছা করলে পেনশন পেতে পারি। আমি লক্ষ টাকার উপর মাইনে নিতে পারি। একটাকাও নিই না। তার কারণ আমার প্রয়োজন পড়ে না। যা আছে তাতেই চলে। এত বড় সাহস আমার গাড়ি দেখিয়ে বলছে চোর চোর।'' শুধু তাই নয়, মমতা প্রাথমিকভাবে বলে দেন যে ভোট না থাকলে জিভ কেটে নিতাম। যদিও পরের মুহূর্তেই 'ড্যামেজ কন্ট্রোলের' চেষ্টা করেন মমতা। তিনি বলেন, ''আমি জিভ টেনে নেওয়ার কথা বলব না। এ তো মোদি বলেন।''

সবরকম ষড়যন্ত্র করেছে তৃণমূল মোদি

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ, ১৬ এপ্রিলঃ প্রথম দফার ভোটের আগে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জোড়া সভা করেন। বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমাদারে সমর্থনে প্রচার সভা থেকে এদিন একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলকে আক্রমণ করেন মোদি। গত বছর তিন জনজাতি মহিলার দণ্ডি কাটার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে সমালোচনার ঝড় ওঠে। পরে অবশ্য ওই মহিলাদের সঙ্গে দেখা করেন বিষয়টি সামলানোর চেষ্টা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বছরের সেই ঘটনার প্রসঙ্গে এদিন গর্জে ওঠেন মোদি। প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, তিন আদিবাসী মহিলা বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন বলে, তৃণমূল তাঁদের ধমকে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে। তৃণমূল আদিবাসী গরিব মহিলাদের বন্ধক মনে করে। এদিন মোদি দাবি করেন তৃণমূল ইচ্ছাকৃতভাবে জনজাতি সমাজকে উন্নয়ন থেকে দূরে রেখেছে। চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল খুলতে দেয়নি, রোজগারের ব্যবস্থা করতে দেয়নি। যুবকরা কাজের সন্ধানে ঘর ছেড়েছে। এই প্রসঙ্গে বালুরঘাটে বিজেপির উন্নয়নের হিসাব নিকেশও ব্যাখ্যা করেন মোদি। তাঁর মতে, গত ১০ বছরে তৃণমূলের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিজেপি বালুরঘাট ও বাংলার উন্নয়নের জন্য সমস্ত চেষ্টা করেছে। বিজেপি বালুরঘাটকে অমৃত ভারত স্টেশন হিসেবে বিকশিত করছে। শিয়ালদাকে যুক্ত করার জন্য ট্রেন চালু হয়েছে। ভাতিন্ডা-মালদা ট্রেনকেও বালুরঘাটের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বালুরঘাটে এয়ারপোর্টের জন্যও প্রচুর চেষ্টা করছে। কিন্তু তৃণমূল চায় না এখানে এয়ারপোর্ট হোক। এদিন জনজাতিদের জন্য বিজেপি কী কী করেছে, তার খতিয়ান তুলে ধরেন মোদি। বলেন, ''জনজাতি গৌরব দিবস পালন করছে বিজেপি। জনজাতি বাচ্চাদের জন্য স্কুল খুলেছে। এই বিজেপিই দ্রৌপদী মুর্মুকে প্রথম জনজাতি মহিলা রাষ্ট্রপতি করেছে।'' রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচনের প্রচারে এসে এর আগে সন্দেশখালির মহিলা নির্যাতনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন মোদি। আর এবার পরোক্ষভাবে এক বছর আগের জনজাতি মহিলাদের দণ্ডি কাটার ঘটনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আসলে জনজাতি আবেগ উসকে দেওয়ার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী। বালুরঘাটের

পর মঙ্গলবার রায়গঞ্জে দ্বিতীয় সভা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। রায়গঞ্জ আসনে গত বার বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন দেবশ্রী চৌধুরী। তাঁকে কেন্দ্রে মন্ত্রীও করা হয়। তবে এ বার এই কেন্দ্রে প্রার্থী বদল করেছে বিজেপি। দেবশ্রীকে দক্ষিণ কলকাতা আসনে সরিয়ে এখানে কার্তিক পালকে টিকিট দিয়েছে তারা। মঙ্গলবার তাঁরই সমর্থনে প্রচার করলেন মোদি। আক্রমণ করলেন রাজ্যের শাসকদলকে। রায়গঞ্জের সভায় এদিন ফের মোদির মুখে উঠে এল সন্দেশখালি প্রসঙ্গ। চব্বিশের লোকসভা ভোটে সন্দেশখালি যে নিঃসন্দেহে অন্যতম বড় ইস্যু, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জমি দখল থেকে নারী নির্যাতনের একের পর এক ভয়াবহ অভিযোগ ইতিমধ্যেই উঠেছে সেখানে। তাই সবদিকেই এবার নির্বাচনে হেভিওয়েট কেন্দ্রগুলির মধ্যে এটিও একটি। এবার বসিরহাটে রেখা পাত্রকে লোকসভা ভোটের টিকিট দিয়েছে বিজেপি। ১৯ এপ্রিল থেকেই বাংলার মানুষ নিজেদের মতামত জানানো শুরু করবেন। আর তার ঠিক আগে এদিন ফের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''বাংলায় মহিলারা সুরক্ষিত নয়, সন্দেশখালির ঘটনা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে।'' মোদি এদিন আরও বলেন, ''তৃণমূল প্রকাশ্যে অত্যাচার করেছে। সন্দেশখালি গুণ্ডা-মাফিয়ারা মহিলাদের ওপর অত্যাচার করেছে, অত্যাচারের অনুমতি কে দিয়েছে? সন্দেশখালির অত্যাচারিতদের সাহায্য করতে চাইলেও বাধা দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই অপরাধের সাজা পেতে হবে তৃণমূল কংগ্রেসকে।'' রাম নবমী পালন নিয়ে এদিন রীতিমতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল সরকারকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন রায়গঞ্জ থেকে নরেন্দ্র মোদি বলেন, ''রামনবমী পালনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয় না, আদালতে যেতে হয়। রামনবমীর মিছিলে যাঁরা পাথর ফেলে, তাদের অনুমতি দিয়ে রাখে তৃণমূল কংগ্রস। বাংলার মানুষকে ভোট দিতে দেয় না তৃণমূল সরকার। বিভাজনের রাজনীতির জন্য মানুষকে নাগরিকত্ব দিতে চায় না তৃণমূল কংগ্রেস।'' মোদির কথায়, ''আমি জানি তৃণমূল প্রতিবারের মতো এবারও এখানে রামনবমীর অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সব রকমের ষড়যন্ত্র করেছে, কিন্তু, সত্যেরই জয় হয়। এই জন্য, আদালত থেকে অনুমতি পাওয়া গেছে, কাল শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে রামনবমীর শোভাযাত্রা বের হবে। এই বার এই রামনবমী অন্যবারের থেকে আলাদা। এই নবরাত্রিও বিশেষ। আর এই বাংলা নববর্ষও বিশেষ। এটাই প্রথম রামনবমী যখন, অযোধ্যায় রামমন্দিরে রামলালা বিরাজমান হয়েছেন।''

বড় ফুলের থেকে টাকা নিয়ে জোড়া ফুলে ভোট দিন, পরামর্শ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৬ এপ্রিলঃ বিজেপি জিতলে আপনি আপনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন, তৃণমূল থাকলে অধিকার পাবেন। কোচবিহারের জনসভা থেকে এমনই বার্তা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলার মানুষ তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়নি। কিন্তু তারপর যেই বিজেপি জিতল, বাংলার টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মঙ্গলবারের জনসভা থেকে সরাসরি নিশীথ প্রামাণিককে আক্রমণ করেছেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য, ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত কোচবিহারে তৃণমূল প্রার্থী জিতেছিল। ততদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা হয়নি। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় থাকলেও বাংলার মানুষের টাকা বন্ধ করতে পারেনি। কারণ জেলায় তৃণমূলের হাত শক্ত ছিল। কিন্তু এরপর থেকেই বঞ্চনা শুরু হল। অভিষেকের কথায়, ''১৯ সালে যেই নিশীথ প্রামাণিক জিতল, সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মানুষের টাকা বন্ধ হয়ে গেল।'' কোচবিহারের জনসভা থেকে বিজেপির এক জেলানেত্রীর অডিও বার্তা শোনান অভিষেক। সেখানে দাবি করা হয়েছে, ২০২৫ সাল পর্যন্ত তৃণমূল থাকবে না,

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও বন্ধ হয়ে যাবে। এই অডিও বার্তা প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, ''বিজেপি শুধু বাংলার মানুষকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে। বাংলা বিরোধীদের তাই শিক্ষা দিতে হবে।'' সভায় আসা মানুষের প্রতি তাঁর আর্জি, ''আগামী ১৯ এপ্রিল ১৯-এর বদলা নিন!'' অভিষেকের স্পষ্ট বার্তা, শেষ ৫ বছর কোচবিহারের জনগণকে ঠকিয়েছে বিজেপি। দরকারের সময়ে তাদের কাউকে পাওয়া যায়নি। এখন ভোটের আগে গ্যারেন্টির কথা বলছে। তৃণমূল নেতার দাবি, বুধবার প্রচারের সময় শেষ হয়ে গেলেই এলাকায় এলাকায় টাকা বিলি করতে পারে বিজেপি। অভিষেকের পরামর্শ, ''৫০০ দিতে এলে বলবেন ১,০০০ চাই, ১,০০০ দিতে এলে বলবেন ২,০০০ চাই। ওটা আপনার টাকা, নিয়ে নেবেন। বলবেন, বিজেপিকে ভোট দেব। কিন্তু গিয়ে ভোটটা দিয়ে আসবেন জোড়াফুলে।'' গত শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, যাঁরা চৈত্র নবরাত্রির সময় আমিষ খান, তাঁদের মানসিকতা মুঘলদের মতো। সেই বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে কোচবিহারে ব্যাপক ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, বিজেপি যে বাংলা এবং বাঙালি বিরোধী তার আরও একটা প্রমাণ মিলল। তাঁর দাবি, বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক জিতলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ হবে। বন্ধ হবে মাছ খাওয়াও। শুধু বাংলার কথা নয়, ইন্ডিয়া জোটের প্রসঙ্গ টেনেও বিজেপিকে নিশানা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ''বিজেপির গ্যারান্টি এটাই যে, ৪০০ টাকার গ্যাস আজ ১,০০০ টাকা। বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই ১,০০০ টাকার গ্যাস ২,০০০ টাকা হবে। আর বিরোধী জোট ইন্ডিয়া ক্ষমতায় এলে গ্যাসের দাম ৪৫০ টাকা হবে।''

নিয়োগ দুর্নীতির কোটি কোটি টাকা আসত তাপস-কুন্তলদের পকেটে, রিপোর্ট দিল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ টেট পরীক্ষা দেওয়ার পর প্রার্থীদের মধ্যে অনেকে যোগাযোগ করতেন কুন্তল ঘোষ ও তাপস মণ্ডলের সঙ্গে। টাকা দিলে তাঁদের নাম পাশ করা প্রার্থীর তালিকায় উঠে যেত। ইন্টারভিউয়ের ডাক পেতেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে চাকরি পেয়েছিলেন অনেকে। কিন্তু কোন তালিকায় উঠত নাম? সিবিআই-এর দাবি, তৈরি করা হয়েছিল ফেক ওয়েবসাইট। সেখানেই নাম দেখতে পেতেন প্রার্থীরা। এভাবেই দিনের পর দিন চলছিল একটা চক্র! মঙ্গলবার হাইকোর্টে এমনই রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই। ২০১৪ সালে প্রাথমিক নিয়োগে কীভাবে দুর্নীতি হয়েছিল, তারই তদন্ত রিপোর্ট এদিন জমা পড়েছে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চে। প্রাথমিক দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট পেশ করল সিবিআই। মঙ্গলবার রিপোর্টের সঙ্গে পেশ করা হয়েছে চার্জশিটের কপিও। নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সিবিআই-এর হাতে কী তথ্য উঠে এসেছে, তার উল্লেখ রয়েছে রিপোর্টে। রিপোর্টে রয়েছে, অন্যতম অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডলের নাম। তাঁদের মধ্যে একটা অশুভ আঁতাত গড়ে ওঠে বলে দাবি করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এরাই অবৈধভাবে চাকরি পাইয়ে দিয়ে বিপুল অর্থ সংগ্রহের একটা চক্র তৈরি করেছিল। সিবিআই তদন্তে উঠে এসেছে, তাপস মণ্ডলের কয়েকজন সাব এজেন্ট ছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে মূলত টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মালিকদের কাছ থেকে টাকা তোলা হত। শুধু তাই নয়, প্রার্থীদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে কুন্তল ও তাপসের পকেটে কোটি কোটি টাকা গিয়েছিল বলে দাবি করেছে সিবিআই। তদন্তকারী সংস্থা বলছে, ২০১৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তাপস মণ্ডল তাঁর ৮ জন এজেন্টের মাধ্যমে ১৪১ জনের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন ৪ কোটি ১২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, আর অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষকে ৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন তাপস। সিবিআই-এর দাবি, প্রায় একই কায়দায় এবং একই সময়কালে কুন্তল ঘোষও তাঁর তিনজন এজেন্টের মাধ্যমে ৭১ জন চাকরি প্রার্থীর কাছ থেকে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, তাঁদের তৈরি ভুয়ো ওয়েবসাইটটি ছিল www.wbte-tresults.com। সেখানে টেটে অকৃতকার্য প্রার্থীরাও হয়ে যেতেন উত্তীর্ণ। একেবারে অবিকল আসল ওয়েবসাইটের মতোই দেখতে ছিল এই ওয়েবসাইট। অযোগ্য চাকরি প্রাপকদের ভুয়ো ইমেইল আইডি থেকে মেইল পাঠিয়ে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডেকে পাঠানো হত বলে দাবি সিবিআই-এর।

জঙ্গলে প্রবল গুলির লড়াই, শঙ্কর রাও সহ অন্তত ১৮ মাওবাদীর মৃত্যু

ছত্তীশগড়, ১৬ এপ্রিলঃ লোকসভা নির্বাচনের মুখে ফের গুলির লড়াই ছত্তীশগড়ে। বিএসএফ-এর সঙ্গে গুলির লড়াইতে অন্তত ১৮ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। মঙ্গলবার ছত্তীশগড়ের কাঙ্কর জেলায় চলে এই গুলির লড়াই। জানা যাচ্ছে, মৃতদের মধ্যে রয়েছেন শঙ্কর রাও নামে এক শীর্ষ মাও নেতা, যাঁর মাথার দাম ধার্য করা হয়েছিল ২৫ লক্ষ টাকা। ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই বিএসএফ জওয়ান। প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। গত বছর নভেম্বর মাসে এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীন মাওবাদী হামলার ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, এদিন ছোটে বেঠিয়া থানা এলাকার মধ্য অবস্থিত ওই জঙ্গলে অপারেশন চলার পর উদ্ধার হয় একের পর এক অস্ত্র। উদ্ধার হয়েছে চারটি একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। জানা গিয়েছে, দুপুর দেড়টা নাগাদ শুরু হয় গুলির লড়াই। গত মাসে এই জেলাতেই চলে এনকাউন্টারে। মৃত্যু হয় এক পুলিশ ও দুই সাধারণ নাগরিকের। সেই সময় বেশ কিছু বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছিল। সূত্রের খবর, এদিন অভিযান চালানোর সময় ছিলেন, রাজ্য পুলিশ, বিএসএফ ও বাস্তার ফাইটারসের আধিকারিকরা। প্রথমে গোটা জঙ্গল এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। এরপর গুলি চালানো হয়। এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে এনকাউন্টারে তিন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছিল।

৮ জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা, জরুরি বৈঠকে বসলেন মুখ্যসচিব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ প্রবল গরমে 'পুড়ছে' বাংলা। ৪৩ ডিগ্রি ছোঁয়ার পথে পশ্চিমাঞ্চল। এই পরিস্থিতিতে তাপপ্রবাহের আশঙ্কায় জরুরি বৈঠক করলেন মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী এই সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহ হতে পারে। আবহাওয়া দফতরের এই পূর্বাভাসকে মাথায় রেখে জরুরি বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব। এই বৈঠক থেকে জেলাগুলোকে সতর্ক থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের আট জেলায় আগামী কয়েকদিনে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, দুই বর্ধমান, দুই মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অনেক এলাকায় পারদ ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে পূর্বাভাস। এই তাপপ্রবাহের কথা মাথায় রেখে মঙ্গলবার জরুরি বৈঠক করলেন মুখ্য সচিব বি পি গোপালিকা। ভার্চুয়াল এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের সচিব সহ জেলাশাসকরাও। যেখানে জলের সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং যেখানে

এখনও নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছানো সম্ভব হয়নি, সেই সব এলাকার দিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে সেই সব এলাকায় যাতে পানীয় জলের গাড়ি পাঠানো যায়, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই দিনের বৈঠকে। কোথাও গাড়ি পাঠানোর সমস্যা থাকলে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের পানীয় জলের যে পাউচ প্যাকেট আছে সেগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রাখার কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি জেলার কন্ট্রোল রুমকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রশাসনকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধ-বৃহস্পতি ৮ জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দুপুরে ৫ ঘণ্টা সতর্ক হয়ে বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা।

'সিবিআই অনুসন্ধানে সমস্যা কোথায়', রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ রাজ্যের নতুন করে এক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের সামনে এসেছে কিছু হাই প্রোফাইল নাম। একদিকে রয়েছেন জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম, অন্যদিকে অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের তরুণ নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। সেই মামলায় সিবিআই অনুসন্ধানে স্থগিতাদেশ চেয়ে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। তবে আপাতত কোনও লাভ হল না রাজ্যের। ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআই অনুসন্ধানে স্থগিতাদেশ দিল না। মামলায় বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে রাজ্যের কাছে। পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছে। এরপরই সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। প্রধান বিচারপতির অনুপস্থিতিতে আজ মঙ্গলবার বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চে হয় মামলার শুনানি। এদিন ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যকে প্রশ্ন করে, 'পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই

অনুসন্ধানে সমস্যা কোথায়?' এ ব্যাপারে রাজ্যকে বিস্তারিত জানাতে হবে হাইকোর্টে। আগামী ১৮ এপ্রিল বেলা ২টোয় ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে। আপাতত কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি। সমস্ত নথি রাজ্যকে প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। রাজ্যের এই পদক্ষেপকে 'তৃণমূল সরকারের বিলাসিতা' বলে কটাক্ষ করেছেন আইনজীবী তথা বামনেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ''আইনি অধিকার হলেও, নীতির প্রশ্ন আছে। দুর্নীতি হয়েছে, তদন্ত হবে। জনগণের পয়সায় মামলা করে অপচয় করা হচ্ছে।'' উল্লেখ্য, সিআইডির হাতে একটি চিঠি আসে, তাতেই পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ ওঠে। সেই চিঠিতেই উঠে এসেছে শাসক দলের একাধিক নেতার নাম।

হকের চাকরির দাবিতে এবার ৪০ ডিগ্রিতে বিক্ষোভের মাঝেই অসুস্থ রাসমণি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ ১১২৯ দিন ধরে আন্দোলন চলছে, শুধুই প্রতিশ্রুতি আর প্রতিশ্রুতি। নিয়োগের কোনও নামগন্ধ নেই। নিয়োগ হবে কবে? এই প্রশ্ন করতে করতে কার্যত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন চাকরি প্রার্থীরা। তবু হকের চাকরির লড়াই থামেনি এখনও। মঙ্গলবার প্রবল গরমের মধ্যেই রাস্তায় নেমেছিলেন চাকরিপ্রার্থীদের একটা অংশ। লোকসভা নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে ভোটপ্রার্থীদের কাছে প্রশ্ন তুলে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে গান্ধীমূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত

মিছিল করেন তাঁরা। এসএলএসটি নবম-দশমের চাকরি প্রার্থীরা এদিন যখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, তখন মাথার ওপর চড়া রোদ আর প্রবল গরম। সেই গরমেই অসুস্থ হয়ে পড়েন একের পর এক চাকরি প্রার্থী। এদিন বিক্ষোভের মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়েন চাকরিপ্রার্থী রাসমণি পাত্র। এর আগে চাকরির দাবিতে ধর্মতলায় নিজের মাথা ন্যাড়া করেছিলেন তিনি। এরপর অসুস্থ হয়ে পড়েন বিল্ব ঘোষ ও তনয়া বিশ্বাস, শর্মিষ্ঠা দাস বারিক নামে আরও তিন চাকরিপ্রার্থী। এসএসকেএম নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের। এদিন দুপুরে আলিপুরের তাপমাত্রা ছিল প্রায় ৩৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কোথাও কোথাও তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রিও পার করে গিয়েছিল এদিন। সেই কারণেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই চাকরি প্রার্থীরা। চাকরি প্রার্থীদের দাবি, আইনি জটিলতায় নিয়োগ আটকে আছে, এ কথা সত্যি নয়। সরকার এ কথা বলে যে যুক্তি দিচ্ছে, সেটা ঠিক নয় বলেই দাবি তাঁদের।

তিহাড় থেকে কেজরির বার্তা

'আই অ্যাম নট এ টেররিস্ট'

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিলঃ তিহাড় জেল থেকে ফের বার্তা পাঠালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির তিহাড় জেলে বন্দি রয়েছেন তিনি। সেখানে পরিবারের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। সেই আবহেই জেল থেকে বার্তা দিলেন কেজরিওয়াল, যাতে জনপ্রিয় হিন্দি ছবির কায়দায় তাঁর উক্তি, 'মাই নেম ইজ অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অ্যান্ড আই অ্যাম নট এ টেররিস্ট'। মঙ্গলবার জেলবন্দি কেজরিওয়ালের বার্তা জনসমক্ষে আনেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিংহ। আবগারি দুর্নীতি মামলায় ছ'মাস জেলবন্দি থাকার পর জামিনে সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছেন তিনি। জেলে কেজরিওয়ালের সঙ্গে অন্যায় আচরণ হচ্ছে, তাঁর মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে আগেই অভিযোগ তোলেন সঞ্জয়। এদিন কেজরিওয়ালের বার্তা তুলে ধরেও একই দাবি করেন তিনি। সাংবাদিক বৈঠক করে এদিন কেজরিওয়ালের বার্তা সকলকে পড়ে শোনান সঞ্জয়। তিনি বলেন, ''সন্ত্রাসবাদীর মতো আচরণ করা হচ্ছে কেজরিওয়ালের সঙ্গে। কাছের মানুষদের সঙ্গে ঠিকঠাক দেখাও করতে দেওয়া হচ্ছে না ওঁকে। অবশ্যই প্রতিহিংসার রাজনীতি হচ্ছে। আরও

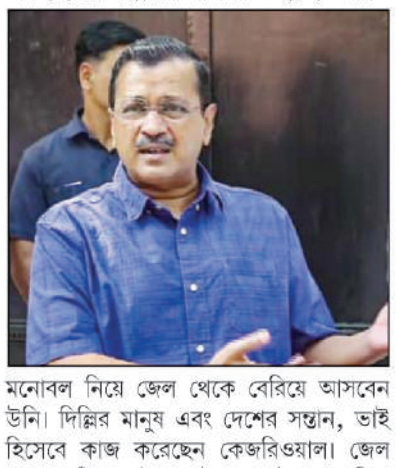

মনোবল নিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন উনি। দিল্লির মানুষ এবং দেশের সন্তান, ভাই হিসেবে কাজ করেছেন কেজরিওয়াল। জেল থেকে ওঁর বার্তা, 'মাই নেম ইজ অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অ্যান্ড আই অ্যাম নট এ টেররিস্ট'।'' কেজরিওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে সম্প্রতি আবেদন জানান তাঁর স্ত্রী সুনীতা। কিন্তু আপ-এর অভিযোগ, মুখোমুখি স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়নি সুনীতাকে। বরং কাচের দেওয়ালের এপার থেকে তিনি কেজরিওয়ালের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন বলে জানানো হয়। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানও কাচের দেওয়ালের এপার থেকেই কেজরিওয়ালের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি পান। সেই নিয়ে সঞ্জয়ের বক্তব্য, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে যে প্রধানমন্ত্রী ঘৃণা করে, তা স্পষ্ট। যত ওঁর মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আপনারা, ততই শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে আসবেন উনি। গতকাল সাক্ষাতের সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। এটা আমাদের সকলের কাছেই আবেগের বিষয়। বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদির জন্য অবশ্যই লজ্জার বিষয় এটি। কেজরিওয়ালের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীর মতো আচরণ করা হচ্ছে বলে একদিন আগে অভিযোগ করেন ভগবন্তও। গত ২১ মার্চ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হাতে গ্রেফতার হন কেজরিওয়াল।

‘সরকারি অর্থে ভোটের প্রচার’! মোদীর বিরুদ্ধে এবার কমিশনে নালিশ তৃণমূলের!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ’সরকারি খরচে ভোটের প্রচার’! কীভাবে? খোদ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই এবার নির্বাচন কমিশনের অভিযোগ দায়ের করল তৃণমূল।এ বারের অভিযোগ, সরকারি অর্থ খরচ করে ভোটের প্রচার করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর দল।কমিশনকে পাঠানো চিঠিতে তৃণমূল লিখেছে, গত ১৫ মার্চ ‘ প্রিয় পরিবারবর্গ’ বলে একটি চিঠি লেখেন। সেখানে গত এক দশকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং প্রকল্পের কথা রয়েছে। হোয়াট্সঅ্যাপের মাধ্যমে গোটা দেশের জনগণের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ওই বার্তা। কিন্তু সেই বার্তার একটি অংশে লেখা ছিল ‘ চিঠিটি পাঠিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার। গত ১০ বছরে ভারতের ১৪০ কোটির বেশি জনগণ সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। আগামীতেও তাঁরা উপকৃত হবেন।’’ তৃণমূলের যুক্তি, মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার এই চিঠি পাঠাচ্ছে বলে বলা হচ্ছে। কিন্তু আসন্ন লোকসভা ভোটে প্রধানমন্ত্রী নিজে বারাণসী কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাই এটা স্পষ্ট যে সরকারি অর্থকে ব্যবহার করে ভোটের আগে সরকারি প্রকল্পের প্রচার করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি।কমিশনকে পাঠানো চিঠিতে তৃণমূল অভিযোগ করেছে, নির্বাচন কমিশন ভোট ঘোষণার পর ওই বার্তা হোয়াট্সঅ্যাপে ছড়ানো স্পষ্টতই নির্বাচনী আদর্শ বিধি ভঙ্গের উদাহরণ। রাজনৈতিক প্রচারে সরকারি অর্থ এবং পদ ব্যবহার করা সমীচীন নয়। তাই কমিশন মোদী এবং বিজেপির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুক। সংশ্লিষ্ট চিঠিতে তৃণমূলের তরফে সই রয়েছে তাদের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক’ও ব্রায়েনের। চিঠির শেষে সংশ্লিষ্ট হোয়াট্সঅ্যাপ মেসেজের স্ক্রিনশটও কমিশনকে পাঠিয়েছে তৃণমূল। আসন্ন লোকসভা ভোটের আগে এ নিয়ে মোদীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ আনল তৃণমূল। এর আগে বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে চড়ে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচার করেছেন বলে অভিযোগ করেছে মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়ের দল।সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশের পালনাড়ুর চিলাকালুরিপেটে নির্বাচনী সমাবেশে গিয়েছিলেন মোদী। তৃণমূলের অভিযোগ, ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে চড়ে ওই সমাবেশে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। এতেই লঙ্ঘিত হয়েছে নির্বাচনী আচরণবিধি। এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের চিঠি পাঠিয়ে অভিযোগ জানিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগ জানান দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে। তিনি এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) চিঠির প্রতিলিপিও পোস্টও করেন।নির্বাচনী প্রচারে সরকারি পরিবহণ, যন্ত্র বা নিরাপত্তারক্ষী ব্যবহার করা যায় না। তৃণমূলের দাবি, ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টার ব্যবহার করে মোদী যে আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন সেই একই বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ১৯৭৫ সালে শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছিল তকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকেও।

চূড়ান্ত নাটক! তৃণমূলের দক্ষিণ কলকাতার নির্বাচনী কমিটিতে নেওয়া হল বর্ষীয়ান নেতা তারককে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দক্ষিণ লোকসভা নির্বাচন কমিটি থেকে নাম বাদ পড়েছিল কলকাতা পুরসভার মেয়র পরিষদ তারক সিং-য়ের। মঙ্গলবার নির্বাচনী কমিটি গড়েছে দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল কমিটি। সেই কমিটি থেকে বাদ পড়েছিলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা তারক। গত মঙ্গলবার রাতে এই কমিটি ঘোষণা করা হলে দেখা যায়, তাতে জায়গা পেয়েছেন মোট ১২ জন তৃণমূল নেতা। যাঁদের মধ্যে অনেকেই তারকের তুলনায় রাজনীতিতে নবীন। তাই তালিকায় নিজের নাম দেখতে না পেয়ে খানিকটা অভিমানী হয়ে পড়েন তারক। বুধবার সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে নিজের অভিমানের কথা প্রকাশ করে দেন তিনি। তারক বলেন, দল হয়তো মনে করেছে, এখন আর আমার মতো মানুষের প্রয়োজন নেই। তাই নির্বাচন কমিটিতে রাখেনি। এ বিষয়ে আমার কোনও বক্তব্য নেই, তবে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী মালাকে জেতাতে দল যে দায়িত্ব দেবে তা পালন করব।’’দক্ষিণ কলকাতা জেলা কমিটি এই বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতার অভিমানের কথা জানতে পারে এবং কমিটিতে তাঁর নাম সংযোজন করেন জেলা সভাপতি দেবাশিস। ১৩তম সদস্য হিসাবে তারককে ওই কমিটিতে জায়গা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতেও অভিমান কমেনি তারকের। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না। এত দিন রাজনীতি করে আসার পর কোন কমিটিতে আমাকে রাখা হচ্ছে বা হচ্ছে না, তা নিয়ে মন্তব্য করা আমার মত মানুষের পক্ষে অবমাননাকর। তাই এই বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূলের একটি সূত্র জানাচ্ছে, ইচ্ছাকৃত ভাবে তারকের নাম ওই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। বিষয়টি নজরে আসার পরেই তাঁর মত প্রবীণ নেতার নাম কমিটিতে সংযোজন করা হয়েছে। এ বিষয়ে দলের সঙ্গে তারকের কোনও মত বিরোধ তৈরি হোক, এমনটা চান না জেলা তৃণমূলের সভাপতি দেবাশিস। তাই মূলত তাঁর উদ্যোগেই কমিটিতে তারকের নাম সংযোজন করা হয়েছে।১৯৯৮ সালে তৃণমূল গঠনের সময় যাঁরা মমতার সঙ্গে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছিলেন, তাঁদেরই এক জন তারক। বর্তমানে তিনি বেহালা পশ্চিম বিধানসভা এলাকার অন্তগর্ত ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদয়ের (নিকাশি) দায়িত্বও তাঁর কাঁধে। এ ছাড়াও বেহালা পূর্ব বিধানসভার অন্তর্গত ১১৬ এবং ১১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তাঁর কন্যা কৃষ্ণা ও পুত্র অমিত। এমন এক জন প্রভাবশালী নেতার নির্বাচনী কমিটি থেকে বাদ পড়া নিয়ে গুঞ্জন তৈরি হয়েছিল দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূলের অন্দরে। কারণ ১২ জনের এই কমিটিতে এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার নিরিখে তারকের চেয়ে অনভিজ্ঞ। বাম জমানাতে দক্ষিণ কলকাতার বড় অংশের রাজনীতিতে শোভন চট্টোপাধ্যায় ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি তারকের মতামতকেও গুরুত্ব দিতেন তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই এমন এক জন নেতার নির্বাচন কমিটিতে জায়গা না পাওয়ার বিষয়টি দলের নীচুতলার কর্মীদের বিশেষ ভাবে নজরে এসেছিল। কিন্তু আপাতত তারকের নাম যুক্ত করে বিতর্কের অবসান চাইছে বাংলার শাসকদল। তৃণমূলের দুর্গ বলে পরিচিত দক্ষিণ কলকাতায় তারকের মতো এক জন দাপুটে নেতার ‘ প্রকাশ্যে আসায় খানিক বিড়ম্বনাও বেড়েছিল শাসকদলের। সেই বিতর্ক ধামাচাপা দিয়ে ভোট প্রস্তুতিতে মন দিতে চান তৃণমূল নেতৃত্ব।

অনুরাগের উপস্থিতিতে বিজেপিতে হিমাচলের ৬ বিদ্রোহী বিধায়ক, ৩ নির্দল এমএলএও পদ্মশিবিরে শামিল

নয়াদিল্লি, ১৬এপ্রিলঃভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিলেন হিমাচল প্রদেশের ৬ বিদ্রোধী বিধায়ক। শনিবার দিল্লিতে, বিজেপির সদর দফতরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুরের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন হিমাচলের ৬ বিদ্রোধী বিধায়ক। সুধীর শর্মা, রবি ঠাকুর, ইন্দর দত্ত লখনপাল, দেবেন্দ্র ভুট্টো, রাজেন্দ্র রাণা এবং চৈতন্য শর্মা, হিমাচল প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব বিন্দল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এছাড়াও এদিন হিমাচল প্রদেশের তিন নির্দল বিধাযক- আশিস শর্মা, কে এল ঠাকুর এবং হোশিয়ার সিং বিজেপি পরিবারের শামিল হয়েছেন। বিজেপিতে যোগদানের পর, হিমাচলের বিদ্রোহী বিধায়ক রাজেন্দ্র রানা বলেছেন, কংগ্রেস সরকার হিমাচল প্রদেশের জনগণের কাছে যে গ্যারান্টি দিয়েছে তা পূরণ করছে না। মুখ্যমন্ত্রী একজন স্বৈরশাসক এবং মানুষকে অপমান করেছেন। বিধায়কদের কথা শোনার মতো কেউ ছিল না। হিমাচল সরকার ভেন্টিলেটরে রয়েছে। হিমাচলের বিদ্রোহী বিধায়ক সুধীর শর্মা বলেছেন, আমরা যখন আমাদের জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে অক্ষম তখন বিধাযক হয়ে কী লাভ। সেই কারণেই রাজ্যসভা নির্বাচনে, আমরা হর্ষ মহাজনকে ভোট দিয়েছিলাম যিনি আমাদের রাজ্যের। আমাদের ভোট লুকিযে. রাখিনি, আমরা প্রকাশ্যে দেখিযেছি। আমরা শেষ পরিস্থিতি জানতাম। আজ আমরা সবাই নিজ থেকেই বিজেপিতে যোগ দিযেছি। বিদ্রোহী হিমাচল বিধায়ক ইন্দর দত্ত লখনপাল বলেছেন, কংগ্রেসের কার্যকারিতা ভেঙে গিয়েছে। হাইকমান্ডের কোনও প্রভাব নেই বা দলীয় কর্মীদের জন্য কোনও সম্মান নেই।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মনোবল কমানোর জন্য ২৪ ঘন্টা চেষ্টা করা হচ্ছেঃসঞ্জয় সিং

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল বিজেপির বিরুদ্ধে ফের আক্রমণ শানালেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং। এবার সঞ্জয়ের অভিযোগ, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মনোবল কমানোর জন্য ২৪ ঘন্টা চেষ্টা করা হচ্ছে। সঞ্জয় এও বলেন যে, এটা অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তিনি অন্যরকম মাটিতে তৈরি। আপনারা যতই তাঁকে ভাঙার চেষ্টা করবেন, তিনি ততই শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবেন। গতকাল বৈঠকের সময় মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান আবেগপ্রবণ

হয়ে পড়েন। এটি আমাদের সকলের জন্য একটি আবেগের বিষয়, কিন্তু বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্য এটি লজ্জার বিষয়।মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় সিং আরও বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, যিনি দেশ ও দিল্লির জনগণের জন্য ছেলে ও ভাইয়ের মতো কাজ করেছেন, জেল থেকে বার্তা দিয়েছেন ’আমার নাম অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং আমি সন্ত্রাসবাদী নই’... দিল্লির তিনবারের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে কাঁচের মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর ঘৃণার অনুভূতি রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে

নয়াদিল্লি,১৬এপ্রিল ঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স(এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ

পতঞ্জলি মামলায় প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে রাজি রামদেব, ২৩ এপ্রিল পরবর্তী শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ পতঞ্জলির ‘ এবং মিথ্যা বিজ্ঞাপন’ মামলায় এবার প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতেও রাজি হলেন যোগগুরু বাবা রামদেব। আইনজীবী মুকুল রোহাতগি মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টকে জানান, রামদেব প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছুক। বিচারপতি হিমা কোহলি বলেছেন, আদালত রামদেব এবং বালকৃষ্ণের কথা শুনতে চায় এবং তাঁদের এগিয়ে আসতে বলে। কিছু অডিও ত্রুটি থাকায় কয়েক মিনিটের জন্য বেঞ্চ উঠে যায়। বেঞ্চ উষ্মা প্রকাশ করে বলেছে, এটি আমাদের পক্ষ থেকে সেন্সরশিপ বলে মনে করবেন না।পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে অংশ নিতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে আসেন যোগগুরু বাবা রামদেব এবং পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আচার্য বালকৃষ্ণ। এদিন শুনানির সময় আইনজীবী মুকুল রোহাতগি সুপ্রিম কোর্টকে জানান, রামদেব প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছুক। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ২৩ এপ্রিল। ওই দিনও রামদেব এবং বালকৃষ্ণকে শীর্ষ আদালতে হাজিরা থাকতে হবে।

পবনপুত্রের পুজো দিয়ে দিনের শুরু, গুনা থেকে মনোনয়ন পেশ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার

গুনা, ১৬ এপ্রিল ঃ মধ্যপ্রদেশের গুনা সংসদীয় আসন থেকে মনোনয়নপত্র পেশ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের উপস্থিতিতে গুনা সংসদীয় আসন থেকে মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া।পবনপুত্রের পুজো দিয়ে দিনের শুরু করেন সিন্ধিয়া, এদিন সকালে হনুমান মন্দিরে পুজো দেন তিনি। পুজো দেওয়ার পর তিনি বলেন, আমরা এখন জনসেবার পথে এগিযে যাচ্ছি। এরপর দুপুরে গুনা সংসদীয় আসন থেকে মনোনয়নপত্র পেশ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। গুনা লোকসভা আসনে সিন্ধিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন কংগ্রেসের রাও যাদবেন্দ্র সিং।

পঞ্জাবের ৪টি লোকসভা আসনে প্রার্থী ঘোষণা এএপি-র, লুধিয়ানায় লড়বেন অশোক

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ পঞ্জাবের ৪টি লোকসভা আসনের জন্য প্রার্থীদের নামের তালিকা ঘোষণা করল আম আদমি পার্টি (এএপি)। পঞ্জাবের এই ৪টি লোকসভা আসন হল ফিরোজপুর, গুরুদাসপুর, জলন্ধর ও লুধিয়ানা। এবারের লোকসভা নির্বাচনে লুধিয়ানা থেকে এএপি-র টিকিটে ল।বেন অশোক পরাশর পাপ্পি।এএপি-র প্রকাশিত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, ফিরোজপুর সংসদীয় আসন থেকে লড়বেন জগদীপ সিং কাকা ব্রার, গুরুদাসপুর থেকে অমনশের সিং (শেরি কলসি), জলন্ধর থেকে পবন কুমার টিনু এবং লুধিযানা থেকে অশোক পরাশর পাপ্পি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

দলিত, বঞ্চিত ও অনগ্রসরদের অধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন দিয়েছে এনডিএঃপ্রধানমন্ত্রী

গয়া, ১৬ এপ্রিল ঃদলিত, বঞ্চিত ও অনগ্রসরদের অধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন দিয়েছে শুধুমাত্র এনডিএ। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, দলিত, বঞ্চিত ও অনগ্রসর শ্রেণীর নামে কংগ্রেস ও আরজেডি শুধুমাত্র নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণের জন্য কাজ করেছে। কিন্তু, দলিত, বঞ্চিত ও অনগ্রসরদের অধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন দিয়েছে শুধুমাত্র এনডিএ। মঙ্গলবার সকালে বিহারের গয়ায় এক নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আপনাদের এই সেবক ২৫ কোটি দেশবাসীকে দারিদ্র্য থেকে বের করে এনেছে। কযেক দশক ধরে কংগ্রেস ও তাঁদের সহযোগীরা দরিদ্রদের অন্ন ও ঘরের স্বপ্ন দেখিয়েছে। কিন্তু, এনডিএ সরকার ৪ কোটি দরিদ্র মানুষকে স্থায়ী বাড়ি দিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমাদের দেশ বৈচিত্র্যে ভরপুর। ভারত এমন একটি দেশ যেখানে প্রতিটি ধরণের বিশ্বাস এবং পথ রয়েছে। এমতাবস্থায় দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য নিয়মের মধ্যেই এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র পবিত্র ব্যবস্থা হলো আমাদের সংবিধান। সংবিধান প্রণেতাদের স্বপ্ন ছিল ভারত সমৃদ্ধশালী হোক। কিন্তু কযেক দশক ধরে দেশ শাসন করা কংগ্রেস সুযোগ হাতছাড়া করেছে, দেশের সময় নষ্ট করেছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, এবার আগামী ৫ বছরের জন্য মোদীর গ্যারান্টি কার্ড আপডেট করা হয়েছে। গরিবদের জন্য ৩ কোটি স্থায়ী বাড়ি তৈরি হবে, এটাই মোদীর গ্যারান্টি। গরিবরা আগামী ৫ বছর বিনামূল্যে রেশন পাবেন, এটাই মোদীর গ্যারান্টি। ৭০ বছরের বেশি বয়সী প্রত্যেক বযস্ক ব্যক্তি ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন, এটাই মোদীর গ্যারান্টি। কিষাণ সম্মান নিধি ভবিষ্যতেও চলবে, এটাই মোদীর গ্যারান্টি।

শ্রীনগরে বিতস্তা নদীতে ডুবে গেল নৌকা মৃত ৪, চিকিৎসাধীন ৩ জন

শ্রীনগর, ১৬ এপ্রিল ঃ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল শ্রীনগরের বিতস্তা নদীতে। মঙ্গলবার সকালে একটি নৌকা বিতস্তা নদীতে ডুবে যায়। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের এবং ৩ জনকে উদ্ধার করে শ্রীনগরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উদ্ধারকাজ এখনও চলছে। কিছু নাবালক ও স্কুলপড়ুয়াদের নিয়ে নৌকাটি ঝিলম নদী পেরিযে শ্রীনগরের বাটওয়ারা থেকে গান্দবাল যাচ্ছিল, সেই সময় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটেছে।নৌকাডুবির কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় উদ্ধারকাজ, ৭ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ৪ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই ঘটনায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। শ্রীনগরের জেলা প্রশাসক বিলাল মহিউদ্দিন বলেছেন, উদ্ধার অভিযান এখনও চলছে এবং নিখোঁজ শিশুদের খোঁজ করা হচ্ছে।

কংগ্রেস ও আইএনডিআই জোট সংবিধানকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেঃরাহুল গান্ধী

ওয়ানাড, ১৬ এপ্রিল ঃ নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র কেরলের ওয়ানাডে সোমবারের পর মঙ্গলবারও পদযাত্রা করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার ওয়ানাডে বিপুল সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে রোড-শো করেন রাহুল গান্ধী। গাড়ির ওপরে বসে, আবার কখনও দাঁড়িয়ে রোড শো করেন রাহুল, রাস্তার দুই ধারে উপস্থিতি মানুষজনের উদ্দেশ্যে হাত না।নে তিনি। উল্লেখ্য, ওয়ানাড লোকসভা আসনে এবার জোরদার লড়াই হতে চলেছে, এই আসনে রাহুলের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন সিপিআই-এর অ্যানি রাজা এবং বিজেপি কে সুরেন্দ্রনকে প্রার্থী করেছে।রাহুল গান্ধী এদিন বলেছেন, বিজেপি ভারতীয় সংবিধানকে ধ্বংস করে, দেশের সংবিধান পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। কংগ্রেস এবং আইএনডিআই জোট সংবিধান বাঁচানোর চেষ্টা করছে। ভারতের সবচেয়ে বড় ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৫-৬ জনের হাতিয়ার নরেন্দ্র মোদী। তাঁর লক্ষ্য হল প্রকৃত সমস্যা থেকে ভারতের জনগণকে বিভ্রান্ত করা। সে জন্যই মাঝে মাঝে তাঁকে সমুদ্রের তলদেশে পুজো করতে দেখবেন...কখনও কখনও তিনি ভারতবাসীকে বলেন আমরা অলিম্পিক ভারতে নিযে আসব। আবার তিনি বলবেন আমরা একজন মানুষকে চাঁদে পাঠাতে যাচ্ছি। তিনি কখনও বেকারত্ব অথবা মূল্যবৃদ্ধির কথা বলেন না। তিনি দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের রক্ষা করেন এবং তাঁদের ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অফিসে অগ্নিকাণ্ড, পুড়লো নথি

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অফিসে অগ্নিকাণ্ড। মঙ্গলবার সকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অফিস নর্থ ব্লকের দোতলার জানালা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়।জানা গেছে, ধোঁয়া দেখা যেতেই খবর পেয়ে তক্ষণা ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। তবে অগ্নিকাণ্ডের ফলে অফিসের আসবাব, কাগজপত্র, এসি, ফ্যান পুড়ে গিয়েছে বলে খবর। কীভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অফিসে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর, মূলত এসি মেশিন থেকেই আগুনটি লাগে। এসির ইউনিটগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে পুড়ে যাওয়া নথিপত্রে কী কী ছিল এবং কত টাকার ক্ষতি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৭এপ্রিল মার্ট ঃ রবিবার, ৪ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৭এপ্রিল ঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতঃনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৪ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৪৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ১৭এপ্রিল মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৪ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। এমন জিনিস কেনার পক্ষে আদর্শ দিন যার দাম বাড়বে। পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ এবং নির্ঝঞ্ঝাট দিন উপভোগ করুন-যদি মানুষেরা সমস্যা নিয়ে ।
বৃষভ রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা
মিথুন রাশিঃযেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। আজকে আপনার কোনো কাছের লোকের সাথে ।
কর্কট রাশিঃআপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা
সিংহরাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। শুভদিন ।
কন্যারাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি।
তুলারাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। ।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে
ধনু রাশিঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে
মকর রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করবে।
কুম্ভ রাশিঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে
মীন রাশিঃআজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে

জঙ্গিতে সতর্ক পুলিশ, হোটেলের অতিথিদের চিনতে পোর্টাল খুলতে চলেছে লালবাজার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণে অভিযুক্ত দুই আইএস জঙ্গি কলকাতায় (গণতন্ত্রতন্ত্র) ঘাঁটি গেড়ে ছিল অন্তত ১৩ দিন। অথচ তাঁদের সম্পর্কে কোনও তথ্য পায়নি কলকাতা পুলিশ। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে নানা মহলে। ' থেকে শিক্ষা নিয়ে এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করার সিদ্ধান্ত নিল লালবাজার। শহরের হোটেলে বা অতিথিশালায় আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তিদের বিস্তারিত তথ্য পেতে বিশেষ পোর্টাল তৈরির পরিকল্পনা করল কলকাতা পুলিশের। শহরে জঙ্গি যোগের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর পুলিশের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, শহরের বহু হোটেল ও অতিথিশালা আন্তঃরাজ্য ' সম্পর্কে তথ্য পুলিশকে জানাচ্ছে না। প্রয়োজনীয় ফর্মও ভরছে না হোটেল কর্তৃপক্ষ। শুধু পরিচয়পত্রের কপি জমা দিয়েই হোটেলে থাকছেন ভিনরাজ্য থেকে আসা ব্যক্তিরা। ইতিমধ্যেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যার জেরেই শহরের প্রতিটি হোটেলের অতিথিদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেতে আনা হচ্ছে

এই পোর্টাল। যেখানে আন্তঃরাজ্য বা বিদেশি, প্রত্যেক অতিথিদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রাখা হবে। তাঁদের নাম, আধার নম্বর, বিস্তারিত ঠিকানা, মোবাইল ও আরও বেশ কিছু তথ্য এবং সঙ্গে ছবি নথিভুক্ত করা হবে পোর্টালে। যাতে কোনও ব্যক্তির সম্পর্কে খোঁজ করলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তথ্য পুলিশের হাতে চলে আসে, সেই ব্যবস্থাই নিচ্ছে লালবাজার। পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, গত ১০ থেকে ১৪ মার্চ ও ২১ থেকে ২৮ মার্চ, অন্তত এই দু'দফায় কলকাতায় ছিল দুই আইএস জঙ্গি আব্দুল মতিন ও মুসাভির হুসেন। ধর্মতলা, খিদিরপুর ও একবালপুর অঞ্চলের অন্তত আটটি হোটেলে ছিল তারা। কিন্তু এর মধ্যে গোটা দু'য়েক হোটেল মাত্র তাদের সম্পর্কে তথ্য পুলিশকে পাঠিয়েছিল। গত ১০ মার্চ ও ১৩ থেকে ১৪ মার্চ তারা দু'জন যে দু'টি হোটেলে ছিল, তারা তাদের পরিচয়পত্রের কপি নিয়েছিল মাত্র। এস এন ব্যানার্জি রোডের একটি হোটেলে শুধু তাদের দিয়ে ' এ' ভরানো হয়েছিল। মুসাভির হুসেন নামে আইএস জঙ্গি ইউশা শাহনওয়াজ ভুয়ো নামে ওই ' এ' ভর্তি করে। সেখানেও তারা শিলিগুড়ি থেকে পর্যটনের জন্য কলকাতায় এসেছে বলে জানায়। সেই সঙ্গে ভুয়ো আধার কার্ডের নম্বর, মহারাষ্ট্রের থানের পালঘরের ভুয়ো ঠিকানা ও ৩৫টি সিমকার্ডের মধ্যে থেকে নেওয়া একটি সিমকার্ডের নম্বরও মুসাভির লিখে দেয়। হোটেল কর্তৃপক্ষের দাবি, এই পরিচয় ভুয়ো কি না, তা তাদের কাছে যাচাই করার কোনও রাস্তা নেই। তাই বোর্ডাররা যে তথ্য দেন, সেই তথ্যই তারা ' ফর্ম'-এর মাধ্যমে পুলিশকে জানায়। ওয়াটগঞ্জ বা একবালপুরের বেশিরভাগ হোটেলই পুলিশকে ' ফর্মে'র মাধ্যমে বোর্ডারদের তথ্য জমা দেয়নি।

অফিস টাইমে মেট্রো বিভ্রাট, যান্ত্রিক গোলযোগে বন্ধ পরিষেবা! দুর্ভোগে যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ অফিস টাইমে মেট্রো বিভ্রাট। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ দমদম থেকে কবি সুভাষ স্টেশনের দিকে যাওয়ার পথে শোভাবাজারে দাঁড়িয়ে পড়ে একটি মেট্রো। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই মেট্রোটি আটকে যায়। আর তাতেই বন্ধ করে দিতে হয় ওই রুটের পরিষেবা। ফলে ব্যস্ত সময়ে চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা। মেট্রো রেল সূত্রে খবর, এদিন সাড়ে ১১টায় গড়িয়াগামী মেট্রোটি শোভাবাজার স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য মেট্রো আর এগোতে না পারায় সমস্ত যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। ওই মেট্রোটিকে দ্রুত সরানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মেট্রোটিকে এখনও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আর তার জেরেই পর পর আটকে পরে অন্য মেট্রো। আপাতত দক্ষিণেশ্বর থেকে দমদম এবং সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো যাতায়াত করছে। ফলে যে সমস্ত যাত্রীরা গিরিশ পার্ক,

শোভাবাজার, মহাত্মা গান্ধী রোডের মতো এলাকায় পৌঁছতে মেট্রোয় সওয়ার হয়েছিলেন, তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন। এমনিতেই অফিস টাইমে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে কম সময়ের ব্যবধানে মেট্রো চলে। আবার গরমে রোদ এড়াতে বর্তমানে অনেকেই মেট্রোয় নির্ভরশীল। ফলে সেই ভিড় সামলাতে এমনিই হিমশিম দশা মেট্রো কর্তৃপক্ষর। আর এরই মধ্যে হঠা মেট্রো বিভ্রাটের কারণে রীতিমতো বিরক্ত যাত্রীরা।

সালিশি সভাকে ঘিরে উত্তেজনা মিনাখাঁয়, বিজেপি কর্মীদের মারধর

দুরন্ত বার্তা, মিনাখাঁ, ১৬ এপ্রিল ঃ সালিশি সভাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁয়। বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকদের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে সোমবার রাতে মিনাখাঁ থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। ঘটনায় ১৩ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে বিজেপি। মিনাখাঁর চাঁপালি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যার স্বামী, তৃণমূল কর্মী আহাদ আলি-সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনার সূত্রপাত চড়কমেলায় অশান্তির ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই নিয়ে গতকাল সালিশি সভা ডাকা হয়। সভায় বিজেপি কর্মীরা হাজির না হওয়ায়, তাদেরকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বিজেপির দাবি, এক মহিলার হাত ভেঙে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

অত্যধিক গরমে কাহিল দক্ষিণবঙ্গ সব জেলাতেই ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রাও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই আগামী কয়েক দিন ঊর্ধ্বমুখী থাকবে তাপমাত্রার পারদ, কোথাও কোথাও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও প্রায় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, ফলে অস্বস্তি আরও বা।বে তা বলাইবাহুল্য। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বে।ে ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। স্বাভাবিকভাবেই ঊর্ধ্বমুখী থাকবে তাপমাত্রার পারদও, অত্যধিক গরম অনুভূত হবে মহানগরী তিলোত্তমাতেও। দক্ষিণে বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও ভিজতে পারে উত্তরবঙ্গ। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারের মতো উত্তরের পাহাড়ঘেঁষা পাঁচ জেলায় সারা সপ্তাহ ধরে বজ্রবিদ্যু-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

বিএনআর হাসপাতালে আগুন, দমকলের তৎপরতায় এল আয়ত্তে

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ কলকাতার গার্ডেনরিচে আগুন লাগল বিএনআর হাসপাতালে। মঙ্গলবার সকাল ৭টা নাগাদ আগুন জ্বলতে দেখে দমকল কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয়। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আপাতত নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, হাসপাতালের তিন তলায় চক্ষু অপারেশন থিয়েটারে আগুন লাগে। তার পর তা ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্র। মঙ্গলবার সকালে বিএনআর হাসপাতালের তিন তলায় চক্ষু অপারেশন থিয়েটার থেকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে দেখে আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করে দেন অনেকেই। হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রেলরক্ষী বাহিনী (আরপিএফ)-র সদস্যরা তড়িঘড়ি খবর দেন দমকলে। রোগীদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আপাতত নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। আগুনে অপারেশন থিয়েটারের যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

টিকিয়াপাড়ার পরিস্থিতি মঙ্গলবার দুপুর থেকে পুরোপুরি স্বাভাবিক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ এপ্রিল ঃ টানা লোডশেডিং এর পর হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার পরিস্থিতি মঙ্গলবার দুপুর থেকে পুরোপুরি স্বাভাবিক হলো। আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলে ফল্টের কারণে তীব্র গরমে টানা প্রায় 'চারদিন' ধরে বিদ্যুহীন ছিল হাওড়ার টিকিয়াপাড়া বাইপাসের বিস্তীর্ণ এলাকা। ভূ-গর্ভস্থ কেবলের ত্রুটি খুঁজতে কার্যত কালঘাম ছুটেছিল সিইএসসি'র। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ওই এলাকায় তিনটি জেনারেটর পাঠানো হয়। টিকিয়াপাড়া ফাঁড়ি সংলগ্ন যে এলাকায় ফল্টের সমস্যা হয়েছে সেখানে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে কাজ শুরু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সিইএসসি বিদ্যুতের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। অভিযোগ, লোডশেডিং এর জেরে হাওড়ার টিকিয়াপাড়া বাইপাস এলাকায় সোমবার দুপুরে রাস্তা অবরোধ করেন এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনস্থলে যায় হাওড়া থানার পুলিশ। প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। সিইএসসি'র তরফেও জেনারেটর এনে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা ওমপ্রকাশ জয়সোয়াল বলেন, এখানে গত চারদিন ধরে বিদ্যুতের সমস্যা ছিল। আশু বোস লেন, গঙ্গারাম বৈরাগী লেন, হামিদ মুন্সি লেন এলাকার ৮০ শতাংশ বাড়ি বিদ্যুৎহীন অবস্থায় ছিল। সিইএসসি জেনারেটরের ব্যবস্থা করে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ভূ-গর্ভস্থ কেবল লাইনে যেখানে ফল্ট হয়েছে সেখানেও মেরামতের কাজ হয়। সিইএসসি সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকায় তিনটি জেনারেটর পাঠানো হয়েছিল। যে আন্ডারগ্রাউন্ড লাইনে সমস্যা হয়েছিল তার মেরামতের কাজও শেষ হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ১২টা থেকে পুরো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

রিষড়া প্রেমমন্দিরে পালিত হচ্ছে তিন দিনব্যাপী সাধুভান্ডারা ধর্মসভা ও মা অন্নপূর্ণার পূজা অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, হুগলী। পয়লা বৈশাখ অর্থা নববর্ষের দিন থেকে সূচনা হয়েছে রিষ।া প্রেম মন্দির এ তিন দিনব্যাপী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ,আজ সকাল থেকে যথাযথ নিয়ম-নীতি মেনে মা অন্নপূর্ণার পূজা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়৷ পয়লা বৈশাখ সকাল সাতটায়.বেদপাট ও মঙ্গল গীতির মাধ্যমে শুভ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়৷ এরপর শ্রী শ্রী তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের মহানির্মাণ তিথি বিহিত পূজা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় .সন্ধ্যায় .অনুষ্ঠিত হয় .এক বিশাল শান্তিপূর্ণ ধর্ম সভা এই সভায় সভাপতি ছিলেন স্বামী বলদেবানন্দ মহারাজ (সহ-সভাপতি মাহেশ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম)। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন ডঃ তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,(প্রাক্তন অধ্যাপক রাজা প্যারীমোহন কলেজ) এছাড়া সম্মানীয়.অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এন ,এন পাল (সি ও) (হেস্টিংস জুট মিল), বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে শ্রীমতি শিপ্রা পাল উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী দোসরা বৈশাখ সোমবার সকাল সাতটায়. বেদ পাঠ ও মঙ্গল গীতির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়. এবং সকাল ১০টায় এক বিপুল সাধু সম্মেলন ও ধর্মালোচনা ও সাধু ভান্ডারাও অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা সাতটায় গীতি আলেখ্য ভক্তের ভগবান পরিবেশিত হয়, সু ন্দর উপস্থাপনা সকলকে আকৃষ্ট করে। পরিবেশনায় ছিল সিদ্ধেশ্বরী হৃদয় ছুঁয়ে যায়। পরিবেশনায় ছিলেন সমর দাস ,শ্রীমতি রিনা দত্ত প্রবীর

কালচারাল গ্রুপ। আজ ৩রা বৈশাখ মঙ্গলবার, সকাল সাতটায় বেদপাঠ ও মঙ্গল গীতির মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয৷ সকালে শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা মাতার পূজার শুভ আরম্ভ হয় এবং তা সকলের বিশেষ নজর কাড়ে। সব থেকে আকর্ষণীয়. অনুষ্ঠান হল কুমারী পূজা অর্থ্যা কুমারী নারীকে প্রকৃতির পরম শক্তির উস রূপে এবং দেবীরূপে কল্পনা করে এবং আধ্যাত্মিক পবিত্র অনুভূতিতে গয়না বেনারসি এবং লাল ও।নায় সুসজ্জিত কোরে পূজা করা হয়। এরপর আরতি হোম ক্রিয়া.সুসম্পন্ন হয .। দুপুরে শুরু হয. ভক্ত নরনারায়ণ সেবা সকলকে প্রেম মন্দির কর্তৃক আহার ও বিভিন্ন সামগ্রী দান করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন দর্শক তথা ভক্ত বৃন্দের রাউত ও স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। এলাকাবাসী সহ বহুদূরান্ত থেকে ভক্তবৃন্দ এবং দর্শনার্থীবৃন্দ উক্ত দিনগুলিতে প্রেম মন্দিরে উপস্থিত থেকে তাদের পূজা ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই সকল অনুষ্ঠান অতি শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃংখলভাবে সুসম্পন্ন হয়। প্রেম মন্দিরের মহারাজগন যথাক্রমে শ্রীম ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী (সহ অধ্যক্ষ) এবং শ্রীম দেবানন্দ ব্রহ্মচারী (অধ্যক্ষ) এবং স্বামী নির্গুণানন্দ মহারাজ বলেন আমরা বরাবরই জনকল্যাণ হেতু এই সকল অনুষ্ঠান করে এসেছি তাতে ভক্তবৃন্দের যথেষ্ট পরিমাণে সাড়া পেয়েছি এবং আগামী দিনেও শান্তিপূর্ণভাবে সুশৃংখলভাবে আমরা এই অনুষ্ঠান কে এগিয়ে নিয়ে যাব।

ব্লু লাইনে পানীয় জলের সুবিধা

কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ স্টেশনে যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত মানের পানীয়. জলের প্রাপ্যতা একটি মৌলিক সুবিধা। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল সমস্ত স্টেশনে গ্রীষ্মের দিনে যাত্রীরা যাতে পানীয় জল পান তা নিশ্চিত করা। কলকাতায় পারদ ক্রমবর্ধমান হওয়ায়, মেট্রো রেলওয়ে. কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করছে যে স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের সহজে পানীয় জলের অ্যাক্সেস রয়েছে, প্রচণ্ড গরমে তাদের যাত্রা আরও আরামদায়ক করে তুলেছে। দক্ষিণেশ্বর থেকে ব্লু লাইনের কবি সুভাষ স্টেশন পর্যন্ত ৫৬টি বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা এখন উপলব্ধ। এই মেশিনগুলির মাধ্যমে সরবরাহ করা জলের গুণমান উপযুক্ত ডিভাইসগুলির সাহায্যে ঘন ঘন পরীক্ষা করা হচ্ছে। পানির সুবিধাগুলিতে, রিভার্স অসমোসিস (আরও) প্রযুক্তি বা বিকল্প উচ্চতর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। মহাব্যবস্থাপক শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডির দক্ষ নির্দেশনায়, মেট্রো রেলওয়ের সক্রিয় .দৃষ্টিভঙ্গি যাত্রীদের সন্তুষ্টি এবং কল্যাণের প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে নির্দেশ করে। পরিষ্কার, পানীয়. জল এবং দক্ষ সুবিধার অ্যাক্সেস প্রদান করে, মেট্রো রেলওয়ে নিশ্চিত করে যে যাত্রীরা গ্রীষ্মে হাইড্রেটেড এবং আরামদায়ক থাকতে পারে। ন্দ ন্দ্ররররর ন্ট

পুকুরের মাছ মরে দুর্গন্ধ এলাকায়, পুকুর পরিস্কার করার দাবিতে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১৬ এপ্রিল ঃ বসিরহাট পুকুরের মাছ মরে দুর্গন্ধ ছ।াচ্ছে এলাকায.। পুকুর পরিস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ এলাকার মানুষের । বিষ দিয়ে মাছ মারার অভিযোগ, থানায়.অভিযোগ দায়ের । ঘটনাস্থলে বসিরহাট থানার পুলিশ।

বসিরহাটের দালাল পাড়া এলাকার ঘটনা । বসিরহাটের দালালপাড়ায় অরিন্দম বিশ্বাসের পুকুর । সেই পুকুরের শয়ে.শয়ে মাছ মরে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে এবং পুকুরের জল বিষাক্ত হয়ে গেছে । দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকার মানুষ । জল ব্যবহার করাতো দুরন্ত পুকুরের পাশে যাদের বাড়ি তারাও দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে. পড়েছেন । পুকুরের মালিক অরিন্দম বিশ্বাসকে পুকুর পরিস্কারের জন্য জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। এরপর এলাকার মানুষ বসিরহাট থানায়.অরিন্দম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন এবং পাড়ায় বিক্ষোভ দেখান। মালিককে ঘিরেও ক্ষোভ দেখাযন এলাকার মানুষ । ঘটনাস্থলে গিয়ে.পুকুর মালিককে পুকুর পরিস্কার করার কথা বলে পুলিশ,না হলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেয় পুলিশ।

অন্যদিকে পুকুরের মালিক অরিন্দম বিশ্বাস বলেন কি করে মারা গেছে তিনি জানেন না , তিনি পুকুর পরিস্কার করে দেবেন , তবে তিনিও থানায় এই

আরামবাগ গৌরহাটি মোর থেকে প্রচার শুরু বাম প্রার্থীর

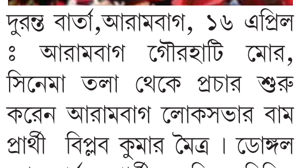

দুরন্ত বার্তা,আরামবাগ, ১৬ এপ্রিল ঃ আরামবাগ গৌরহাটি মোর, সিনেমা তলা থেকে প্রচার শুরু করেন আরামবাগ লোকসভার বাম প্রার্থী বিপ্লব কুমার মৈত্র । ডোঙ্গল মোড় পর্যন্ত। প্রার্থী কে নিয়ে৷ মিছিল ,মিছিল মহামিছিলের আকার নেয়৷ । এর পরে হুডখোলা টোটো তে করে শুভয.পুর, খালোর, দিহিবাগনান, গৌরী ,পয়সারা, কাপসিট, সালেপুর , রামনগর, মানিকপাট পর্যন্ত প্রার্থী। পরিচিতি করা হয়৷ গৌরহাটি ২, গৌরহাটি ১, শালেপুর ১, শালেপুর ২ মোট চারটি পঞ্চায়েত এলাকায়. প্রার্থী পরিচিতি করা হয়৷রাস্তাঘাট খারাপ , পানীয়.জলের সমস্যা তুলে ধরেন এলাকার মানুষজন। রাজ্য সরকার , কেন্দ্র সরকার ক্ষমতায়. আসীন হয়ে.ও এলাকার উন্নয়নের কাজ না করে , নিজেদের উন্নয়নে ব্যস্ত থেকেছেন। এ নিয়ে.এলাকায়. মানুষের ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। বাম প্রার্থীকে সামনে পেরে জনগণ আশায় বুক বাঁধছেন।ন্দ

বিজেপির ফ্ল্যাগ ছেঁড়া কে কেন্দ্র উত্তেজনা ছড়ালো তারকেশ্বরে

দুরন্ত বার্তা,তারকেশ্বর, ১৬ এপ্রিল ঃ বিজেপির ফ্ল্যাগ ছেঁড়া কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো হুগলির তারকেশ্বরের আস্তারা দত্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত় এলাকায়৷বিজেপির অভিযোগ আরামবাগ লোকসভার প্রার্থী অরূপ কান্তি দিগর সমর্থনে বিজেপির কার্যকর্তারা ফ্লাগ লাগিয়েছিলেন সোমবার বিকালে। রাতের অন্ধকারে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা বিজেপির ফ্ল্যাগ খুলে ফেলে দেয৷আস্তারা দত্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত় এলাকার একডালু বামুপাড়া ১৫৭ ও ১৫৭ নম্বর বুথে একাধিক জায়গায় বিজেপির ফ্ল্যাগ খোলা অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায় মঙ্গলবার সকালে । বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার মুখপাত্র বিরাজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়তারকেশ্বর থানায় মৌখিক অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকেও অভিযোগ জানান ।পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ। বিজেপির আরো দাবি তৃণমূল ভয় পেয়ে এই সব করছে যাতে করে মানুষ কে ভীত করে রাখা যায়৷যদিও তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে তারকেশ্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ সিংহরায় তিনি জানান এই ঘটনার সাথে তৃণমূলের কোন কর্মী জড়িত নয়।

তারকেশ্বরে একটি যাত্রী নিবাস থেকে বৃদ্ধর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা,তারকেশ্বর, ১৬ এপ্রিল ঃ তারকেশ্বরে একটি যাত্রী নিবাস থেকে বৃদ্ধর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। স্থানীয়.সূত্রে জানা গেছে, সোমবার তারকেশ্বর একটি যাত্রী নিবাসে পুজো দিতে আসেন ষাটোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ। পুজো দিয়ে সাময়িক বিশ্রাম নেওয়ার জন্য দরজা বন্ধ করে। কিছুক্ষণ পরে ডাকাডাকি করলে সাড়া না পেয়ে.খবর যায়.পুলিশে। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে সিলিং ফ্যান থেকে বৃদ্ধকে উদ্ধার করে। তড়িঘড়ি তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন৷মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মৃত বৃদ্ধের পরিচয়.জানা যায়নি। মৃতের পরিচয়.জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিস। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালস্ হাসপাতালে পাঠানো হয়৷

জাঙ্গিপাড়ার তপশিলি মহিলাকে শীলতাহানির ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতা

দুরন্ত বার্তা, জাঙ্গিপাড়া, ১৬ এপ্রিল ঃ জাঙ্গিপাড়ার তপশিলি মহিলাকে শীলতাহানির ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতা৷শুরু রাজনৈতিক তর্জা৷মঙ্গলবার নির্যাতিতা মহিলার বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন শ্রীরামপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী কবির শংকর বসু৷তার দাবি অভিযুক্ত একজন সমাজ বিরোধী বিজেপির কেউ নয়৷পাল্টা কটাক্ষ বাম প্রার্থী দ্বীপশীতা ধরের৷শাজাহান ধরা প।তেই অভিষেক বলেছিল কে শাহাজান ?অভিযুক্ত বিজেপি নেতার দ্বায়িত্ব বিজেপিকেই নিতে হবে বলে দাবি দ্বীপশীতার, পাল্টা বামদের হার্মাদ রা এখন বিজেপিতে,অপরাধ এদের রক্তে মিশে আছে বলে কটাক্ষ করেন জাঙ্গিপা।ার বিধায়ক তথা পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাসিশ চক্রবর্তী৷উল্লেখ্য পয়লা বৈশাখ রাতে হুগলির জাঙ্গিপাড়া থানার ফুরফুরা হোসেনপুর গ্রামে এক যুবক তপশিলি এক মহিলার বা।িতে খিল খুলে ঢুকে পড়ে। মহিলা তখন তার দুই সন্তানকে নিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। অভিযোগ গলায় ভোজালি ধরে ওই মহিলাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মহিলার চিৎকারে পরিবারের লোকজন উঠে পড়লে ওই যুবক পালিয়ে যায়। যাওয়ার আগে হুমকি দিয়ে যায়, বিজেপি জিতলে তুলে নিয়ে যাবে। ঘটনায় সোমবার জাঙ্গিপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। অভিযুক্ত বিজেপি নেতা শিব শংকর দাসকে সোমবার গ্রেপ্তার করে জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ৷মঙ্গল বার তাকে আদালতে পাঠানো হয়৷মঙ্গল বার প্রচারে হয়েছে৷সন্দেশখালীর ঘটনার পর শুভেন্দু সহ বিজেপির বড়বড় .নেতারা মহিলাদের রক্ষা কর্তা হয়েছেন৷বিজেপি আসলে কি তা জাঙ্গিপাড়ার ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে৷হাতরাস দিয়ে সন্দেশখালী আটকানো যাবে না আবার

বেরিয়ে নির্যাতিতা মহিলার বা।িতে যান বিজেপি প্রার্থী কবির শংকর বসু ও বাম প্রার্থী দ্বীপশীতা ধর৷কবির শংকর বসু বলেন অভিযুক্ত ব্যক্তি একাধিক অপরাধের সাথে যুক্ত৷প্রশাসন কেন ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি এতদিন৷অভিযুক্ত অন্য দলের হয়ে কাজ করছে৷এবং এলাকায় বিজেপির দেওয়াল লিখন মুছে দিয়েছে৷পুলিশের কাছে সমাজ বিরোধীর শাস্তি ও মহিলার সুরক্ষার দাবি জানাবো বলে জানান বিজেপি প্রার্থী৷মঙ্গল বারই ওই এলাকায় প্রচারে যান বাম প্রার্থী দ্বিপশীতা ধর৷বাম প্রার্থী বলেন প্রচারে বেরিয়ে ওই মহিলার সাথে দেখা সন্দেশখালী দিয়ে হাতরাসকে আটকানো যাবে না৷অভিযুক্ত ব্যক্তি বিজেপির কেউ নয় বলে দাবি কবির শংকর বসুর এ বিষয়ে বাম প্রার্থী বলেন শাজাহান ধরা প।তেই অভিষেক বলেছিল কে শাহাজান ?যতদিন কুকীর্তি করে ততদিন ওরা বাঁচিয়ে রাখে,লেই তখন ওরা হাত পা ছেড়ে দেয়৷অভিযুক্ত বিজেপি নেতার দ্বায়িত্ব বিজেপি কেই নিতে হবে৷জাঙ্গিপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক তথা পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাসিশ চক্রবর্তী বলেন এটা বিজেপির কালচার,অপরাধী দের মালা পরিয়ে সম্বর্ধনা দেয় বিজেপি৷বিজেপির কাছে মহিলাদের কোনো সম্মান নেই৷

সামার স্পেশালে টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ এপ্রিলের প্রায় মাঝামাঝি বাংলার নতুন বছরও এসে গেছে। গাছের গুটি আমেও ধীরে ধীরে রং ধরার সময় হয়ে এলো। এরমধ্যে সামনে হাতছানি দিচ্ছে গরমের ছুটি। সদ্যসমাপ্ত মাধ্যমিক , উচ্চমাধ্যমিক ও জয়েন্ট এন্ট্রান্সের গন্ডি কাটিয়ে বাবা - মায়ের সাথে একটু নতুন জায়গায় বে।াতে যাওয়ার সময় আসন্ন। পূর্ব রেল ইতিমধ্যেই রাজ্যবাসীর চাহিদার কথা মাথায় রেখে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের উদ্দেশ্যে স্পেশাল ট্রেন চালাচ্ছে , যেমন, হাও।া - হিসার স্পেশাল, হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল , হাওড়া - রক্সোল স্পেশাল, শিয়ালদহ - জাগি রোড স্পেশাল, শিয়ালদহ - লখনউ স্পেশাল, কলকাতা - জয়নগর স্পেশাল, মালদা টাউন - নিউ দিল্লী স্পেশাল, মালদা টাউন - আনন্দ বিহার স্পেশাল, ভাগলপুর - নিউ দিল্লী স্পেশাল , আসানসোল -জয়পুর স্পেশাল এবং আসানসোল - আনন্দ বিহার স্পেশাল ট্রেন। জনপ্রিয় রুটে চালানো এই ট্রেনগুলি ইতিমধ্যেই যাত্রীসাধারণের মনে যথেষ্ট সাড়া পেয়েছে। এরমধ্যে কিছু ট্রেনে ইতিমধ্যেই সিট বুকিং এর পরিসংখ্যান ১০০ শতাংশের বেশি। যেমন হাওড়া - হিসার স্পেশালে ১৫ ই এপ্রিলে সমস্ত শ্রেণীতে গড় .১৫২, হাওড়া - রক্সোল স্পেশালে ২০ শে এপ্রিলে গড় .অকুপেন্সি ১২৩, কলকাতা - জয়নগর স্পেশালে ১৯ শে এপ্রিলে গড় অকুপেন্সি ১২৪, মালদা টাউন - নিউ দিল্লী স্পেশালে ১৮, ২১ এবং ২৫ শে এপ্রিলে গ। অকুপেন্সি প্রায় ১০০ শতাংশ। পূর্ব রেলের বাকি স্পেশাল ট্রেন গুলিতেও টিকিটের চাহিদা উর্দ্ধমুখী এবং খুব শীঘ্রই তা ১০০ ছাড়িয়ে যাবে। অতএব, যাত্রীরা যত শীঘ্র সম্ভব যদি আসন সংরক্ষণ করেন, তত বেশি 'কন্ফার্মড টিকিট' পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে 'early bird' সবসময়েই সুবিধা পায় , কারণ সেক্ষেত্রে প্রথমদিকে ঠায় নেই, ঠায় নেই ভাবটা থাকেনা। স্বাচ্ছন্দ এবং আরামদায়ক যাত্রার জন্য পূর্ব রেলওয়ে বদ্ধপরিকর। সমস্ত স্পেশাল ট্রেনগুলিতে পরিচ্ছন্নতা ও সময়ানুবর্তিতায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে যাত্রীরা তাদের পারিবারিক ভ্রমণ আনন্দের সাথে উপভোগ করতে পারেন।

সুন্দরবনের মিঠা জলে ঢুকছে সমুদ্রের নোনা জলের মাছ,কারন সন্ধানে বিজ্ঞানীরা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৬ এপ্রিল ঃ সুন্দরবনের মিঠা জলে ঢুকছে সমুদ্রের নোনা জলের মাছ,কারন সন্ধানে বিজ্ঞানীরা। এবার সুন্দরবনের মিঠা জলে নদীর সামুদ্রিক নোনা জলের মাছের অস্তিত্ব মেলায় জীব বৈচিত্র্যে পরিবর্তনের আশংকায় পরিবেশ বিদরা।আর সেজন্য সুন্দরবনের জলজ জীব বৈচিত্র্যে পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (জেডএএসআই) এর সুন্দরবন আঞ্চলিক অফিস।সামুদ্রিক প্যারট, স্নাপার, গ্রুপার এবং এইটব্যান্ড বাটারফ্লাই ফিশ মিলেছে নদীতে। এগুলি গভীর সমুদ্রে পাওয়া যায়। এর আগে সুন্দরবনের নদী গুলিতে দেখা মেলেনি এই সব মাছের। এ নিয়ে.জেডএএসআই এর সুন্দরবন আঞ্চলিক অফিসের জে এস যোগেশ কুমার বলেন, জলে নুনের মাত্রার নিশ্চযই বদল ঘটেছে। আর তা নিশ্চিত করতে নতুন করে আমাদের গবেষণা করা হচ্ছে।তবে নতুন এই গবেষণায. আর কী উঠে আসে সেদিকেই তাকিয়ে.সকলে।জলের লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি মাছ গুলি নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে শুরু করেছে তাও দেখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, মাছগুলি এক জায়গার মাছ নয,একাধিক মহাদেশের উপকূলে পাওয়া. যায় এই মাছগুলি।তবে সমস্ত দিক বিবেচনা করে বিষয়টির গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে আধিকারিকরা। এই গবেষণার রিপোর্ট আসলেই জানা যাবে আসল রহস্য।তবে জৈব বৈচিত্র্য এর আমুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৩৭ সংখ্যা, বুধবার, ৪ বৈশাখ, ১৪৩১

ইজরায়েল ইরান যুদ্ধ

নতুন করে আবার ইজরায়েল যুদ্ধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। ইয়ান এবারে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে শুরু করেছে। ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে ইজরায়েল ভূখণ্ডকে আক্রমণ করেছিল ইরান। এদিকে আমেরিকা ইরানি হামলার তীব্র নিন্দা করে ইজরায়েলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সারা ইউরোপ ইজরায়েলের পাশে একন। রাশিয়া আবার ইজরায়েলকে রক্ষা করতে নৌ বাহিনা পাঠাতে শুরু করেছে। যদিও পুতিন মুখে কিছুই বলেননি। তবুও মনে করা হচ্ছে ইরান ইজরায়েল যুদ্ধ যাতে বিস্তৃতি লাভ না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই রাশিয়া নৌ বাহিনী এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। আমেরিকাও ইরানের আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছে। ইজরায়েলের দিকে তাক করে ইরান আক্রমণ করতে শুরু করে দিলে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জরুরী বৈঠক ডেকেছেন। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ইজরায়েল এবারে জোরদার আক্রমণ করবে এবং ইরানের ক্ষেপনাস্ত্র শিবিরগুলোকে একেবারে গুঁড়িয়ে দেবে। নেতানিয়াহু পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন ইরানির এই হামলার জবাব তারা দেবে। তবে কোন পথ ধরে এই আক্রমণ করবে তা নিশ্চিত করে কেউই বলতে পারছে না। ইরানকে এর জবা দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে তবে সেটা হবে ভিন্ন পথ ধরে। ইরানের আর্থিক বৃদ্ধিকে পঙ্গু করে দেওয়ার দিকে ইজরায়েল এগিয়ে চলবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। একেবারে আর্থিক বয়কট করা হবে যাতে করে ইরান আর ভবিষ্যতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এদিকে ইরানের মহিলাদের সমর্থনকে নিয়ে ইজরায়েল এগিয়ে যাওয়ার মতলব কষছে। হিজাব বিরোধীদের সমর্থন নিয়ে ইজরায়েল ইরানের ওপরে হামলা করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ইরান সরকারের বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইরান আক্রমণ করার পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। ইরান বিরোধীদের নিয়ে ইজরায়েলের যেমন ইরানের অভ্যন্তরে আক্রমণ করে যাওয়ার থাকবে পাশাপাশি বাইরে থেকেও ইরানকে আক্রমণ করে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। বিদ্রোহী ইরানিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইজরায়েল এবারে ইরান আক্রমণ করার ছক তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। এর সঙ্গে ব্রিটিশ, ফ্রান্স এবং জার্মান হাত মিলিয়ে বসে রয়েছে। তবে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন যে ইরানকে এমন শাস্তি দেওয়া হবে যা জীবনে কোনও দিন ভুলতে পারবে না। ইরানকে খতম করতে ইরানের বিদ্রোহী নাগরিকদের ব্যবহার করা হবে এবং সেখানকার হিজাব বিরোধী মহিলাদের সঙ্গে ইজরায়েল হাত মিলিয়ে ইরান সরকারের পতন ঘটাবে। এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ ইজরায়েলকে শান্ত থাকার আবেদন করেছে। ইজরায়েল থেকে বলা হয়েছে যারা আমাদের ধ্বংস করে দিতে চায় তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখাটা মুশকিল। নয়ত আমরা মরব নাহলে এদেরকে মরতে হবে। ইজরায়েলকে মারতে যারা জোটবদ্ধ হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ইজরায়েল অবিরা সংগ্রাম করতে থাকবে। ইজরায়েলকে খতম করাটা এখন আর সহজ হবে না। এবারে প্রস্তুতি দিয়ে যুদ্ধ করবে ইজরায়েল। শুরু হবে প্রযুক্তি যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ আগে বিশ্বের কেউ উপলব্ধি করতে পারেনি। কীভবে সেই যুদ্ধ শুরু হবে তা নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছে ইজরায়েলের সমারিক দপ্তর।

ভারত আফগান মৈত্রী

কাশ্মীরকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে তালিবানদের সমর্থন করা হবে কিনা সেটা নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। কাশ্মীর এখন জঙ্গিদের কেন্দ্র শাস্তি অঞ্চল। ফলে পাকিস্তান বেশ মুশকিলে পড়ে গিয়েছে। এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জে তালিবান এবং সন্ত্রাসবাদকে আলাদা করে ভাবা শুরু হয়ে গিয়েছে। তালিবান শাসকদের বলা হয়েছে তারা যেন জঙ্গি সংগঠনগুলো মদত না দেয়। জঙ্গি সংগঠনগুলো থেকে শত যোজন দূরে থাকে যেন তালিবানরা। তালিবানদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে অতীতের তালবান থেকে বর্তমান তালিবানদের মধ্যে তফাৎ আছে। অতীতে তালিবান সরকার যা যা ভুল করে ছিল এবারে তার সংশোধন করা হবে। সবাইকে নিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তালিবানরা। আফগানিস্তানে শান্তি স্থাপন করতে তালিবানরা আগ্রহী। তালিবানরা যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন নয় সেটা প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণ ভারতের থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছে। ভারত না থাকলে আফগান মরে যাবে সেটা প্রাক্তন প্রেসিডেন্টে বলেছিলেন। তিনি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে রয়েছেন। হামিদ কারজাই আফগানিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। তালিবানরা আফগান দখল করে নেওয়ার পর হামিদ কারজাই ভারতে চলে আসেন। ভারত তালিবানদের ব্যাপারে কোনও একটি প্রস্তাব আনবে কিনা জানা যায়নি। এদিকে বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম জানিয়েছেন, ভারত একটি প্রস্তাব আনতে পারে। ভবিষ্যতে আফগান কোন পথ ধরে চলে তার ওপরে নির্ভর করে ভারত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আফগান নিয়ে ভারত দ্রুত কিছুই ভাবছে না। এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে যে হক্কানি নেটওয়ার্কের ওপরে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা কি তুলে নেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা কী? একাধিক তালিবান নেতাদের ওপরে আর্থিক লেনদেন, অস্ত্র কেনাবেচা, যাতায়াতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কারণ হক্কানি নেটওয়ার্ক গোষ্ঠী ভারতীয় দূতাবাসের ওপরে হামলা চালিয়েছিল। আমেরিকার সঙ্গে তালিবানদের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ব্যাপারটাও রয়েছে টিয়ে পাকিস্তানের সব পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করত চায়। এটা করতে গেলে তালিবানদের তাতে সাহায্য করে রাখতে হবে। কাশ্মীরকে জঙ্গি মুক্ত করে রাখাই হচ্ছে এখন ভারতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

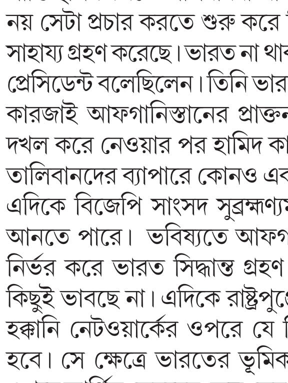

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, ভগবান সবাইকে যখন পাঠিয়েছেন তখন সবার খাদ্য বাসস্থান দিয়েই এই জগতে পাঠিয়েছেন। কাজ করতে পাঠিয়েছেন। কারোর খাবার কেউই নিতে পারে না। সবাই যে যার আপন খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। যে যার কাজ সে সেই কাজ করে। কেউই কারোর খাদ্য এবং কাজ কেড়ে নিতে পারে না। মার প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। তাকে পুজো করতে হবে। তাকে ভক্তি বিশ্বাস করতে হবে। তবেই সবাই বড় হতে পারবে। মায়ের আর্শিবাদ গ্রহণ করতে পারবে। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। তিনি সবাইকে রক্ষা করছেন ও আহার দিচ্ছেন।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

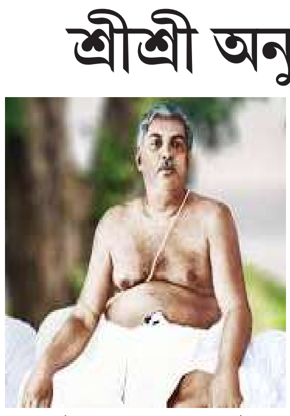

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করবে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। শক্তির জাগরণ করতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনার দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তির সাধনা করতে হবে। শক্তি ধারন করতে হবে। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি সব শক্তিকে মনের মধ্যে সঞ্চয় করতে হবে এবং তাকে মানব কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে।

টিভি সাক্ষাতে লেখক সলমন রুশদি বললেন, মস্তিকের একটা কণ্ঠস্বর বলছিল বাঁচতে হবে

রবীন্দ্র কুমার শীল

২০২২ সালের ১২ আগস্টের স্মৃতি এখন ধূসর হয়ে যায়নি লেখক সলমন রুশদির। তাঁর বয়স এখন ৭৬ বছর। একটি ব্রিটিশ টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় বারবার এই প্রসঙ্গ উঠে আসতে শুরু করেছিল। রুশদি সেই সময়ে মনে করেছিলেন তিনি মারা যাবেন হামলাতে। কিন্তু মাথার মধ্যে তখন একটি শক্তি ওসে উপস্থিত হয়েছিল তাঁকে বাঁচতে হবে। বেঁচে থাকতে হবে। আমেরিকার নিউ জার্সির বাসিন্দা হাদি মাটারের ছুরি আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যান নি লেখক। ছুরি লেগেছিল ডান চোখে। রুশদি বলেছেন যে বাঁচ চোখ দিয়ে দেখলাম মা চোখের মণিটা কোঠর থেকে বের হয়ে গালের ওপরে সিদ্ধ ডিমের মতো পড়ে রয়েছে। ডান চোখ হারানোর ফলে এখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে অসুবিধা পান। জল ঢালতে অসুবিধা বোধ করেন। সব অসুবিধাকে তিনি এখন সবজভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাঁর ওপরে আক্রমণকে কেন্দ্র করে একটি বইও প্রকাশ করেছেন। তাঁর নাম দিয়েছেন 'নাইফ'। কীভাবে একটি ছুরি লেখকদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে হনন করে নিচ্ছে। তাদের ওপরে আঘাত পড়তে শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বের যত না বেশি রাজনৈতিক নেতাদের ওপড়ে হামলা হয়েছে তার চেয়ে বেশি হামলা হয়েছে লেখকদের ওপরে। সলমন রুশদি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছেন যে তিনি একনও এত আঘাত সহ্য করে কথা বলতেচ পারছেন। ঈশ্বর তাঁকে কথা বলার শক্তিটাকে রক্ষা করেছেন। মস্তিষ্ক করার বা কথা বলার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়নি। এটাই সবেচয়ে বড় ব্যাপার বলা যেতে পারে। আদি খুব দ্রুত তাঁরা কাছে এসে পড়েছিল। তারে হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি লেখক সলমন রুশদি। হাদি মুহূর্তের মধ্যে মঞ্চে প্রবেশ প্রবেশ করে তাকে লক্ষ্য করে ছুরি আঘাত দিতে শুরু করে প্রবল শক্তি দিয়ে। গায়ে যত শক্তি ছিল হাদি তা ব্যবহার করেছে। তার ফলে তাঁর ডান চোখটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নিউ ইয়র্কের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য রাখার আগের রাতে একটি দুঃস্বপ্ন দেখে ছিলেন বলে জানালেন রুশদি। স্বপ্নে তিনি দেখেছিলেন যে কেউ তাহে আক্রমণ করছে। পরের দিন ভেবেছিলাম উদ্যোক্তাদের জানিয়ে দিই যে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারবো না। তারপরেই মন হল খোমেনি সেই ফতোয়া মাথার ওপরে ঝুলছে। ১৯৮৯ সালে ফতোয়া জারি করেছিল ইরানের ধর্মীয় নেতা। সলমন রুশদি বলেছেন বহু লোক এসেছিল টিকিট কেটে তাঁর বক্তব্য শেনার জন্য। তারা অপেক্ষা করতে শুরু করেছিল কখন আমি বক্তব্য রাখবো। শ্রোতাদের কথা বেবেই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করারা কথা ভাবি। না টাকে একেবারে ছেড়ে ফেলে দিয়ে 'হ্যাঁ'তে পরিণত করলাম মনে মনে। ১৯৮৮ সালে রুশদীর একটি 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' বইটি লেখার নক্সায় তাঁর ওপরে ফতোয়া জারি করেছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা খোমেনি। এখন নতুন করে জীবন শুরু করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন লসমন রুশদি। তিনি বলেছেন আমার ওপরে হামলার পর নতুন করে জীবন শুরু করারা কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছি। নতুন ভাবে কী করে বাপচতে হয় তার শিক্ষা গ্রহণ করেছি। তাঁর ওপরে হামলাকে কেন্দ্র করে তিনি একটি উপন্যাস রচনা করেছেন। সেই উপন্যাসের নাম হচ্ছে 'নাইফ'। আক্রমণের হাত থেকে যাঁরা সেই সময়ে আমাকে রক্ষা করেছিলেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই 'নাইফ' বইটি উৎসর্গ করেছি। আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক লেখক সমিতির পক্ষ থেকে সলমন রুশদির ওপরে হামলার নিন্দা করা হয়েছিল। আমেরিকাতে সলমন রুশদি আক্রান্ত হওয়ার আগেই তাঁর নতুন উপন্যাস 'ভিকট্রি সিটি' প্রকাশ হতে ছাপাখানায় চলে গিয়েছিল। তার ফলে তাঁর গুণমুগ্ধ পাঠকেরা এই উপন্যাসটি পড়ার সুযোগ পেল। তিনি তাঁর এই নতুন উপন্যাসে খুব সম্ভবত 'ভিকট্রি সিটি' বলতে বুঝিয়েছেন বিজনগরকে। বিজয়নগর এক সময়ে ভারতের প্রসিদ্ধ শহর ছিল। নগর সভ্যতার উন্নতি পরিলিক্ষিত হয়। এই শহরেক নিয়ে বাংলার বহু ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করে গিয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছেন বাংলার বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তো 'তুঙ্গ ভদ্রার তীরে' উপন্যাস রচনা করে বাঙালিদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়ে দিয়েছিলেন। বিজয়নগর নগর সভ্যতার দিক দিয়ে কতখানি উন্নতছিল তার চিত্র অঙ্কিত করে গিয়েছিলেন লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা সাহিত্যিকের কাজই হচ্ছে উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে রোমান্টিকতাকে প্রতিষ্ঠা করা। সেই রোমান্টিকতার মধ্যে নিষিদ্ধ প্রেমের মধ্যে থাকতে পারে। আবার সভ্যতার বিকাশের কথাও থাকতে পারে। সাহিত্য রচনা করার ক্ষেত্রে রোমান্টিকতা থকলো গল্পের মেজাজ পাওয়া যায়। বিজয়নগরকে ঘিরে এখনও বহু জিজ্ঞাসা রয়ে গিয়েছে। তার সন্ধান করতে থাকে বর্তমান যুগের লেখকেরা। মানসচক্ষু দিয়ে বা তৃতীয় নেত্র দিয়ে তার অনুসন্ধান করতে থাকেন লেখকেরা। সেইটাই দেখতে পাওয়া গেল সলমন রুশদির নতুন উপন্যাসে। তিনি বিদ্যাসাগর শব্দটিকে শুধু মাত্র একজন বাংলার পণ্ডিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি ভারতের গুহাবাসী এক সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সেই গুহাবাসী সন্ন্যাসী বিশ্ব শান্তির সন্ধান করতে সাধনা করছেন। সেখানেও একজন নারীকে উপস্থিত করেছেন সলমন রুশদি। সেই নারী এই উপন্যাসের নায়িকা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। পম্পা কাম্পনা পিতৃহীন বালিকা। মা জহরব্রত গ্রহণ করেছেন। তার ফলে সে মাতৃহীনও বটে। এই অনাথ বালিকাকে সন্ন্যাসী আশ্রয়দান করেছেন। বালিকা ক্রমশ তরুণীতে পরিণত হচ্ছে। তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সন্ন্যাসী। নারী তো সাধনায় উত্তীর্ণ হওয়ার একটি মাধ্যম সেরা সোপান। সেটাকে তো সন্ন্যাসী অস্বীকার করতে পারছে না। রোমান্টিকতা কিন্তু সন্ন্যাস জীবনের বাইরে অবস্থান করে না। প্রতিটি মানব দেহের মধ্যে রোমান্টিকতা বাস করে। কিন্তু সেই রোমান্টিকতা কখন স্বেচ্ছায় উপস্থিত হয় আবার কখন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মানুষের মনের ভিতরের চাহিদা কিন্তু একই রকম থেকে যায়। বিশ্ব শান্তি সাধনা প্রভৃতি মহৎ কাজের মধ্যেও নারী ভোগ

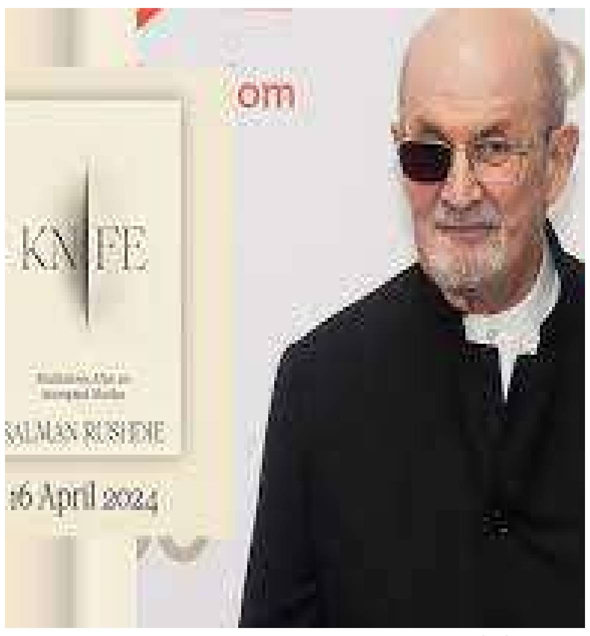

করাটা কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষন রয়ে গিয়েছে। কখন সেটা সুপ্ত অবস্থায় আবার কখন সেটা উগ্র প্রকাশের পথ ধরে। সলমন রুশদি ভারতে বিজয়নগর শহরের ঐতিহ্যের নিয়ে গল্প রচনা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি কাল্পনিক দৃষ্টি দিয়ে সত্যের প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন। কল্পনাটাই হচ্ছে বিশালত্ব। সেখানে ইতিহাসকে খুঁজে বের কার একেবারে অবান্তর। তবুই উপন্যাসকে বিস্তৃত করতে তিনি ইতিহাসের শরনাপন্ন হয়েছেন। ইতিহাস দিয়ে তৈরি করেছেন উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৫ সালে 'তুঙ্গ ভদ্রার তীরে' উপন্যাস রচনা করে ভূমিকায় লিখেছেন,' রবার্ট সিওয়েলের 'এ ফরগোটেন এম্পায়ার' সূত্রকে নির্দেশ এটা রচিত। সিওয়েলের রচিত উপন্যাস 'এ ফরগোটেন এম্পায়ার' লেখা দেখেই 'তুঙ্গ ভদ্রার তীরে' উপন্যাসটি রচনা করতে উৎসাহিত হন লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে বিজয়নগর শহরের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বুক্কের প্রধানমন্ত্রী। তিনি একজন দার্শনিক। সংস্কৃত ভাষায় অনুভূতি প্রকাশ, জীবন্মুক্তিবিবেক গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি দর্শন দিয়ে মানুষের জীবন মুক্তির উপায় বের করার পথ খুঁজছেন। মানব মুক্তির উপায়কে বের করার পথ খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিলেন। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র থেকে শুরু করে প্রতিটি রচনার মধ্যেই মানব মুক্তি উপায়কে বের করার ইচ্ছা প্রকাশিত। 'ভাগবত গীতা'ও সেই পথ ধরেই রচিত হয়েছে। 'গীতা'ও মানব মুক্তির কথা বলে। বিজয়নগরের এই দার্শনিক একজন যোদ্ধা এবং তিনি 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' বিখ্যাত একটি গ্রন্থের রচয়িতা। শ্রীকৃষ্ণ গীতার মধ্যে দিয়ে তাঁর দর্শনকে প্রকাশ করেছেন। তিনিও একজন সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় দেখতে পাই প্রায় সব দার্শনিকই ছিলেন একজন সেরা যোদ্ধা। তারা যেমন অস্ত্র বিদ্যা জানতেন, ধনুর্বিদ্যা জানতেন আবার কলম বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। প্রায় ভারতের প্রতিটি দর্শন শাস্ত্র কী করে ভারতের প্রচলিত সব ধর্মকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে যুক্তি পূর্ণ বিতর্ক সৃষ্টি করতে হয় তার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। নাস্তিক চার্বাক থেকে শুরু করে বৌদ্ধ, জৈন শৈব বৈষ্ণব সবার কথা সেখানে বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। মছলি প্রিয় বাঙালিরা হিন্দু কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেতে বিজয়নগরের সংস্কৃতির কথাকে উল্লেখ করেছেন," মাছে আঁশ, কাঁটা দুই থাকে। লোকেরা সব তাড়া করে শুধু সারভাগটুকু গ্রহণ করে। তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বাঙালিরা দর্শনের সারভাগটাকে গ্রহণ করে বাকি অংশটকে ফেলে দেয়। এখানে রূপক করে সন্ন্যাসী বাঙলিদের দর্শন শাস্ত্র পাঠের নিদর্শনকে উপস্থাপিত করেছেন। বিজয়নগরের কথা বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক কলকাতাকে একেবারে বাদ দিতে পারেননি। তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির কথাকে ব্যক্ত করেছেন। কলকাতায় ছাপাখানা আসার আগেই মাধবাচার্যের দুটো বই ছিল। একটি ছিল সংস্কৃত কলেজে আর একটি ছিল এশিয়াটিক সোসাইটিতে। তখন পাশ্চাত্যের দার্শনিকেরা এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে প্রাচ্য দর্শন চর্চা করতে এগিয়ে আসতেন। এশিয়াটিক সোসাইটি ছিল বিদেশি দার্শনিকদের শেষ ভরসা স্থল। সলমন রুশদির হাত থেকে বাদ গেলন না বেনারস। সেখানেও তিনটি পুঁথি পাওয়া গেল। এই সব পুঁথিগুলিকে সম্পাদন করতে নামলেন বিদ্যাসাগর। বাংলার বিদ্যাসাগর এসে উপস্থিত হলেন সলমন রুশদির উপন্যাসে। পাঁচ বছর পরিশ্রম করে সেই পুস্তক ১৮৮৫ সালে সেই বইটি প্রকাশ করলো। বাঙালি বিদ্যাসাগর বলতে বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা, বর্ণপরিচয়, বহু বিবাহ প্রথা নিয়ে অনেক কিছু ভেবে থাকে। কিন্তু তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের কথা কেউই ভাবে না বা আলোচনা করে না। সলমন রুশদি সেই প্রাচীন দর্শন নিয়ে একেবারে মানুষ আলোচনা করে না বলতে গেলে একেবারে ভুলে মেরে দিয়ে বসে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে তাকে আবার উদ্ধার করতেই ব্রতী হয়েছেন রুশদি এই নতুন উপন্যাসে 'ভিকট্রি সিটি'তে। ভারতের নগর সভ্যতা সমৃদ্ধ ছিল। তাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। সেটাই ব্যক্ত করতে সলমন রুশদি কলম ধরেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি এই বইটি না প্রকাশ করলে 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশ প্রাপ্ত করতো না। ১৮৫৮ সালে বইটি প্রকাশ হওয়ার পর ই বি কাওয়েল এবং এ ই গফ ইংরেজি অনুবাদ করতে আগ্রহী হলেন। টানা চার বছর ধরে বেনারসের সংস্কৃত পত্রিকা পণ্ডিত'তে ছাপা হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর সেটা বই আকারে প্রকাশিত হয়। কলকাতা শহরের সঙ্গে বেনারসের নাড়ি যোগসূত্র আগে থেকেই ছিল। সেটা ক্রমশ সুদৃঢ় হতে থাকলো গ্রন্থ চর্চা এবং প্রকাশনার মধ্যে দিয়ে। মাধবাচার্যকে নিয়ে এসেছে শঙ্করাচার্য, রামানুজ দর্শন। প্রতিটি দার্শনিকদের নিয়ে তিনি গল্প কথার ওপরে ভিত্তি করে রসাভিসিক্ত কথাসাহিত্য সৃষ্টি।

বারাণসীর কড়চা ঃ শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দেবী অন্নপূর্ণা পুজিত হন

জয়দেব দাস, কাশী

(কাশীর সংস্কৃতির মধ্যে সনাতন ধর্মীয় ভাবধারা প্রবাহিত। কাশী থেকে শুরু হয় ছিল সনাতন হিন্দু ধর্মকে বিশেষ করে রামায়নকে দর্শককে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ। তুলসী দাস সেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ইসলাম ধর্মের হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে একমাত্র উপায় হচ্ছে রামের মাহাত্ম্য প্রচার। রাম মাহাত্ম্য প্রচারের ব্যাপারে তৎকালী বহন বাদশা, নবাবরা বিরক্ত বোধ করতে শুরু করে। তারাই তখন কাশীর ওপরে হামলা করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু কাশী সনাতন হিন্দু ধর্মের পথকে কোনও সময়ে পরিহার করেনি। আর করেনি বলেই আজও হিন্দুদের তীর্থ ক্ষেত্র বেনারস। সেখানেও দেবী অন্নপূর্ণার পুজোর প্রচলন রয়েছে।) চৈত্র নবরাত্রিতে শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে পুজো করা হয় মা অন্নপূর্ণার। মা অন্নপূর্ণাকে সমৃদ্ধির দেবী বলা হয়ে থাকে। বাংলার ঘরে ঘরে পরিবারের সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনার জন্য দেবী অন্নপূর্ণার পুজো করা হয়। কাশিতে বিশ্বনাথের দর্শন করার সময় অবশ্যই পুজো দিতে হয় মা অন্নপূর্ণার। বলা হয়ে থাকে বাবা বিশ্বনাথ কাশি ধামের নির্মাণকর্তা আর মা অন্নপূর্ণা হলেন কাশি ধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

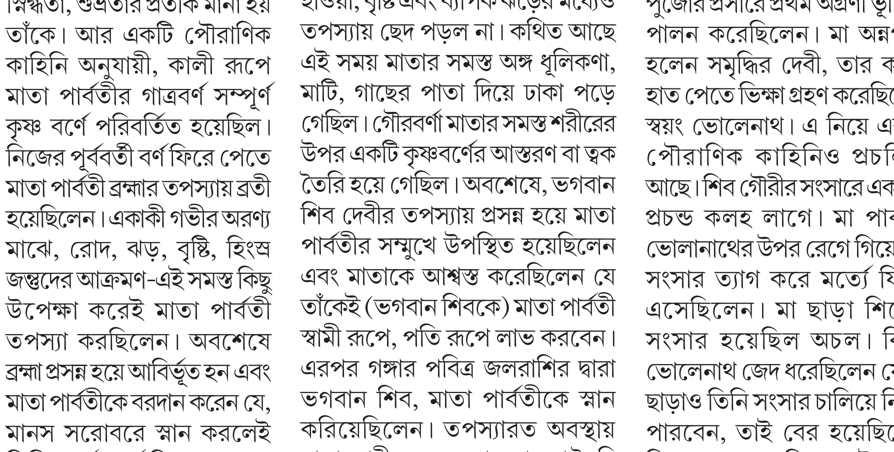

নবদুর্গার অষ্টম রূপ মহাগৌরী। দেবী মহাগৌরী চতুর্ভূজা। উপরের ডান হাতে রয়েছে ত্রিশূল এবং উপরের বাম হাতে একটি ডমরু। নীচের হাত দুটি অভয়া এবং বরমুদ্রার ভঙ্গিমায় থাকে। মাতা মহাগৌরীর এই রূপে দেবীর বাহন হল একটি বৃষ। দুর্গার এই রূপটিকে তাঁর গাত্রবর্ণের কারণে মহাগৌরী বলা হয়। তাঁকে শঙ্খ, চাঁদ এবং সাদা ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। স্নিগ্ধতা, শুভতার প্রতীক মানা হয় তাঁকে। আর একটি পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী, কালী রূপে মাতা পার্বতীর গাত্রবর্ণ সম্পূর্ণ কৃষ্ণ বর্ণে পরিবর্তিত হয়েছিল। নিজের পূর্ববর্তী বর্ণ ফিরে পেতে মাতা পার্বতী ব্রহ্মার তপস্যায় রতী হয়েছিলেন। একাকী গভীর অরণ্য মাঝে, রোদ, ঝড়, বৃষ্টি, হিংস্র জন্তুদের আক্রমণ-এই সমস্ত কিছু উপেক্ষা করেই মাতা পার্বতী তপস্যা করছিলেন। অবশেষে ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়ে আবির্ভূত হন এবং মাতা পার্বতীকে বরদান করেন যে, মানস সরোবরে স্নান করলেই তিনি পূর্বের বর্ণ ফিরে পাবেন। ব্রহ্মার কথামতো মানস সরোবরে স্নান করার পরেই মাতা পার্বতী তাঁর নিজের পূর্বের গাত্রবর্ণ ফিরে পান, অর্থাৎ পুনরায় গৌরবর্ণ হয়ে যান। এই গৌরবর্ণী মাতা পার্বতী তখন মহাগৌরী নামে প্রসিদ্ধ হন। অন্য একটি পুরাণ অনুযায়ী, হিমালয় কন্যা মাতা পার্বতী ছিলেন গৌরবর্ণা। শিবকে স্বামী রূপে, পতি রূপে পাওয়ার জন্য মহর্ষি নারদের পরামর্শ মতো তিনি গভীর তপস্যা শুরু করেন। গভীর অরণ্যে, সমস্ত আরাম, সুখ ত্যাগ করে ব্যাপক কৃচ্ছসাধনের মধ্যে দিয়ে এই তপস্যা চলতে থাকল বছরের পর বছর ধরে। সূর্যের তাপ, শীতের হিমেল হাওয়া, বৃষ্টি এবং ব্যাপক ঝড়ের মধ্যেও তপস্যায় ছেদ পড়ল না। কথিত আছে এই সময় মাতার সমস্ত অঙ্গ ধূলিকণা, মাটি, গাছের পাতা দিয়ে ঢাকা পড়ে গেছিল। গৌরবর্ণী মাতার সমস্ত শরীরের উপর একটি কৃষ্ণবর্ণের আস্তরণ বা ত্বক তৈরি হয়ে গেছিল। অবশেষে, ভগবান শিব দেবীর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে মাতা পার্বতীর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং মাতাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে তাঁকেই (ভগবান শিবকে) মাতা পার্বতী স্বামী রূপে, পতি রূপে লাভ করবেন। এরপর গঙ্গার পবিত্র জলরাশির দ্বারা ভগবান শিব, মাতা পার্বতীকে স্নান করিয়েছিলেন। তপস্যারত অবস্থায় মাতার শরীরে যে ময়লার আবরণ তৈরি হয়েছিল, যার জন্য মাতা গৌরবর্ণা থেকে কৃষ্ণবর্ণা হয়ে গেছিলেন। মহাদেব শিব তাঁকে স্নান করানোর পর মাতা পূর্বের মতো পুনরায় গৌরবর্ণা হয়ে ওঠেন। গৌরবর্ণা এই মাতাই মহাগৌরী নামে পরিচিত। যিনি নম্রতা, শুদ্ধতা, পবিত্রতার প্রতীক রূপে পূজিতা হন। মাতা মহাগৌরীর বিষয়ে আরও কথিত রয়েছে যে, একদিন দেবী গৌরী সামনে হঠাৎ করেই বালিকা সেজে শিবের সামনে নৃত্য করে তাঁকে আনন্দিত করেছিলেন। এর পরে শিব তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে দেবী পার্বতী নিজের রূপ প্রকাশ করেন। শ্বেত বৃষ সমারূঢ়া শ্বেতাম্বর ধরা শুচিঃ, মহাগৌরী শুভং দদ্যান্মহাদেবপ্রমোদদা। মাতা মহাগৌরীর বন্দনা করা হয় মহাষ্টমীর দিনে। ভক্তদের বিশ্বাস রয়েছে, মাতা সমস্ত অশুভ শক্তিকে বিনাশ করেন এবং তাঁর আশীর্বাদে জীবন সম্পূর্ণভাবে সুখময় ও প্রেমময় হয়ে ওঠে। উজ্জ্বল সৌন্দর্যের প্রতীক এই দেবী অষ্টমীতে ভক্তদের দ্বারা আরাধিত হন। তাঁর নৈবেদ্যতে নারকেল রাখার রীতি রয়েছে। বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ গলিতে মা মহাগৌরীর মন্দির আছে। রায়গুনাকর ভারতচন্দ্রর লেখা অন্নদামঙ্গল কাব্যে মা অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। শোনা যায় বাংলায় প্রথম নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় দেবী অন্নপূর্ণার পুজোর প্রসারে প্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। মা অন্নপূর্ণা হলেন সমৃদ্ধির দেবী, তার কাছে হাত পেতে ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং ভোলেনাথ। এ নিয়ে একটি পৌরাণিক কাহিনিও প্রচলিত আছে। শিব গৌরীর সংসারে একবার প্রচন্ড কলহ লাগে। মা পার্বতী ভোলানাথের উপর রেগে গিয়ে ঘর সংসার ত্যাগ করে বাপের বাড়ি চলে এসেছিলেন। মা ছাড়া শিবের সংসার হয়েছিল অচল। কিন্তু ভোলেনাথ জেদ ধরেছিলেন যে মা ছাড়াও তিনি সংসার চালিয়ে নিতে পারবেন, তাই বের হয়েছিলেন ভিক্ষা করতে। কিন্তু সেই সময় চলছিল দুর্ভিক্ষ। অনেক খোঁজ করেও তিনি অন্নের সুরাহা করতে পারেননি। সেই সময় তিনি শোনেন যে কাশিতে একজন সকলকে খাওয়াচ্ছে, তিনি গিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং দেখেন মা অন্নপূর্ণা তার সমস্ত ভক্তদের নিজের ঝুলি উজাড় করে অন্নের ব্যবস্থা করেছেন। ভোলেনাথ মা অন্নপূর্ণাকে ওখানেই চিনতে পারেন। বুঝতে পারেন নিজের ভুল এবং ঝুলি পেতে মায়ের কাছে ভিক্ষা চান। তাই আজও প্রতীকী ছবি হিসাবে দেখতে ভোলানাথ দেবী অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষা চাইছেন এই রূপেই তিনি বাংলার ঘরে ঘরে পূজিত হন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি স্মরণে

বিশেষ প্রতিবেদন

১৯০১ সালের ১৫ই এপ্রিল ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির তমলুক জেলায় ভারতীয় বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ ও ষষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। অজয় মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল তমলুকের মালিজঙ্গলে। সাবেকি বনেদিয়ানার ছাপ মাখা বাড়ি। তবে তাঁরা তমলুকের আদি বাসিন্দা নন। আদতে তাঁরা হুগলির বাসিন্দা ছিলেন। বাবা শরৎ মুখোপাধ্যায় ছিলেন আইনজীবী। আইন ব্যবসার কারণেই শরৎ মুখোপাধ্যায় তমলুকে এসেছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানে পড়া ছেড়ে দেন। জীবনের দীর্ঘ সময় জেলে বা অন্তরীন অবস্থায় তাঁর কেটেছিল। মোহনদাস কর্মচন্দ্র গান্ধীর ডাকে অসহযোগ, আইন অমান্য এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ব্যাপক ভাবে সাড়া দিয়েছিল তমলুক। সেই আন্দোলনের যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের একজন ছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায় আর এক নমস্য স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রদ্ধেয় সুশীল ধাড়া। ১৯৪২ সালের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তমলুকে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ওই বছরের ১৭ ডিসেম্বর 'স্বাধীন'মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রতাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' ঘোষণা হয়েছিল। ১৯৪২ এ তাঁর এবং সুশীল ধাড়ার সংগঠিত বিদ্যুৎবাহিনী, তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠনে ভূমিকা রেখেছিল। ব্রিটিশ সরকারকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল সেই বিদ্যুৎ বাহিনী দমন করতে। সেই স্বাধীন সরকার গঠনের অন্যতম কাণ্ডারি ছিলেন তিনি, সতীশ সামন্ত এবং সুশীল ধাড়া। সরকারের সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্ত ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলে তিনি দ্বিতীয় সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব নেন। পরে তিনিও গ্রেফতার হন। এরপর দেশ স্বাধীন হল। ১৯৫২ সালে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তমলুক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হলেন। দাঁড়াতে হল নিজের ভাই বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। বিশ্বনাথ ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী। অজয় মুখোপাধ্যায় হলেন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভার সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রী। গ্রাম বাংলার নদী-নালা সংস্কারের কাজ শুরু করেছিলেন। তমলুক মহকুমার জগন্নাথখালি, সোয়াদিঘি, প্রতাপখালি, গাংখালি, পায়রাটুঙ্গি, বাঁপুর খাল সংস্কার করেন। তাতে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় কৃষিক্ষেত্রে উন্নতিতে সহায়ক হয়। অজয় মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টাতেই তমলুকে ১৯৬২ সালে সেই সময়ে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২৫ শয্যার মহকুমা হাসপাতাল তৈরি হয়। বিধানচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মন্ত্রিসভায়ও তিনি সেচ এবং জলপথের দায়িত্বে ছিলেন। পরবর্তীতে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৬৪ তিনি সারা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসের সাথে গোষ্ঠী সংঘাতের কারণে তাঁর সম্পর্ক খারাপ হয়। ১৯৬৬ সালে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার শ্যামস্কোয়ারে কর্মী সম্মেলনে গঠন হয় নতুন দল বাংলা কংগ্রেস। এরপর সিপিআই (এম)-এর সহযোগিতায় দুইবার যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫ মার্চ, ১৯৬৭ থেকে ২ নভেম্বর, ১৯৬৭ এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ থেকে ১৯ মার্চ, ১৯৭০ পর্যন্ত তিনি যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন। তাঁর জীবনযাপন ছিল সরল। নিরামিষ খেতেন। পরনে চটি জুতো। হাঁটুর উপর পর্যন্ত খদ্দরের কাপড় আর হাতকাটা জামা পরতেন। ভাই বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বামপন্থী মনোভাবাপন্ন। তাঁর স্ত্রী গীতা মুখোপাধ্যায় তৎকালীন রাজ্য রাজনীতির নামী মুখ। সকলেই থাকতেন একই বাড়িতে। অজয় মালাকার প্রতিবেশী এবং কংগ্রেস

মনের মনিকোঠায় থাকলেও ভোট বাক্সে প্রভাব নেই প্রিয়দার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ এপ্রিল ঃ ২০০৮ সাল থেকে তিনি রাজনীতির ময়দানে নেই। তার মৃত্যুরও হয়ে গেছে সাত বছর। কিন্তু ভোটের প্রাক্কালে চায়ের দোকান থেকে পার্টি অফিস। তার নিজের দল, বিরোধী দল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষেরা। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় আজও চর্চায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী। কংগ্রেস কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের কাছে যিনি প্রিয় দা। ২০০৯ সালে আসন পুনর্বিন্যাসের আগে বর্তমান উত্তর মালদা লোকসভার হবিবপুর এবং মালদা বিধানসভা ছাড়া বাকি এলাকাগুলো ছিল রায়গঞ্জ লোকসভার অন্তর্গত। যেখানে ১৯৯৯ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সাংসদ ছিলেন প্রিয়রঞ্জন। সামলেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার দায়িত্ব। চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতিপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন, রাস্তা, পানীয়, আলো থেকে শুরু করে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছিল দাসমুন্সীর সময়ে। চাঁচল সদরে স্টেডিয়ামের কাজও শুরু করেছিলেন তিনি। যে কাজ এখনো অসম্পূর্ণ। চাঁচল কে রেল লাইনের স্বপ্নও দেখিয়েছিলেন। কেন্দ্রের মন্ত্রিত্ব সামলানোর পরেও এলাকায় যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। নিচুতলায় সংযোগ রেখেছিলেন মানুষের সঙ্গে। জননেতা হিসেবে মানুষের ভরসা অর্জন করেছেন। তাই একদিকে যেমন মালদা লোকসভায় ছিলেন গনি খান। অন্যদিকে, রায়গঞ্জ লোকসভায় প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী। কিন্তু প্রিয় মিথ কি কাজ করবে উত্তর মালদা লোকসভায়। ভোটারদের মতে প্রিয় দা মানুষের মনে থেকে গেছেন। উনার করে যাওয়া কাজের প্রভাব ভোট বাক্সেও পড়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে কংগ্রেসের অন্যান্যরা প্রিয়রঞ্জনের মত মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। তাই মনের মনিকোঠায় প্রিয়বাবু থাকলেও ভোট বাক্সে কংগ্রেস সেটার ফায়দা তুলতে পারছে না। যদিও কংগ্রেস নেতৃত্বের মতে ২০১৯ সালের লোকসভায় মৌসমের দলবদলের ফলে মানুষের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। প্রিয় মিথ এখনো অক্ষুন্ন উত্তর মালদায়। মানুষ ভোটে এবার সেটা ফের বুঝিয়ে দেবে। আসন পুনর্বিন্যাস এবং প্রিয়রঞ্জন অসুস্থ হওয়ার পরে উত্তর মালদায় কংগ্রেস থেকে টানা দুবার সাংসদ হয়েছেন মৌসম। যার পেছনে গণি মিথ এবং প্রিয় মিথ দুটোই কাজ করেছিল। কিন্তু মৌসমও বদলে গেছেন। সেক্ষেত্রে কি উত্তর মালদার কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক প্রিয়র বিকল্প হিসেবে মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন। কংগ্রেস কি পারবে আসন পুনরুদ্ধার করতে। সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। চাঁচলের বাসিন্দা বলরাম মন্ডলের বক্তব্য, প্রিয়দা সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র।পরবর্তীতে কংগ্রেস উত্তর মালদার উনার বিকল্প হিসেবে কাউকে তুলে ধরতে পারেনি। মালতিপুরের শামসের আলম বলেন, প্রিয়বাবুর পরবর্তীকালে কোন সাংসদ উনার মতো উন্নয়ন করতে পারেনি এলাকার। কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলমের বক্তব্য, একদিকে বিজেপিকে হারানোর জন্য রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেসের লড়াই। অন্যদিকে গনি খান এবং প্রিয়রঞ্জন নিয়ে মানুষের আবেগ। সবটাই প্রতিফলিত হবে ভোট বাক্সে।

হাসপাতালের আউটডোরে 'প্রচার', অরূপের বিরুদ্ধে বিধিভঙ্গের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ এপ্রিল ঃ দলের পতাকা-সহ হাসপাতালের আউটডোরে প্রবেশ করেছেন তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী। নির্বাচনের এই বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলে এবার নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী হাসপাতালে পতাকা নিয়ে প্রবেশের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পাল্টা তিনি তোপ দেগেছেন খোদ বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধেই। সম্প্রতি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন এলাকায় প্রচারে যান বাঁকুড়ার তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী। স্থানীয় এলাকায় একটি চা চক্রে যোগ দেওয়ার পর অরূপ চক্রবর্তী দলের পতাকা সহকারে নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালের আউটডোরে প্রবেশ করেন বলে অভিযোগ। হাসপাতালের আউটডোরের মধ্যেই চিকিৎসা করাতে আসা মানুষের মধ্যে তিনি প্রচার চালান বলে অভিযোগ। বিষয়টি সামনে আসতেই তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হন বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার। সুভাষ সরকারের কটাক্ষ, তৃণমূল নেতাদের কখনই হাসপাতাল চত্বরে দেখা যায় না। শুধুমাত্র সিবিআই বা ইডি তলব করলেই তাঁরা হাসপাতালে যান। কেন্দ্রের সরকার ১৫০ কোটি টাকা খরচ করে সুপার স্পেশালিটি ব্লক তৈরি করলেও তাতে চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ করেনি রাজ্যের সরকার। আজ সেই হাসপাতালে গিয়েই নিজের জনসংযোগ সারলেন অরূপ চক্রবর্তী। দলীয় পতাকা নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে এই ধরনের প্রচারে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ হয়েছে। তাই নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে। দলীয় পতাকা নিয়ে হাসপাতালে প্রবেশের অভিযোগ অস্বীকার করে অরূপ চক্রবর্তী পাল্টা একহাত নিয়েছেন সুভাষ সরকারকেই। তাঁর দাবি, বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের ঝাঁ চকচকে পরিকাঠামো গড়েছে রাজ্যের সরকার। সেই হাসপাতালে গিয়ে ৯ এপ্রিল সুভাষ সরকারই বড় বড় কথা বলেছেন। নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া দলের পতাকা নিয়ে তিনি হাসপাতালে যাননি। অভিযোগ ভিত্তিহীন।

ভোটের মুখে বিজেপিতে ভাঙন, তৃণমূল কংগ্রেসে পঞ্চায়েত প্রধান ও এক সদস্য

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ এপ্রিল ঃ একদিকে টেণ্ডার ডাকা নিয়ে, সোলার লাইট বসানো ঘিরে দলীয় কোন্দলের জেরে কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পিঙ্কি মন্ডল ও পঞ্চায়েত - এর সদস্য সুখী হেমরম মূর্মু বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন, বলে সূত্রের খবর। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন বিধায়ক ডঃ আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট এক নম্বর ব্লক সভাপতি নিহার মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি সৈয়দ মইনুদ্দিন হোসেন, ব্লকের সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম সহ কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দ। কাষ্ঠগড়া পঞ্চায়েতে সদস্য সংখ্যা মোট তেরো। বিজেপির সদস্য সংখ্যা সাত, তৃণমূল তিন এবং সিপিএমের সংখ্যা তিন। এই ব্যাপারে বিজেপি বীরভূম সংগঠন সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, পিঙ্কি মণ্ডল আমাদের দলের সহকর্মী। খুবই ভালো সংগঠক। দলের বিরুদ্ধে ওর ক্ষোভ হয়েছে মিটে যাবে। আমাদের সদস্য সংখ্যা কমবে না বাড়বে। বিজেপির বোর্ড থাকবে। অন্যদিকে, পিঙ্কি মণ্ডলকে কুড়ি বার ফোন করা হলেও উনি ফোন ধরেন নি। তবে

স্থানীয় তৃণমূল নেতা জহিরুল ইসলাম বলেন, পিঙ্কি মণ্ডল এবং একজন সদস্য স্বেচ্ছায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে। জানা গেছে, নিয়ম মাফিক আড়াই বছর কোনো অনাস্থা হবে না। ইতিমধ্যে বোর্ডের এক বছর অতিক্রান্ত। বাকি দেড় বছর পর বিজেপিতে পিঙ্কি মণ্ডল না ফিরলে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনবে বিজেপির বাকি সদস্যরা।

ফাঁসিদেওয়ায় দুর্ঘটনায় পড়ুয়ার মৃত্যুতে দেহ আটকে বিক্ষোভ, লাঠি, কাঁদানে গ্যাস

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গঙ্গারাম চা বাগান এলাকায় পাথর বোঝাই ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু এক কিশোরের। এই ঘটনায় আহত আরও এক কিশোরের। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। মৃত কিশোরের নাম লিয়ন কুজুর (৫) আহতের নাম ইউনেস কুজুর। জানা গেছে, এদিন সকালে দুই ভাই সাইকেল করে বাড়ি থেকে স্কুলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় একটি পাথর বোঝাই ট্র্যাক্টর ওই সাইকেলে ধাক্কা মারে। এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক কিশোরের গুরুত্বর আহত হয় আরও এক কিশোর। এই দেখে স্থানীয়রা আহত কিশোরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। এর পরেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা এবং খবর দেন পুলিশকে। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বাগডোগরা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এরপর পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা। ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। ঘন্টার পর ঘন্টা অবরোধ হয় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক। অবরোধ হঠাতে পুলিশ লাঠি চালায়, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। পাল্টা ইঁট ছোঁড়ে বিক্ষোভকারীরা। দু'পক্ষের কয়েকজন আহত হয়। তৈরি হয় উত্তেজনা। এর পরেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন স্থানীয়রা। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বাগডোগরা থানার পুলিশ বাহিনী। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি যতক্ষণ পর্যন্ত ট্র্যাক্টরের চালক ও মালিক না আসবে ততক্ষণ মৃতদেহ রাস্তা থেকে ওঠানো হবে না। দীর্ঘ সময় ব্যহত হয় যান চলাচল। গরমে দগ্ধ হন আটকে পড়া যাত্রীরা।

অন্ডালে আক্রান্ত বিজেপিকর্মী, অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৬ এপ্রিল ঃ কর্মীসভার আগেই অন্ডালে মাথা ফাটল বিজেপিকর্মীর। মারধরে আক্রান্ত তার ভাই। সোমবার ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল অন্ডালের কাজোড়া লছিপুর এলাকায়। অভিযোগের আঙ্গুল তৃণমূলের দিকে। আক্রান্ত বিজেপিকর্মী সঞ্জয় চৌধুরী স্থানীয় বিজেপির মন্ডল সভাপতি। এছাড়াও তার ভাই সংগ্রাম চৌধুরী আহত হয়েছেন। জানা গেছে, সোমবার বিকালে বিজেপির কর্মীসভা ছিল আসানসোলের বিজেপি প্রার্থী এস এস আলুওয়ালিয়ার। সঞ্জয় চৌধুরী বলেন, তাঁর একটি দোকান রয়েছে। তাঁদের জনসভার আগে দোকানে তৃণমূলকর্মী দিলীপ আঁকুড়িয়া সাবান কিনতে আসে। ওই সময় দোকানে ছিল তাঁর ভাই সংগ্রাম চৌধুরী। সেই সাবান নিয়ে বচসা সৃষ্টি হয়। এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে দিলীপ আঁকুড়িয়া। তারপর আচমকা ভাইয়ের গলায় নখ দিয়ে আঁচড়ে দেয়। খবর পেয়ে দোকানে আসে সঞ্জয়। অভিযোগ তখনই রড, লাঠি, ধারালো দা নিয়ে বেশ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয় দিলীপ আঁকুড়িয়া। ওইসময় অন্ডাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পুলিশকে দেখে তখনকার মত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। অভিযোগ, পুলিশ এলাকা ছাড়তেই আবার হামলা হয় সঞ্জয় চৌধুরীর ওপর। মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় তার। এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে স্থানীয় তৃণমূল নেতা বিষ্ণুদেব নুনিয়া বলেন, মদের দোকান আছে ওই বিজেপি নেতার। মদের দোকানে মারামারি হবে এটাই তো স্বাভাবিক। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনো যোগ নেই। পুলিশ বিষয়টি দেখছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শিলিগুড়িতে ব্রাউন সুগারসহ গ্রেফতার এক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ির খড়িবাড়ি থানাধীন পানিটঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ ৩০৫ গ্রাম ব্রাউন সুগারসহ একজনকে আটক করেছে। ধৃতের নাম অভিজিত বিশ্ব কর্মকার (৩৬)। তিনি হাতিঘিষা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার গভীর রাতে খড়িবাড়ির জলাশয় সংলগ্ন উত্তর রামধন জোত এলাকায় এক সন্দেহভাজন বাইক চালককে ধরা হয়। ওই ব্যক্তিকে তল্লাশি করে তার কাছ থেকে ৩০৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। পরে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে।

চড়া রোদ্দুর উপেক্ষা করে রায়গঞ্জে মোদীর সমাবেশে ভিড়

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ১৬ এপ্রিল ঃ চড়া রোদ্দুর উপেক্ষা করে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমাবেশে ভিড় করেন বিজেপি সমর্থকরা। এই ভিড়ের ছবি দলের মিডিয়া হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করা হয়েছে। বালুরঘাটের পর মঙ্গলবার রায়গঞ্জে দ্বিতীয় সভা ছিল প্রধানমন্ত্রী মোদীর। রায়গঞ্জ আসনে গত বার বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন দেবশ্রী চৌধুরী। তাঁকে কেন্দ্রে মন্ত্রীও করা হয়। তবে এবার এই কেন্দ্রে প্রার্থী বদল করেছে বিজেপি। দেবশ্রীকে দক্ষিণ কলকাতা আসনে সরিয়ে এখানে কার্তিক পালকে টিকিট দিয়েছে তারা। মঙ্গলবার তাঁরই সমর্থনে প্রচার করেন মোদী।

চেচাখাতা নোনাই নদীতে শতাধিক পুণ্যার্থীর আগমন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল ঃ বিবেকানন্দ এক নম্বর অঞ্চল মধ্য চেচাখাতা নোনাই নদীতে অষ্টমী স্নান উপলক্ষ্যে শতাধিক পুণ্যার্থীদের জনসমাগম ও মেলা। সাতসকালে জংশন বিবেকানন্দ এক নম্বর অঞ্চল মধ্য চেচাখাতা নোনাই নদীতে বাসন্তী পূজা উপলক্ষ্যে শতাধিক পুণ্যার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। জানা গেছে নোনাই পার মহিলা বাসন্তী পূজা কমিটির উদ্যোগে দীর্ঘ ৫৫ বছর ধরে এই এলাকায় মেলার আয়োজন করা হয়। এইদিনে পুণ্যার্থীরা এলাকার নোনাই নদীতে বাসন্তী পূজা উপলক্ষ্যে নদীতে অষ্টমী স্নান করেন। এছাড়াও প্রচুর ভক্তবৃন্দদের তর্পণ করতে লক্ষ্য করা যায়। অষ্টমী স্নান উপলক্ষ্যে এলাকায় মেলার ও আয়োজন করে থাকে উদ্যোক্তারা। প্রতি বছর দিনভর ওই মেলায় হাজারো সাধারণ মানুষদের জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিবাদে চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৬ এপ্রিল ঃ হাতে বিষ তেলের বোতল। আর তা ধরেই বিক্ষোভ কৃষকদের। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কৃষি কাজের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জল মিলছে না। চাষিদের মুখের অন্ন কেড়ে নিচ্ছে পাওয়ার লুমের মালিকরা। এমনই অভিযোগ নবদ্বীপের চর মাজদীয়া চর ব্রহ্মনগর এলাকার কৃষকদের। কৃষকদের দীর্ঘ প্রায় এক মাস যাবৎ জল বন্ধ চর ব্রহ্মনগর এলাকায়। ভোল্টেজ না থাকার কারণে পুড়ে যাচ্ছে পাম্পের মোটর। চোখের সামনে জলের অভাবে মাঠের মধ্যেই শুকিয়ে যাচ্ছে ফসল। তারই প্রতিবাদে এদিন বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে তালা দিয়ে দেন কৃষকরা। তাঁদের অভিযোগ, ট্রান্সফরমার শুধু মাত্র চাষিদের ডিপ্টিকলের মোটরের চালানোর জন্য। সেই মত ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সফরমার লাগিয়েছিল বিদ্যুৎ দফতর। তবে ট্রান্সফরমার থেকেই এখন লাইন নিয়ে চালানো হচ্ছে প্রায় ১০০ উপর পাওয়ারলুমের মেশিন। যার ফলে ভোল্টেজ কম থাকায় বারবার ওই ডিপ্টিকলের পাম্পের মোটর পুড়ে যাচ্ছে। এর আগেও তিনবার মোটর পুড়ে যাওয়ায় ফসলে জল না দিতে পেরে ফসল নষ্ট হয়েছে। আবার প্রায় এক মাস যাবৎ এই মোটর পুড়ে যাওয়ায় বন্ধ রয়েছে চাষের জমিতে জলপরিষেবা। ফলে জমিতে ফসল নষ্ট হচ্ছে। এই সময় একাধিক চাষির জমিতে রয়েছে ধান অন্যান্য সবজি চাষ। ধান চাষের ক্ষেত্রে পথ পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না দেওয়া হলে ধানের ফলন হবে না। ধান চাষে অত্যাধিক খরচ সেই খরচ করেও জলের অভাবে ধান চাষও নষ্ট হচ্ছে। কৃষকরা জানান, যদি এই সমস্যার সমাধান স্থায়ীভাবে না করা হয় তবে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন।

আদিবাসী কুড়মি সমাজের প্রার্থী স্বপন মাহাতো নমিনেশন জমা করলেন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ এপ্রিল ঃ উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে আদিবাসী কুড়মি সমাজের প্রার্থী স্বপন মাহাতো নমিনেশন জমা করলেন। মঙ্গলবার দুপুরে মালদা শহরের সেতু মোড় থেকে প্রার্থী স্বপন মাহাতো সহ সংগঠনের সদস্যরা মিছিল করে জেলা প্রশাসনিক ভবনে নমিনেশন ফাইল জমা করেন। প্রার্থী স্বপন মাহাতো সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান এবারে লোকসভা নির্বাচনে উত্তর মালদা আসন থেকে তিনি দাঁড়িয়েছেন। তিনি জানান, ৭৭ বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আদিবাসী কুড়মি সমাজের মানুষকে ব্যবহার করেছে। অথচ আদিবাসী সমাজের উন্নয়নের জন্য তারা শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিছুই করেনি। পাশাপাশি বিজেপির বিদায়ী সাংসদ খগেন মুর্মু আদিবাসী কুড়মি সমাজকে ব্যবহার করেছে কিন্তু কোনরকম তারা আদিবাসী সমাজের জন্য ভাবিনি। অন্যদিকে তৃণমূল সরকার এই আদিবাসী কুড়মি সমাজকে ব্যবহার করেছে কিন্তু কোনরকম তারা আদিবাসী সমাজের জন্য কোন উন্নয়ন বা কোন কাজ করেননি তাই আদিবাসী সমাজের উন্নয়নের জন্য আমি এইবছর উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছি।

কংগ্রেস ছাড়ার হুমকি বাড়িতে চলল বোমাবাজি আহত ৩, চাঞ্চল্য কান্দিতে

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ১৬ এপ্রিল ঃ তৃণমূল করতে হবে, কংগ্রেস করা যাবে না। আমরা কংগ্রেস করি তৃণমূল করতে পারব না। যেই বলেছি সেই বোম মারতে শুরু করে দিলো। কান্দি হাসপাতালের বেডে শুয়ে ভয়ঙ্কর রাতের হুমকির বর্ণনা দিলো আহত ওসমান সেখ। কংগ্রেস কর্মীদের জোর করে তৃণমূল প্রচার করার জন্য রাতের অন্ধকারে হুমকি, মারধর এবং বোমাবাজি ঘটনায় আহত ৩ জন, চাঞ্চল্য ছড়ালো কান্দির হিজলে। তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে না যাওয়ায় কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীকে মারধর এবং তাদের বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার অন্তর্গত হিজল-নতুনগ্রাম এলাকায়। আহত হয়ে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন সুভান শেখ, ওসমান শেখ এবং বানি ইসরাইল নামে তিন কংগ্রেস কর্মী। আহত আরও দুই মহিলা কংগ্রেস কর্মীর চিকিৎসা চলছে বাড়িতে। কান্দি থানায় ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তৃণমূলের প্রচারে না যাওয়ায় কংগ্রেস কর্মীদের উপর হামলা করেছে তৃণমূল কর্মীরা। কান্দি মহকুমা তৃণমূল - কংগ্রেসের সভাপতি সফিউল আলম খান বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরে হিজল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পক্ষ থেকে আমাদের দলের কর্মী সমর্থকদের তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার করতে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু নতুনগ্রামের কংগ্রেস সমর্থকরা তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচারে যেতে রাজি না হওয়ায় সোমবার গভীর রাতে তৃণমূল আশ্রিত প্রায় ১০-১২ জন দুষ্কৃতী সুভান শেখ, ওসমান শেখ, বানি ইসরাইল সহ আরও কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে হামলা চালায়। অন্তত আটটি বোমা ছোঁড়া হয় কংগ্রেস কর্মীদের বাড়ি লক্ষ্য করে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা কান্দির তৃণমূল বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, 'গোটা ঘটনাটি একটি পারিবারিক বিবাদের ফল। তবে পুলিশকে অনুরোধ দুষ্কৃতীরা যে দলেরই সমর্থক হোক পুলিশ যেন তাদের সকলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেয়।'

মালদার লোকসভা কেন্দ্রের দুই তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে মনোনয়ন মিছিল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ এপ্রিল ঃ উত্তর ও দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের দুই তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে মনোনয়ন মিছিল মঙ্গলবার দুপুর ১২ টা নাগাদ দক্ষিণ মালদা তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে মালদা টাউন হল প্রাঙ্গণ

থেকে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে একটি মিছিল শুরু হয়। অন্যদিকে উত্তর মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জির সমর্থনে পুরাতন মালদার সাহাপুর থেকে শুরু হয় রোড শো। সারা শহর পরিক্রমা করে মিছিল শেষ হয় মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে। মিছিলে অংশ নেন দক্ষিণ মালদা তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলী রায়হান, উত্তর মালদা তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি, দলের জেলা চেয়ারম্যান সমর মুখার্জী, দুই প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, তাজমুল হোসেন, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ-সভাপতি বাবলা সরকার, শুভময় বসু, সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিত দাস সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন তৃণমূলের প্রতীকে মনোনয়নপত্র জমা দেন দক্ষিণ মালদা ও উত্তর মালদা তৃণমূল প্রার্থী। কর্মী সমর্থক ও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে ধন্যবাদ জানিয়ে দুই প্রার্থী বলেন জেতার ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী তারা।

পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর ১ ব্লকের সরবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাজারে পথ সভা করেন ঘাটালের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দীপক অধিকারী পথ সভা করে প্রচার শুরু করেন।

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e- N.I.T. No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-237/ 2023-24 (3 rd call), WBMAD/ DKM/ CP/e- NIT-238/ 2023-24 (2nd call), WBMAD/DKM/CP/e- NIT-242/ 2023-24 (2nd call), WBMAD/DKM/ CP/ e-NIT-246/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT- 248/2023-24, WBMAD/ DKM/CP/ e-NIT- 250/ 2023-24, WBMAD/ DKM/CP/ e-NIT- 252/ 2023-24, WBMAD/ DKM/ CP/e-NIT-256/ 2023- 24 (2nd call), WBMAD/ DKM/ CP/e-NIT-268/2023-24 (2nd call), WBMAD/ DKM/CP/ e-NIT- 274/ 2023-278/ 2023-24, WBMAD/ DKM/CP/e- NIT- 279/ 2023-24, WBMAD/ DKM/ CP/e- NIT- 280/ 2023-24, WBMAD/ DKM/CP/ e-NIT-281/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e- NIT- 282/ 2023-24 & WBMAD/ DKM/ CP/e-NIT-291/ 2023-24, Bid submission closing date (online): 30/04/2024 instated of 15/04/2024 and Bid submission opening date (online)- 06/05/2024 instated of 18/04/2024. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

নাকা চেকিংয়ে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা, ফেনসিডিলসহ আটক ২ পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নাকা চেক পয়েন্টে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আর সেই নিরাপত্তা বলয়ের মাঝেই নিষিদ্ধ ফেনসিডিল পাচার করতে গিয়ে আটক পাচারকারীরা। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে নাকা চেকিং এর সময়ে ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ উদ্ধার করল ৩১৪ বোতল ফেনসিডিল। আর এই ফেনসিডিল পাচার করতে গিয়ে ধৃত ২ পাচারকারী। দুই পাচারকারীর নাম বিজয় কুমার সাহা (৪৫), বাড়ি ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা জেলায়। অন্যজন সেতাবুদ্দিন (৩০), তার বাড়ি মালদার বৈষ্ণবনগর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, লোকসভা ভোট উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ প্রশাসন কড়া নাকা চেকিং করছে। এদিন ভালুকায় মনিপুরের কাছে ঢালাই মোড়ে নাকা চেকিং করতে গিয়ে দুই ব্যক্তিকে আটক করে ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ। এদের কাছ থেকে তিনটি ব্যাগে উদ্ধার হয় প্রায় ৩১৪ বোতল ফেনসিডিল। জানা গেছে, ঝাড়খন্ড থেকে এই নেশা সামগ্রী, বাংলায় পাচার করা হচ্ছিল। এই দুজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার তাদের চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বাংলা বিহার সীমান্তে যে দীর্ঘদিন ধরেই মাদকের কারবার চলছে এই ধরনের ঘটনায় তা বারবার প্রমাণিত।

মুর্শিদাবাদে নতুন ডিআইজি সৈয়দ ওয়াকার রাজা, জানাল কমিশন

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৬ এপ্রিল ঃ ২৪ ঘণ্টা আগে মুর্শিদাবাদের ডিআইজি পদ থেকে আইপিএস অফিসার শ্রী মুকেশকে সরিয়ে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার কমিশন সেই পদে নতুন অফিসারের নাম ঘোষণা করল। মুর্শিদাবাদে নতুন ডিআইজি হলেন সৈয়দ ওয়াকার রাজা। মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে নতুন ডিআইজি নিয়োগের কথা জানাল কমিশন। ভোটপর্বে ২০০৭ ব্যাচের আইপিএস সৈয়দকেই কমিশন মুর্শিদাবাদের ডিআইজি পদের দায়িত্ব দিল। তিনি কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ক্রাইম) পদে ছিলেন। তাঁকেই এ বার নতুন দায়িত্ব দেওয়া হল। সোমবার রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিককে চিঠি দিয়েছিল কমিশন। মুর্শিদাবাদের ডিআইজি পদ থেকে শ্রী মুকেশকে সরানোর কথা সেই চিঠিতে জানানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, ভোটের সঙ্গে যোগ নেই, এমন পদে তাঁকে নিয়োগ করার কথা বলা হয়। একই সঙ্গে রাজ্যের থেকে তিন জনের নাম চাওয়া হয় মুর্শিদাবাদের ডিআইজি পদের জন্য। মঙ্গলবার কমিশন জানায়, রাজ্যের দেওয়া নামের তালিকা থেকে সৈয়দকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বিকেল ৫ টার মধ্যে কমিশনের নির্দেশকে কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : (১) ৪৪৭৫-ডিআরসি-টিই-সি-এসও-৩০-২০২৪, (২) ৪৪৭৫-ডিআরসি-টিই-সি-এসও-৩১-২০২৪, তারিখ: ১৫.০৪.২০২৪। [illegible] দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডারটি ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-তে আপলোড করা হয়েছে। টেন্ডারটি খোলার তারিখে দুপুর ১২টায় বন্ধ হবে। ক্র.নং., কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (১) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের [illegible] অধিকারক্ষেত্রের অধীনে [illegible] রাউরকেলা-বণ্ডামুণ্ডা [illegible] বিরসা লিঙ্কি [illegible] পাকুড়/বারহারওয়া/[illegible] পিনারগরিয়া [illegible] ওয়াগন/হপার ওয়াগনের [illegible] আইএস/আরডিএসও-[illegible] ট্র্যাক ব্যালাস্ট সরবরাহ ও লোডিং (গন্তব্যে পরিমাপ করা হবে)। আনুমানিক ব্যয়: [illegible] কোটি টাকা। বিড সিকিউরিটি : [illegible] টাকা। সম্পূর্ণ করার সময়সীমা: ৯ মাস। (২) [illegible] দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে হাওড়া-খড়গপুর শাখায় [illegible] স্টেশনের মধ্যে এলসি নং [illegible] ব্রিজ প্রপার সহ রোড ওভারব্রিজ (৩ লেন) (১×৩০ মি কম্পোজিট গার্ডার) + [illegible] (১৭×২৪.৬ মি পিএসসি গার্ডার) [illegible] মধ্যে এলসি নং [illegible] ব্রিজ প্রপার সহ রোড ওভারব্রিজ [illegible] কম্পোজিট গার্ডার) + [illegible] (১৮×২৫.৩৬ মি পিএসসি গার্ডার) [illegible] আরসিসি স্ল্যাব [illegible] কোটি টাকা। বিড সিকিউরিটি: [illegible] সম্পূর্ণ করার সময়সীমা: [illegible] টেন্ডার খোলার তারিখ: ০৮.০৫.২০২৪ (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ০২.০৫.২০২৪ (ক্র.নং ২-এর জন্য)। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ [illegible] টেন্ডারদাতারা [illegible] দেখতে পারেন [illegible] করতে পারেন। [illegible] কোনভাবেই গ্রহণ করা হবে না। দ্রষ্টব্য : [illegible] টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে সম্ভাব্য দরদাতারা নিয়মিতভাবে "www.ireps.gov.in" দেখুন। **(PR-38)**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : (১) ১১৫-ইলেক্ট্রি-জি-কেজিপি-২৩-২৪-৪৪৫, (২) ১১৫-ইলেক্ট্রি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-০২, তারিখ ১৫.০৪.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-[illegible] ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য [illegible] আহ্বান করছেন। ক্র.নং., কাজের বিবরণ : (১) [illegible] স্টেশনে গভীর নলকূপের ব্যবস্থা, [illegible] পুরনো জরাজীর্ণ [illegible] বৈদ্যুতিক কাজ; (২) সিনিয়র ডিইই/জি/কেজিপি-র অধীনে খড়গপুর [illegible] রিলে রুম ও সিগন্যাল [illegible] প্রতিস্থাপনের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১০,৫৭,৮৬১.১৮ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ৭৮,৫৩,৩৯০.৩৬ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য)। বিড সিকিউরিটি: ২১,২০০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও [illegible] টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য)। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য প্রতিটির জন্য। কাজ শেষের সময় : [illegible] ইস্যুর তারিখ থেকে [illegible] মাস (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও [illegible] মাস (ক্র.নং ২-এর জন্য)। খোলার তারিখ: ০৮.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রতিটির জন্য। খোলার তারিখ: ০৮.০৫.২০২৪ প্রতিটির জন্য। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণীর জন্য ইচ্ছুক টেন্ডারদাতারা www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের দরপত্র জমা করতে পারেন। [illegible] টেন্ডার কোনভাবেই গ্রহণ করা হবে না। দ্রষ্টব্য : সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে সম্ভাব্য দরদাতারা নিয়মিতভাবে "www.ireps.gov.in" দেখতে পারেন। **(PR-39)**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ই-টেন্ডার/২০২৪/১২ তারিখ ১৫.০৪.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নং., কাজের বিবরণ : (১) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-১০-২০২৪, খড়গপুর ডিভিশনের আওতায় [illegible] রাজগ্রাম/বারহারওয়া/[illegible] ৫০ মিমি গেজের মেশিনে ভাঙা [illegible] সেগুলিকে রেলওয়ের ওয়াগন/হপারে লোডিং (৭৪,৩৮৫ ঘন মি); (২) ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-১১-২০২৪, নিমপুরা - [illegible] অধিকারক্ষেত্রে [illegible] নির্মাণ, আলোর ব্যবস্থা, [illegible] ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : [illegible] টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও [illegible] টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য)। বায়নামূল্য : [illegible] টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও [illegible] টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য)। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য : শূন্য প্রতিটির জন্য। কাজ শেষের মেয়াদ: [illegible] মাস (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও [illegible] মাস (ক্র.নং ২-এর জন্য)। বিডিং শুরুর তারিখ : ৩০.০৪.২০২৪ থেকে ১৪.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত প্রতিটির জন্য। টেন্ডারের সম্পূর্ণ [illegible] স্পেসিফিকেশন ইত্যাদির জন্য [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে [illegible] কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার কোনভাবেই গৃহীত হবে না। দ্রষ্টব্য : সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে সম্ভাব্য দরদাতারা নিয়মিতভাবে "www.ireps.gov.in" দেখুন। **(PR-43)**

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এনআইটি/০২/২৪/২২ তারিখঃ ১৫.০৪.২০২৪। প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সরবরাহ করার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্রম নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; প্রদেয় বায়না অর্থ যথাক্রমে ঃ- (১) ০৭২৪৫০০৯এ; শিল্ডেড গ্যাস, [illegible] নং আইআরএসঃ এম-৪৬/২০, গ্রেড ই ৭১টি-১২এডব্লুএসঃ এ৫, ২০[illegible] আকার ১.২ মিমি ব্যাস আইসিএস সাব আইটেম আইডিঃ ২৩০০[illegible] এমআইজি/এমএজি ওয়েল্ডিং ফিলার ওয়্যার; ₹১,২৭,৬৩০; (২) ১০[illegible] কাজ ইত্যাদি; ₹০; (৩) ২২৪৫১২১এ; সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যানুলা [illegible] মেটিরিয়াল-রেডিও ওপেক বাইকম্প্যাটিবল পলিইউরিথেন, ২) লুমেন [illegible] ক্যাথিটার-এর দৈর্ঘ্য; ১৬-২০ সেমি ৫) সম্পূর্ণ নির্বীজকৃত সেটটিতে [illegible] ভালভ নিডল খ) লুয়ার লক সিরিঞ্জ ৫ মিলি গ) কিঙ্ক প্রুফ গাইডওয়্যার [illegible] মানানসই আকার ও দৈর্ঘ্যের ঘ) ট্রিপল লুমেন ১৬জি-১৮জি-১৮জি [illegible] -পলিইউরিথেন নির্মিত বাইরের ব্যাস ৭এফ, সফটটিপ, ভালভ সমূহ [illegible] মার্কিং অবশ্যই থাকতে হবে। কালার কোডেড লক ফিটিংস এবং লু[illegible] চ্যানেল [illegible] ৬) স্টেরাইল পাইরোজেন বিনামূল্যে ৭) দীর্ঘ আয়ু;₹০; (৪) ২২২৪৫৩০৭; ট্যাব/ক্যাপ ভালসারটান ২৪ এমজি + স্যাকুবিট্রিল ২৪ এমজি; ₹০; টেন্ডার খোলার তারিখঃ ক্রম নং ১ থেকে ৪ পর্যন্ত ২৯.০৪.২০২৪, সময় দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট। (৫) ২২২৩৬০৩৭এ; ট্যাব/ক্যাপ সেমাগ্লুটাইড ১৪ এমজি; ₹০; (৬) ২২২৩৬০৩৮এ; ট্যাব/ক্যাপ সেমাগ্লুটাইড ৩ এমজি; ₹০; (৭) ২২২৪১০৬৮এ; ক্যানাগ্লিফ্লোজিন ১০০ এমজি ট্যাব/ক্যাপ ₹০; (৮) ২২২৪১২১০এ; ইঞ্জে. গোলিমুম্যাব ৫০ এমজি প্রতি ০.৫ মিলি পিইএস; ₹০; (৯) ২২২৪৫০৭০এ; ইঞ্জে. ডেক্সামিথাজোন ইনট্রাভিট্রিয়াল ইমপ্লান্ট ০.৭ এমজি; ₹০; টেন্ডার খোলার তারিখঃ ক্র. নং ৫ থেকে ৯ পর্যন্ত ৩০.০৪.২০২৪ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে; (১০) ১১২৩১০৪২; লোয়ার স্প্রিং বিম (ফোর্জড ধরনের) উভয়ে ১৬.২৫ টি এবং ১৩টি বগি ইত্যাদির জন্য অল্টারনেট ইকুয়ালাইজিং সেট কমপ্লিট সংগ্রহের কাজ; ₹১,৬৪,৮২০; (১১) ১২২৪৫০৫২; এমএফআইমেশিনের জন্য টাংস্টেন কার্বাইড ট্যাপ্পিং টুল সেট; ₹৫৩,৮৬০; টেন্ডার খোলার তারিখঃ ক্র. নং ১০ ও ১১-র জন্য ০১.০৫.২০২৪, সময় ঃ দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; (১২) ১১২৪১০০২; (হাইক্যাপাসিটি পার্সেল ভ্যান-এর) বেলস্টার স্প্রিং ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹১,০৯,১৭০; (১৩) ১১২৪১৭৫৩; (হাইক্যাপাসিটি পার্সেল ভ্যান-এর) অ্যাক্সেল বক্সের জন্য হেলিক্যাল স্প্রিং সগ্রহের কাজ; ₹১,০৩,৫৯০; (১৪) ১২২৪৫০৭৫; আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৭৪৮ অনুসারে ৬০ কেজি মেটাল লাইনার সংগ্রহের চালুচুক্তি; ₹৯,৪৫,৮০০; টেন্ডার খোলার তারিখঃ ক্র. নং ১২ থেকে ১৪ পর্যন্ত ০২.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১৫) ০৫২৩১০৬৭এ;আইএসঃ ৩০৯/২০০৫, ৪র্থ সংস্করণ, রেফিমড ২০১৮ অনুসারে কমপ্রেসড অক্সিজেন গ্যাস সংগ্রহের কাজ; ₹৯২,১৭০; টেন্ডার খোলার তারিখঃ ০৩.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; (১৬) ১০২৪১১১৪; পিনিয়ন ১৬টিথ; ₹৭৩,২৫০; (১৭) ১২২৪৫০৫৫এ; ইউনিম্যাট -৪৫ -এর জন্য ট্যাম্পিং টুলসমূহ; ₹০; (১৮) ২০২৪১১৩৬; এএমইউ-এর জন্য অগ্নি নির্বাপক বৈশিষ্ট্য সমেত ফাইবার গ্লাস ফ্রন্ট কভার (বড়ো) সহ ট্যাপ চেঞ্জার সুইচ গ্রুপ; ₹০; টেন্ডার খোলার তারিখঃ ক্র. নং ১৬ থেকে ১৮ পর্যন্ত ০৬.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১৯) ০৪২২৫০২২এ; অ্যানেক্সার-১ অনুসারে আন্ডার ক্যারেজ অ্যাসেম্বলি কমপ্লিট (একটি সেট যাতে ৩১ টি দফা আছে) সংগ্রহের কাজ; ₹১,৫৭,০২০; (২০) ১০২৩১৮১১; টুইন বিম হেড লাইট ইত্যাদি ক্রয়; ₹৫৮,৬০০; (২১) ১০২৩১৮৯৫; স্লট ওয়েজ; ₹০; (২২) ২১২৪১২৮৪; বিএলসি ওয়াগন ইত্যাদির জন্য 'এল' ধরনের ব্রেক ব্লক; ₹৭১৯১০;টেন্ডার খোলার তারিখঃ ক্র. নং ১৯ থেকে ২২ -এর জন্য ০৯.০৫.২০২৪তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (২৩) ১০২৪১০২৪; এল.ই.ডি ভিত্তিক ফ্লাশার লাইট সিস্টেম। ₹১৮২৯০০; টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ১০.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে; (২৪) ১১২৩১০৫১এ; আধুনিকীকরণ কাজের জন্য ৪টি দফার সেট; ₹১,২৮,৮৫০; টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ১৫.০৫.২০২৪, দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (২৫) ১০২৪২৩৮৯; ব্যাটারি বক্স অ্যাসেম্বলি; ₹০; টেন্ডার খোলার তারিখঃ ১৬.০৫.২০২৪ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে; (২৬) ১৫২৪৫০১৮; অ্যানেক্সার এ-তে সন্নিবিষ্ট প্রযুক্তিগত নির্দিষ্টকরণ অনুসারে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এইচপি স্টেরিলাইজার -এর সরবরাহ ও সূচনার কাজ; ₹০; টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ২০.০৫.২০২৪ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে; টেন্ডার মূল্যঃ ক্র. নং. ১ থেকে ২৬-এর জন্য প্রতিক্ষেত্রে ₹০; দ্রষ্টব্যঃ ওপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এ অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বিষয়ে আরও বিশদ জানতে এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। STORES-04/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ফ্যশন ও রূপচর্চা

চড়া রোদে ত্বক জেল্লা হারাচ্ছে? চিনি দিয়েই সেরে ফেলুন রূপটান

ইতিমধ্যে শহর জুড়ে তীব্র হচ্ছে গরম। রোদের তেজে বাইরে বের হওয়া কষ্টকর। রোদে পুড়ে ত্বকে কালো ছোপ। চোখের নীচে বলিরেখা। চামড়া যেন দিন দিন জেল্লা হারাচ্ছে। ব্যস, আপনি ছুটলেন বিউটি পার্লারে। প্রচুর টাকা খরচ করেও, লাভ হল না কিছু। বরং কেমিক্যালের কারণে ত্বকের সমস্যা বাড়ল আরও। রূপ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আপনার রান্নাঘরেই রয়েছে এমন অনেক কিছু, যা দিয়ে খুব সহজেই রূপচর্চা সেরে নিতে পারেন। বিশেষ করে রোজকার রূপটানে রাখুন চিনি। ত্বকের নানাবিধ সমস্যা দূর করতে চিনি কিন্তু ম্যাজিকের মতো কাজ করবে।

কফি পাউডারের সঙ্গে কিছুটা পরিমাণ চিনি মিশিয়ে নিন। তার মধ্যে অল্প মধু ঢেলে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে মুখে কিছু ম্যাসাজ করুন। ২০ মিনিট রেখে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। বলিরেখা দূর করতে এই ফেসপ্যাক দারুণ কাজ করবে।

২) ব্রনর সমস্যায় ভুগছেন? গ্রিন টি পাতার সঙ্গে চিনি মিশিয়ে নিন। এর মধ্যে কিছুটা অলিভ ওয়েল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন এটি করলে ব্রনর সমস্যার দূর হবে। ইতিমধ্যেই রোদের তেজ বেড়েছে। বাড়ি থেকে বাইরে বের হওয়ার আগে নিয়ম করে সানস্ক্রিন মাখছেন। তবুও দেখছেন, মুখের ত্বক কালচে। উজ্জ্বলতা হারাচ্ছে মুখের ত্বক। ভাবছেন কী উপায়? এর জন্য বিউটি সালোঁতে ছোটার দরকার নেই। বরং ঘরোয়া উপায়েই সেরে ফেলতে পারেন রূপটান। ম্যাজিকের মতো কাজ করবে এই ফেসপ্যাক।

১) দু'চামচ হলুদ গুঁড়ো এক পাত্রে নিয়ে ভাল করে পুড়িয়ে নিন। তারপর একটি পাত্রে দুধের সঙ্গে গুলে নিয়ে এক চামচ মধু মিশিয়ে দিন। এবার ঘন মিশ্রণটি একটি ব্রাশ দিয়ে সারা মুখে মেখে নিন। কিছুক্ষণ রাখুন। প্রয়োজনে হাত-পায়েও লাগাতে পারেন। মিনিট পাঁচেক পর ঠান্ডা জল দিয়ে পরিষ্কার করে নিন মুখ। দেখবেন একবার ব্যবহারেই ফল পাবেন।

২) পেঁপে ত্বকের পোড়া ভাব তোলার জন্য খুবই উপকারী। অন্য দিকে মধু ত্বককে কোমল ও মসৃণ করতে সাহায্য করে। আধ কাপ পাকা পেঁপে চটকে নিয়ে এক টেবিল চামচ মধু মেশান। মিশ্রণটি ত্বকে লাগিয়ে ৩০ মিনিট রেখে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এই মিশ্রণ গলায় লাগাতে ভুলবেন না। প্রয়োজনে হাতে, পায়েও ব্যবহার করতে পারেন।

৩) শসা ও লেবু দু'টিই ত্বক ব্লিচ করার জন্য ভাল। ভিটামিন সি ত্বক উজ্জ্বল করে। এক টেবিল চামচ শসার রস, এক টেবিল চামচ লেবুর রস এবং এক টেবিল চামচ গোলাপজল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি তুলো দিয়ে সারা মুখে লাগান। ১০ মিনিট রেখে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। যখনই রোদে বেরোবেন বাড়ি ফিরে এই প্যাকটি মাখতে পারেন।৪) কলার খোসার মধ্যে কিছু পরিমাণ কফি এবং মধু ঢেলে দিন। সেই খোসাটা নিয়ে স্ক্রাবারের মতো করে মুখে ঘষতে থাকুন কয়েক মিনিট। এতে ত্বক ঝকঝকে হবে এবং বলিরেখা পড়বে না।

ত্বকের বন্ধু

এ সময় ত্বকের জলশূন্যতা রোধ করবেন কীভাবে

আবহাওয়া খানিকটা রুক্ষ হয়ে প।ছে। রোজার কারণে এ সময় দীর্ঘক্ষণ জলও খাওয়া হবে না। তাই সচেতন না থাকলে সহজেই আপনি জলশূন্য হয়ে পড়তে পারেন। আবহাওয়া, জলশূন্যতা-সব মিলিয়ে ত্বকের ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। আবার পরিবর্তিত জীবনধারায় ত্বকের যত্নে আলাদা করে খুব বেশি সময় ব্যয়ের সুযোগ পাওয়াও মুশকিল। জেনে নিন, এ সময় ত্বক সুস্থ রাখার উপায়।রাতে একাধিকবার একটু একটু করে জল ও তরল খাবার গ্রহণের অভ্যাস গড়ে. তুলুন। শাকসবজি, ফলমূল রোজই খেতে হবে। ভিটামিন সি আর ভিটামিন ই-সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। আর ত্বক সুস্থ রাখার জন্য বাইরে থেকে খানিকটা যত্ন করতে হবে। এমনটাই বলেন এক রূপবিশেষজ্ঞ।

ত্বকের বন্ধু- আবহাওয়াভেদে আমাদের দেহে জলের চাহিদার কমবেশি হয়। চৈত্রের রুক্ষ দিনে জলের চাহিদা বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। রাতের বেলায় সেই চাহিদা পূরণ করে নিতে যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। টমেটো, শসা, টক ফল, তরমুজ, বাঙ্গি ইত্যাদি ফল রাখতে পারেন খাদ্যতালিকায়। বিভিন্ন ধরনের বাদাম খেতে পারেন। ঘরের কয়েকটি উপকরণ দিয়ে সুস্বাদু পানীয় তৈরি করে খেতে পারেন। পুষ্টিকর উপাদানে তৈরি পানীয় ত্বকের জন্যও উপকারী।

রুক্ষ-শুষ্ক ত্বক- দিনের বেলা ত্বক শুষ্ক মনে হলে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়ে নিতে হবে ময়েশ্চারাইজার। ময়েশ্চারাইজার বাছাই করতে হবে ত্বকের ধরন বুঝে। সারা দিনে একবার কাজে লাগাতে পারেন তেল দিয়ে তৈরি ঘরোয়া ময়েশ্চারাইজার। জলপাইয়ের তেল বা কাঠবাদামের তেলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা জল মিশিয়ে নিলেই হয়ে যাবে দারুণ ময়েশ্চারাইজার। মুখ, হাত, পা ও শরীরে অনায়াসেই ব্যবহার করা যাবে। প্রয়োজনে তেল আর পানি সমান পরিমাণেও নিতে পারেন। হাতের কাছে থাকা যেকোনো হালকা তেল দিয়েই এই ময়েশ্চারাইজার তৈরি করা যায়। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ত্বকে তৈলাক্ত ভাব থাকলে এই ময়েশ্চারাইজার প্রয়োগ করা যাবে না।সাত দিনই ফেসপ্যাক?সাত দিনই প্যাক লাগানোর কথা শুনে ঘাবড়ে যাবেন না যেন। রমজান মাসের নানা ব্যস্ততায় তো সপ্তাহান্তে একবার প্যাক লাগানোরই সময় পান না কেউ কেউ। রমজানে খুব বেশি সময় নিয়ে নানা রকম উপাদান মিশিয়ে বিশেষ কোনো প্যাক তৈরির কথা বলছি না। বলছি এর চেয়ে সহজে দারুণ প্যাক তৈরি করার উপায়, যা প্রয়োগ করতে পারবেন রোজই। রমজান মাসে কমবেশি সব বাড়িতেই খাওয়া হয়, এমন কিছু ফল কাজে লাগাতে পারেন এর জন্য। কোনো দিন হয়তো পাকা কলার সঙ্গে সামান্য মধু মিশিয়ে ব্লেন্ড করে নিলেন। এটাই কিন্তু একটা চমকার ফেসপ্যাক। কোনো দিন হয়তো নিলেন পাকা পেঁপে, একইভাবে সামান্য মধু মিশিয়ে ব্লেন্ড করে নিলেই হয়ে যাবে ফেসপ্যাক। শসা ব্লেন্ড করে সঙ্গে সামান্য মধু মিশিয়েও ফেসপ্যাক তৈরি করা যায়।সুস্থতায় আরও যা- বাইরে থেকে ফিরে অবশ্যই ত্বক পরিষ্কার করে ফেলুন। বা।তি ফিরতে ফিরতে হয়তো অবসন্ন হয়ে পড়বেন। কিন্তু এ কাজে আলসেমি করা যাবে না একদমই। সপ্তাহে এক-দুই দিন স্ক্রাবিং করতে হবে। তাহলে ত্বকে আর ময়লা জমে থাকতে পারবে না। মৃত কোষও সরে যাবে। ভিটামিন সি কিংবা ভিটামিন ই-সমৃদ্ধ সেরাম ব্যবহার করতে পারেন রোজ। এতে ত্বক থাকবে উজ্জ্বল ও সতেজ।

জাজপুরে দুর্ঘটনা

ওড়িশায় জাজপুরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পুরী থেকে হলদিয়াগামী একটি যাত্রিবাহী বাস। সোমবার রাতে বারবাটির কাছে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর একটি ব্রিজ থেকে পড়ে যায় বাসটি।

সরবজি খুনের মূল অভিযুক্তকে লাহোরে হত্যা করেছে ভারতই! বিস্ফোরক অভিযোগ পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : পাকিস্তানের মাটিতে পাঁচটি খুনের নেপথ্যে রয়েছে ভারতের হাত! চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনলেন সেদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি। তার মধ্যে অন্যতম হল সরবজি সিং খুনের মূল অভিযুক্ত আমির সরফরাজ তাম্বা। গত রবিবার লাহোরে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হন তিনি। তার পরেই বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছে পাক সরকার।সোমবার লাহোরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নকভি বলেন, সেদেশের তদন্তকারী সংস্থাগুলো মনে করছে তাম্বার খুনের সঙ্গে ভারতের যোগ রয়েছে। বাইকে চা।ে আসা অজ্ঞাতপরিচয় দুস্কৃতীরা বেছে বেছে পাকিস্তানের মাটিতে খুন করছে। পরপর একই ধাঁচে ঘটনা ঘটছে দেশের নানা শহরে। শুধু তাম্বা নয়, পাকভূমে আরও চারটি খুনের সঙ্গে ভারত জ।তি বলেই অনুমান। তবে তদন্ত শেষ হওয়ার আগে এই অভিযোগ নিয়ে আর কিছু বলা উচিত নয় বলেই জানান পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। উল্লেখ্য, গত দুবছরে পাকিস্তানে অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে অন্তত বারো জন জেহাদি। তাপর্যপূর্ণ ভাবে, এরা প্রত্যেকেই ছিল ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে। রবিবার সেই তালিকায় যুক্ত হয় সরবজিতের খুনে মূল অভিযুক্ত তাম্বার নামও। তাঁর মৃত্যুর পরে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়। সেখান থেকে ঘটনার তদন্তভার নিয়েছে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। তার পরেই বিস্ফোরক দাবি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। প্রসঙ্গত, রবিবার লাহোরের ইসলামপুরা এলাকায় ভোরবেলা বাইকে চেপে কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় আসে। তাম্বাকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়িগুলি চালিয়ে এলাকা ছে।ে পালিয়ে যায় তারা। গুরতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাম্বাকে। চিকিসা চলাকালীনই মৃত্যু হয় তার। সরবজি খুনের অভিযোগে বছর ছয়েক আগে তাম্বাকে বেকসুর খালাস করে পাকিস্তানের একটি আদালত। তার পর থেকে সে লাহোরেই থাকত। রবিবার সেখানেই খুন হয় সে।

'কবচ'বাস্তবায়নের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের প্রশংসা ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের

মালিগাঁও, ১৬ এপ্রিলঃ ট্রেনে স্বদেশী স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থা ' ২০২৪ তারিখে ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট প্রশংসা করেছেন। মাননীয় সুপ্রিমকোর্ট উল্লেখ করেছে যে ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ট্রেনগুলিতে সংঘর্ষ প্রতিরোধী ব্যবস্থা উন্নত করার ক্ষেত্রে সেফটি সিস্টেম ইনস্টলেশন, ট্র্যাকের মান উন্নত করা, কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও সংবেদনশীলতা, রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতির সংস্কার এবং কবচ সিস্টেমের বাস্তবায়নের মতো একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কবচ হলো ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির সহযোগিতায় রিসার্চডিজাইন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন (আরডিএসও)-এরদ্বারা দেশীয় ভাবে বিকশিত করা অটোমেটিক ট্রেন প্রটেকশন সিস্টেম। এটিহলো সেফটি ইমিটগ্রিটি লেভেল-৪ স্ট্যান্ডার্ডের অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিন পদ্ধতি। এখানে কবচের মানে হলো বিপদ (লাল) সংকেত অতিক্রম প্রতিরোধ করাও মুখোমুখি সংঘর্ষ পরিহার করার দ্বারা সুরক্ষা প্রদানকরা। গতির সীমবদ্ধতা অনুযায়ী যদি চালক ট্রেন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন তাহলে ট্রেনের ব্রেকিং সিস্টেম স্বয়ংক্রিয় ভাবে কার্যকরী করে তোলাই এরকাজ। অতিরিক্ত ভাবে, কর্মক্ষম কবচ পদ্ধতির দ্বারা দুটি লোকো মোটিভের মধ্যে মুখোমুখি সংঘষ 'ও প্রতিরোধ করা যায়।' হলো অন্যতম সস্তার সেফটি ইন্টিগ্রিটিলেভেল৪ (এসআইএল-৪) প্রমাণীত প্রযুক্তি, যারত্রুটির সম্ভাবনা ১০,০০০ বছরের মধ্যে ১ বার। এছাড়াও, এটি রেলওয়ের জন্য দেশীয় প্রযুক্তি রপ্তানির পথ উন্মুক্ত করে দিবে। রেলওয়ে ট্র্যাফিকের অধিকাংশই ভারতীয় রেলওয়ের হাইডেনসিটি নেটওয়ার্ক (এইচডিএন) এবং হাইলি ইউজড নেটওয়ার্ক (এইচইউএন) রুটে পরিবহণ করা হয়। এই ট্রাফিক সুরক্ষিত ভাবে পরিবহণ করার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কবচ-এর কাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের হাইডেনসিটি নেটওয়ার্ক (এইচডিএন) এবং হাইলিইউজড নেটওয়ার্ক (এইচইউএন) রুটগুলিকেকবচবাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিতকরা হয়েছে। দেশীয়ভাবে নির্মিত এই ট্রেন সুরক্ষা পদ্ধতি মালদা টাউন থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত প্রায় ১৯৬৬ রুট কিলোমিটার দৈর্ঘে চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে নিম্নোক্ত সময়সূচী অনুযায়ী.সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া. হয়েছে.. ০৮৪৮৩০৮৪৮৪ পুরী - শালিমার - পুরী সামার স্পেশাল ০৮৪৮৩ পুরী-শালিমার স্পেশাল ২১.০৪.২০২৪ থেকে ৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত প্রতি রবিবার এবং বুধবার ২৩.৫০ঘন্টায় পুরী থেকে ছাড়বে এবং পরের দিন ১০.০০ টায় .শালিমার পৌঁছবে। ফেরার পথে, ০৮৪৮৪ শালিমার-পুরী স্পেশাল ২২.০৪.২০২৪ থেকে ২৭.০৬.২০২৪ পর্যন্ত প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার ১৯.৪৫ ঘন্টা শালিমার থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৫.৫০ মিনিটে পুরী পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে সাঁতরাগাছি, খড়গপুর, জলেশ্বর এবং বালেশ্বরে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ারে। ০৭২২১০৭২২২ সেকেন্দ্রাবাদ - সাঁতরাগাছি - সেকেন্দ্রাবাদ সামার স্পেশাল ,০৭২২১ সেকেন্দ্রাবাদ - সাঁতরাগাছি স্পেশাল সেকেন্দ্রাবাদ থেকে প্রতি মঙ্গল ও শনিবার ২০.০৪.২০২৪ থেকে ২৯.০৬.২০২৪ পর্যন্ত ০৬.৪৫ টায় .ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ১০.২৫ টায়।

ভুজ থেকে পাকড়াও সলমনের বাড়ির বাইরে গুলিকাণ্ডের দুই অভিযুক্ত

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল : দু'দিনের লুকোচুরি শেষ! অভিনেতা সলমন খানের বা।রি বাইরে গুলি চালানোর ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে পাকড়াও করল মুম্বই পুলিশ। গুজরাটের ভুজ থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। ধৃত দুই অভিযুক্তের নাম-ভিকি গুপ্তা ও সাগর পাল। গুজরাটের ভুজ পুলিশ এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, পশ্চিম কচ্ছ পুলিশ লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে, যারা গত ১৪ এপ্রিল অভিনেতা সলমন খানের বাড়ির বাইরে গুলি চালায়। দুই অভিযুক্তের নাম ভিকি গুপ্তা (২৪) এবং সাগর পাল (২১), দু'জন বিহারের বাসিন্দা। উল্লেখ্য, গত রবিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ মুম্বইয়ের বান্দ্রায় অভিনেতা সলমন খানের বা।রি বাইরে গুলি চলে। শূন্যে গুলি ছুড়ে চম্পট দেয় দুই অভিযুক্ত, ওই দু'জনের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। অবশেষে গুজরাটের ভুজ থেকে দুই অভিযুক্তকে পাকড়াও করেছে মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা।

শ্রীনগরে বিতস্তা নদীতে নৌকা ডুবে মৃত্যু ৬ জনের

শ্রীনগর, ১৬ এপ্রিল : মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল শ্রীনগরের বিতস্তা (ঝিলম) নদীতে। মঙ্গলবার সকালে একটি নৌকা বিতস্তা নদীতে ডুবে যায়। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের এবং ৩ জনকে উদ্ধার করে শ্রীনগরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উদ্ধারকাজ এখনও চলছে। নৌকায় মোট ১৫ জন ছিলেন, তাঁরা ঝিলম নদী পেরিয়ে.শ্রীনগরের বাটওয়ারা থেকে গাঃদবাল যাচ্ছিল, সেই সময় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটেছে। ৬ জনের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। শ্রীনগরের গান্দবাল-নওগাম এলাকায় ঝিলম নদীতে নৌকাডুবির ঘটনা প্রসঙ্গে ডিসি শ্রীনগর, ডঃ বিলাল মহিউদ্দীন ভাট বলেন, সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ একটি নৌকা ডুবে যায়। ওই নৌকায় ৭ জন অপ্রাপ্তবযস্ক ও ৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক-সহ ১৫ জন ছিল। ৬ জন প্রাণ হারিযেছেন, ৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হযেছে এবং বাকি ৩ জনকে বা।তিতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং সেনাবাহিনীর দল উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।

তুষারধসের সতর্ক জারি

শ্রীনগর, ১৬ এপ্রিল : বৃষ্টির সৌজন্যে আবারও মনোরম আবহাওয়ার প্রত্যাবর্তন হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকায়। রবিবার ও সোমবারের বৃষ্টির সুবাদে নেমেছে তাপমাত্রার পারদ, একইসঙ্গে বেড়েছে দুর্ভোগ এবং ভোগান্তিও। অনেক নীচু এলাকায় জল জমে গিয়েছে, বৃষ্টির পাশাপাশি কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ে তুষারপাতও হয়েছে। আগামী ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত এমনই বৃষ্টিতে ভিজবে কাশ্মীর উপত্যকার নানা অংশ। তবে, ২০ তারিখের পর ফের বদলাবে আবহাওয়া। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৮-১৯ এপ্রিলের মধ্যে বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টি ও উঁচু পাহা।ে তুষারপাত হতে পারে।

নাম পরিবর্তন

আমি, Soumita Bhakat (পুরাতন নাম) স্বামী Atanu Biswas, ঠিকানা-55B, GOKULPUR KATAGANJ BEDIBHAWAN,DIST-NADIA,PIN- 741250, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 16.04.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Soumita Bhakat Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Soumita Bhakat Biswas (নতুন নাম) এবং Soumita Bhakat (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, রজনী (RAJANI) সিংহানিয়া (পুরানো নাম) D/O পুরুষোত্তম লাল সিংহানিয়া W/O রাশিক গুপ্তা, ১৪ অশোকা রোড, অশোক বিল্ডিং, আলিপুর, কলকাতা-৭০০০২৭-এ বসবাসকারী রাশিক গুপ্ত (নতুন পাড়ার নামে পরিচিত) ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট-আলিপুর আদালত(ডিস্ট্রিক্ট-সাউথ ২৪ পিআরজি,পশ্চিমবঙ্গ) হলফনামা নম্বর ২১৬৫৭ তারিখ-০৩-০৪-২২৪ উল্লেখ। রজনী (RAJANI) সিংহানিয়া (পুরানো নাম) রজনী (RAJNI) গুপ্তা (নতুন নাম), উভয়ই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change

I, Md Shabuddin S/o Late Md Sayeed R/o 346/2, G.T. Road, P.O. + P.S.- Shibpur, Dist.- Howrah, Pin-711102 that my deceased father who previously known as Late Md Sahied shall henceforth be known as Late Md Sayeed. I declare that my deceased father Late Md Sayeed and Late Md Sahied is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 15-04-2024.

Name Change

I, Biswajit Datta (old name) S/O Amiya Dutta, residing at Vill- Enayetpur, P.O.- Simurali, P.S.- Chakdaha, Dist- Nadia, Pin- 741248, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Biswajit Dutta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/04/2024. Biswajit Dutta (new name) and Biswajit Datta (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Amiya Datta (old name) S/O Late Annada Dutta, residing at Vill- Enayetpur, P.O.- Simurali, P.S.- Chakdaha, Dist- Nadia, Pin- 741248, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Amiya Dutta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/04/2024. Amiya Dutta (new name) and Amiya Datta (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sunil Dhariwal (old name) S/O Late Chanrup Dhariwal, residing at 1, No Kundan By Lane, Jindal Tower, Liluah, Howrah- 711204, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sunil Kumar Dhariwal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/04/2024. Sunil Kumar Dhariwal (new name) and Sunil Dhariwal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Koli Rani Mondal (old name) W/O Sahadev Mondal, residing at Madhyapara, Chak Kanthalia, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700121, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kali Rani Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/04/2024. Kali Rani Mondal (new name) and Koli Rani Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Hasilata Datta (old name) W/O Amiya Dutta, residing at Vill- Enayetpur, P.O.- Simurali, P.S.- Chakdaha, Dist- Nadia, Pin- 741248, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Hasi Dutta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/04/2024. Hasi Dutta (new name) and Hasilata Datta (old name) both are same identical person.

Name Change

I SNEHLATA KANOI, WIFE OF RAMESH KUMAR KANOI, RESIDING AT ORBIT CRYSTAL,7TH FLOOR,FLAT NO-7B,26B ALIPORE ROAD, KOLKATA -700027,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SNEH KANOI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 15/04/2024.THAT SNEHLATA KANOI AND SNEH KANOI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Md Abu Samad Molla (old name) S/O Samsul Haque Molla, residing at Vill- Beliadanga, 4 No. Kalariya Mayanapada, P.O.- Usthi, P.S.- Falta, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743375, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Abdul Samad Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Alipore (South 24 Pgs) on 09/04/2024. Md Abdul Samad Molla (new name) and Md Abu Samad Molla (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Md Billal Mondal (old name) S/O Latif Mondal, residing at Vill- Trimohini, P.O.- Basirhat College, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743412, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Belal Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/04/2024. Belal Mondal (new name) and Md Billal Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Anwara Begam (old name) W/O Sk Anwar Uddin, residing at Niva Park Ph 2 Vbrahmapur Badamtala, Kolkata-700096, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Anwara Beowa (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/04/2024. Anwara Beowa (new name) and Anwara Begam (old name) both are same identical person.

Name Change

I JIYAD MOLLA, S/O- MD JAYNANDI MOLLA, R/O- VILL & P.O- BIJAYNAGAR,P.S- GOSABA, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743370, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD JIYAD ALI MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 16/04/2024, THAT JIYAD MOLLA AND MD JIYAD ALI MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Manlesh Nahata S/o. Late Suraj Mal Nahata R/o. Gour Bhawan, RB 26D, Raghunathpur, VIP Road, 24 Pgs. (N), Pin- 700059, W.B., India shall henceforth be known as Manglesh Kumar Nahata. I declare that Manglesh Kumar Nahata. and Manlesh Nahata is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public Kolkata on 16-04-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি, Rina Mondal Chowdhury (পুরাতন নাম) স্বামী Partha Pratim Chowdhury, ঠিকানা- FLAT-D1, DEBALAYA-II 1212, MADURDAHA, P.O- E.K.T.P, PS- ANANDAPUR, KOLKATA-700107, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 16.04.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rina Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rina Mondal (নতুন নাম) এবং Rina Mondal Chowdhury (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Animesh Ghosh Choudhoury (পুরাতন নাম) পিতা Ashim Ghosh Choudhury ঠিকানা South Dhadka, KSTP, Plot No-DA1, P.O. Dakshin Dhadka, P.S.- Asansol North, Paschim Bardhaman- 713302 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 15-04-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Animesh Ghosh Choudhury (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Animesh Ghosh Choudhury (নতুন নাম) ও Animesh Ghosh Choudhoury (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Mohammed Firoz Alam & Firoz Alam (old name) S/O Mohammad Manzoor Alam, residing at Holding No 87/1, Ward No 05, Debalpur, Kalkati, Kharagpur (m), Paschim Medinipur, Pin- 721301, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammad Firoz Alam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kharagpur on 01/03/2024. Mohammad Firoz Alam (new name) and Mohammed Firoz Alam & Firoz Alam (old name) both are same identical person.

Name Change

I MOUSUMI CHAKRABORTY, W/O ANINDYA CHAKRABORTY, R/O P-16, RUBY PARK, KASBA, KOLKATA -700078, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUSUMI CHAKRAVORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024, THAT MOUSUMI CHAKRAVORTY AND MOUSUMI CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MUNIRA,W/O- MUFADAAL ISHAKBHAI BADAMI,R/O- 158 BHAVANI PETH JALGAON,PS-JALGAON,JALGAON,PIN-425001, MAHARASHTRA, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUNIRA MUFADDAL BADAMI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024, THAT MUNIRA AND MUNIRA MUFADDAL BADAMI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Mala Halder (old name) W/O Pranesh Kumar Halder, residing at Vill- Jiudhara, Kalna, Purba Bardhaman, Pin- 713409, P.S.- Kalna, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mala Gharami Halder (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/04/2024. Mala Gharami Halder (new name) and Mala Halder (old name) both are same identical person.

Name Change

I CHANDRA SEKHAR CHAURASIA, S/O BRIJA SHANKAR CHAURASIA, R/O SWARUP NAGAR LANE -3, PO-DANKUNI, PS-DANKUNI, HOOGHLY -712311, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANDRA SHEKHAR CHAURASIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024, THAT CHANDRA SHEKHAR CHAURASIA AND CHANDRA SEKHAR CHAURASIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Debajyoti Sardar (Old name) S/O Harekrishna Sarder, Residing at S-6/16, A.P. Nagar Chandmari, P.O.- Sonarpur, Baruipur, Pin- 700150, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Debajyoti Sarder (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata (Bankshall court) on 16/03/2024. Debajyoti Sarder (New name) and Debajyoti Sardar (Old name) both are same identical person.

Name Change

I NANDAN SUKUL,SON OF R SUKUL,DL NO WB20 19850150615, RESIDING AT 6/27 PASHUPATI BHATTACHARJEE ROAD BEHALA, KOLKATA-700034, WEST SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NANDAN SHUKLA,SON OF RAMAYAN SHUKLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 16/04/2024. THAT NANDAN SUKUL,SON OF R SUKUL AND NANDAN SHUKLA,SON OF RAMAYAN SHUKLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Jolly Sardar (Old name) D/O Sabharanjan Das, Residing at S-6/16, A.P. Nagar Chandmari, P.O.- Sonarpur, Baruipur, Pin- 700150, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jolly Sarder (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata (Bankshall court) on 16/03/2024.Jolly Sarder (New name) and Jolly Sardar (Old name) both are same identical person.

Name Change

I, Bhola Nath Khetow S/o. Asta Basu Khetow R/o. Dubir Bheri, P.O.- Karicha, Singur, Hooghly, Pin-712409, W.B., India shall henceforth be known as Bholanath Kheto. I declare that Bholanath Kheto and Bhola Nath Khetow is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public Kolkata on 16-04-2024.

Name Change

I SHAMA PARVEEN W/O SHAIKH MOHAMMAD SABIULLAH, RESIDING AT P-288 DARGA ROAD, PO-CIRCUS AVENUE, PS- BENIA PUKUR, KOLKATA -700017, WEST BENGAL.DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY DAUGHTER NAME FROM HIBA SABHI (OLD NAME) TO HIBA SABIH (NEW NAME) AND SHE SHALL BE KNOWN AS HIBA SABIH (NEW NAME) IN ALL PURPOSE, VIDE AFFIDAVIT NO 34,SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024.HIBA SABIH (NEW NAME) AND HIBA SABHI (OLD NAME).BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I VIVEK KUMAR CHANDALIA, S/O VIRENDRA KUMAR CHANDALIA, R/O VYOM APPT , BL-4, FL 5A, 49A, MAN MOHAN BANERJEE ROAD, NEW ALIPORE, KOLKATA -700038, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VIVEK CHANDALIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024, THAT VIVEK KUMAR CHANDALIA AND VIVEK CHANDALIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUSETH PAL, S/O LATE SUSHIL CHANDRA PAUL, R/O P-915, BLOCK -A, PS LAKE TOWN, BIDHANNAGAR -700089, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSETH PAUL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024, THAT SUSETH PAUL AND SUSETH PAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHAMA PARVEEN W/O SHAIKH MOHAMMAD SABIULLAH,RESIDING AT P-288 DARGA ROAD, PO-CIRCUS AVENUE, PS- BENIA PUKUR, KOLKATA -700017, WEST BENGAL.DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY SON NAME FROM MOHAMMAD ASHAD ABDULLAH (OLD NAME) TO MD ASAD ABDULLAH(NEW NAME) AND HE SHALL BE KNOWN AS MD ASAD ABDULLAH(NEW NAME) IN ALL PURPOSE ,VIDE AFFIDAVIT NO 28,SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024.THAT MD ASAD ABDULLAH (NEW NAME) AND MOHAMMAD ASHAD ABDULLAH (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RESHMI KUMARI DHARAMSIKA, D/O RAMESH PRASAD DHARAMSIKA, R/O HANUMAN CHADAI, BARAKAR, PO BARAKAR, PS KULTI, PASCHIM BARDHAMAN, PIN-713324, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RASHMI AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024, THAT RESHMI KUMARI DHARAMSIKA AND RASHMI AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUDARSAN KUMAR BASU, SON OF SACHINDRA NATH BASU, RESIDING AT 47/1 NAFAR CHANDRA DAS ROAD,PS-BEHALA, KOLKATA -700034, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANJAN BASU VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/04/2024.THAT SUDARSANKUMAR BASU AND ANJAN BASU BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MANISHA AGARWAL, S/O LATE CHHEDI LAL AGARWAL, R/O HANUMAN CHADAI BARAKAR, PO BARAKAR, PS KULTI, PASCHIM BARDHAMAN,PIN-713324, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANISH AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024, THAT MANISH AGARWAL AND MANISHA AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JAGANATH CHAKRABORTY, S/O LATE SURESH CHANDRA CHAKRA BORTY, R/O 137/10, NARKELDANGA MAIN ROAD, PS NARKELDANGA, KOLKATA -700011, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAGANNATH CHAKRA BORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024, THAT JAGANNATH CHAKRABORTY AND JAGANATH CHAKRA BORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SURAJ KUMAR JAISWAL, S/O DASHRATH PRASAD JAISWAL, R/O 45, GURUPRASAD CHOWDHURY LANE, PS AMHERST STREET, KOLKATA -700006, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURAJ JAISWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2024, THAT SURAJ JAISWAL AND SURAJ KUMAR JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

ঝাড়গ্রামে পদ্ম-প্রার্থীকে ঘিরে বিক্ষোভ, মারধর, তাড়া করার অভিযোগ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৬ এপ্রিল ঃ ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডুকে ঘিরে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিজেপির অভিযোগ, মারধর করা হয়েছে প্রার্থীকে। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। প্রতিবাদে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করেন বিজেপি প্রার্থীর। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের রোহিণী এলাকায়। এদিন প্রচার করছিলেন বিজেপি প্রার্থী। রোহিণী থেকে প্রচার সেরে কাঠুয়াপোলে এক কর্মীর বাড়িতে আসছিলেন প্রণত। পথে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। প্রণতের গাড়ি দেখা যেতেই উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। দ্বিগুণ উদ্যমে বিজেপি বিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন উপস্থিত তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। প্রণতের গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে যায়। আর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তৃণমূল। গাড়ি থেকে নেমে আসেন প্রণতের অনুগামীরা। দু'পক্ষ মুখোমুখি চলে আসায় উত্তেজনা ছড়াতে থাকে। পরস্পরের বিরুদ্ধে হাতাহাতির অভিযোগ করেছে দু'দলই। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরা তাঁদের প্রার্থীকে মারধর করে তাড়া করেছে। যদিও সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

কোলাঘাটের বরদাবাদে দিনদুপুরে আবারও নৃশংস খুন

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ১৬ এপ্রিল ঃ কোলাঘাটের বরদাবাদে দিনদুপুরে ফের নৃশংস খুন। জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে নাগরিক সুরক্ষা কমিটির স্মারকলিপি গতকাল (১৫ এপ্রিল) বিকেলে কোলাঘাট থানার বরদাবা। বাজার সংলগ্ন স্থানে তপতী মান্না (বয়স-৫২বছর) নামে এক মাঝবয়সী বিধবা মহিলা খুন হয়েছেন। খুনীরা ওই সময় ভদ্রমহিলাকে একা পেয়ে গলায় গামছা বেঁধে শ্বাসরুদ্ধ করে মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে খুন করে আলমারি ভেঙে সোনা টাকা-পয়সা নিয়ে চম্পট দেয় বলে জানা গেছে। রাত্রি পৌনে আটটা নাগাত বিষয়টি জানাজানি হতে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। নাগরিক সুরক্ষা কমিটির মুখপাত্র নারায়ণ চন্দ্র নায়ক অভিযোগ করেন, গত ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে বরদাবা। থেকে জিঞ্জাদা বাজারের মধ্যবর্তী স্থান দেউলবাড়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমীর পা/য়া খুনে পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করলেও বাকিরা এখনো অধরা। এলাকার নাগরিকরা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দাবী করলেও আজো বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন স্থানে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয় নি। শুধু তাই নয়, পুলিশের নজরদারীও তথৈবচ। তারপর আবার গতকাল দিনদুপুরে খুন হল মহিলা। বর্তমানে মুম্বাই রোডের কোলাঘাট থেকে পাঁশকুড়া পর্যন্ত এলাকা অপরাধজগতের লোকজনদের কবলে। ফলস্বরূপ এলাকায় খুন-চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা নিত্যনৈমত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারায়নবাবু বলেন, অবিলম্বে পুলিশ কুকুর এনে খুনসহ ওই ঘটনার তদন্ত করে খুনীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার, এলাকায় দুষ্কৃতকারীদের দৌরাত্ম্য বন্ধে পুলিশ পিকেট বসানো, বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন স্থানে সিসি ক্যামেরা লাগানো সহ পুলিশের নজরদারী বাড়ানোর দাবী জানাচ্ছি।

গ্রেপ্তার এয়ার ফোর্স এর নকল অফিসার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ ভারতীয় বায়ুসেনার Squadron leader এর পোশাক পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এক ব্যক্তি। ওই ব্যক্তিকে দেখে সন্দেহ হয় ভারতীয় বায়ু সেনার কর্মীদেরই। ভারতীয় বায়ুসেনার কর্মীরাই ওই ব্যক্তি সম্পর্কে পুলিশকে তথ্য দেয়। তৎক্ষণাত পুলিশ ওই ব্যক্তিকে পাকড়াও করে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানার সিটি সেন্টার থেকে গ্রেপ্তার হলো এয়ার ফোর্স এর নকল অফিসার। এয়ার ফোর্সের Squadron leader সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অভিযুক্ত। মাটিগাড়া থানার পুলিশ সূত্রের খবর অভিযুক্তের নাম সুব্রত রায়। ধৃত রায়গঞ্জের বাসিন্দা। গতকাল রাতে মাটিগাড়া থানার সিটি সেন্টারে ভারতীয় বায়ু সেনার পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওই ব্যক্তি। আর সেই সময় সিটি সেন্টারে গিয়েছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার দুই কর্মী। অভিযুক্ত সুব্রত রায়ের পোশাক দেখে সন্দেহ হয় তাদের। তারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করেন মাটিগাড়া থানার পুলিশকে। তড়িঘড়ি মাটিগাড়া থানার পুলিশ সিটি সেন্টারে পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযুক্ত সুব্রত রায় স্বীকার করে সে বেআইনিভাবে ওই পোশাক ক্রয় করে পরিধান করেছিল। এরপর অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয় মাটিগাড়া থানায়। ধৃত সুব্রত রায় রায়গঞ্জের বাসিন্দা, সে পুলিশকে জানায় সে ডকুমেন্টারি তৈরীর কাজ করে। এয়ারপোর্টসের পোশাক তার পছন্দের, সেই কারণেই সে তা সংগ্রহ করে পরিধান করেছিল। তবে অভিযুক্তের হেফাজত থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার কোন নথি উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। ধৃত কি কারণে ভারতীয় বায়ুসেনার পোশাক পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই গোটা বিষয়টি জানানো হয়েছে বাগডোগরা বায়ুসেনা কার্যালয়ে। অপরদিকে ধৃত সুব্রত রায়কে আজ শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। এই ঘটনায় তোলপাড় শিলিগুড়ি শহর। ভারতীয় বায়ুসেনার পোশাক পড়ে কি কারণে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সুব্রত রায় সেই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানার প্লেন ক্লথস পার্টির পুলিশ।

পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা না হলেই মন খারাপ, প্রচারের ফাঁকেই স্কুলে ছুটলেন সিপিএম প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৬ এপ্রিল ঃ তিনি লোকসভার প্রার্থী। সাতটি বিধানসভা এলাকায় ঘুরে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে প্রচারে। তবু তার ফাঁকেই ছোট্ট শ্বেতা, কুসুম, বিকাশ, আফতাবদের দেখতে না পেলে তাঁর মন উদাস হয়ে যায়। তাই মঙ্গলবার সকাল সকাল ছুটে গেলে তাদের কাছে। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী জাহানারা খান প্রচারের মাঝে যতটুকু সময় পাচ্ছেন, ততক্ষণই স্কুলে গিয়ে তাঁর প্রিয় পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করছেন, পড়াচ্ছেন। পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশু-কিশোরদের শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে প্রায় ২৫ বছর ধরে স্কুল চালিয়ে আসছেন জামুড়িয়ার সিপিএম প্রার্থী তথা প্রাক্তন বিধায়ক জাহানারা খান। প্রচারের ফাঁকে সময় পেলেই কচিকাঁচাদের কাছে ছুটে যাচ্ছেন জাহানারা। সাধারণ শ্রমিক পরিবার থেকে উঠে এসেছেন জাহানারা। তাই তিনি এলাকায় দেখেছেন কত ছাত্র- ছাত্রীকে অভাবের কারণে স্কুল ছেড়ে যেতে হয়। অনেকের তো পড়াশোনার সুযোগই হয় না। তাই ২৫ বছর আগে গ্রামাঞ্চলের শিশু-কিশোরদের শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে জাহানারা খান শুরু করেছিলেন 'বালবোধন শিক্ষা নিকেতন।' জামুড়িয়ার শেষ প্রান্তে দক্ষিণ পরাসিয়া খনি এলাকায় রয়েছে এই হিন্দি মিডিয়াম স্কুলটি। জাহানারা জানান, শিশুদের পড়াশোনার সব দায়িত্ব তাঁর। ইসিএল- এর কাছে একটি পরিত্যক্ত আবাসনে প্রথম ওই স্কুলটি চালু হয়। যে সব শিশুরা পড়াশোনা ছেড়ে কাজ করতে চলে যায়, তাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে শিক্ষার আলো দেখানোই জাহানারার উদ্দেশ্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহরে বেড়েছে স্কুল। বর্তমানে জাহানারা খানের স্কুলে প্রায় ২৮৭ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয় স্কুলে। স্কুলে যারা একসময় পঠন-পাঠন করেছেন, তাঁরাই এখন শিক্ষক-শিক্ষিকা হয়ে স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছেন। রাজনীতিতে সক্রিয় হলেও শিশুদের কাছে বার বার ছুটে যান জাহানারা। সকাল ৮ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত স্কুল হয়। প্রার্থী বলেন, দলকে আমি বলেছি, সেভাবেই আমাকে কর্মসূচি দিতে যেন একটি বার হলেও আমি স্কুলে যেতে পারি।

বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলে শুরু হল সেন বংশের প্রতিষ্ঠিত জহুরা দেবীর পুজো

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ এপ্রিল ঃ প্রাচীন বাংলার রাজধানী মালদার গৌড়ে সেন বংশের আমলে তৈরি হয়েছিল জহুরা চণ্ডী মন্দির। সেন বংশের কুলদেবী ছিলেন জহুরা। জহুরা ছাড়াও আরও তিনটি চণ্ডী মন্দির তৈরি হয়েছিল সেন আমলে। সেগুলিও মালদাতেও অবস্থিত। আর সেই প্রাচীনকাল থেকেই বৈশাখ মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবার পূজিত হন এই দেবী জহুরা চণ্ডী। সেই নিয়ম আজও অব্যাহত। এ বছরও সেই পুজো চলছে। বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবার আজ। আজ তাই এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা-সহকারে মন্দিরে নিয়ে আসা হল দেবীবিগ্রহ। বৈশাখ মাস জুড়ে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার অনুষ্ঠিত হবে দেবী জহুরা চণ্ডীর পুজো। বিশ্বাস খুবই জাগ্রত এই দেবী। তাঁর পুজোয় জেলা ও জেলার বাইরে থেকে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয়। প্রাচীনকাল থেকেই রীতি মেনে বিগ্রহ তৈরি করে নিজের হাতে প্রথম পুজো দিয়ে জহুরা চণ্ডীকে মন্দিরে পাঠান মৃৎশিল্পী। ঐতিহ্য সহকারে এই নিয়ম মেনেই জহুরা চণ্ডীর বিগ্রহ তৈরি করে আসছেন মালদা শহরের কালীতলার পাল পরিবার। তেরো পুরুষ ধরে প্রাচীন জহুরা চণ্ডীর বিগ্রহ তৈরি করে আসছে পরিবারটি। এখন মূর্তি তৈরি করছে এই বংশের বর্তমান প্রজন্ম। পাল পরিবারের বর্তমান অভিভাবক জ্যোতির্ময় পাল জহুরা চণ্ডীর বিগ্রহ তৈরি করেছেন। পূর্বপুরুষের নিয়ম মেনেই বর্তমান বাড়ির বড় ছেলে বিগ্রহ তৈরি করছেন। তিনি বারোতম উত্তরসূরি। তাঁর ছেলে বাবাই পাল তেরোতম উত্তরসূরি হয়ে বিগ্রহ তৈরিতে এখন থেকেই বাবাকে সাহায্য করছেন। প্রাচীন কাল থেকেই মালদার ইংরেজবাজারের জহুরাতলায় পূজিত হয়ে আসছেন মা জহুরা। জহুরা চণ্ডীর নামেই গ্রামের নাম হয়েছে জহুরা তলা। বৈশাখ মাসের প্রথম শনিবার বা মঙ্গলবার প্রথম জহুরা চণ্ডীর পুজো হয়। রীতি মেনে পুজোর দিন সকালে বিগ্রহ রং করা হয়। জহুরা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে পায়ে হেঁটে শোভাযাত্রা করে লাল কাপড়ে ঢেকে নিয়ে আসা হয় বিগ্রহ। পথে প্রথমে মন্দিরের পুরোহিতের বাড়িতে পুজো হয়। তারপর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে শুরু হয় পুজো।

অভিষেকের জনসভা ও তৃণমূল প্রার্থীর প্রচার উপলক্ষ্যে কর্মী সভা জামালপুরে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৬ এপ্রিল ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরকে কেন্দ্র করে ও আসন্ন লোকসভ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকারকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করানোর জন্য ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির নির্দেশে ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে চলছে কর্মী সভা। প্রতি দিনই দুটি করে অঞ্চলে চলবে এই কর্মী সভা। প্রতিটি সভাতেই উপস্থিত থাকছেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি ও ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। এদিন চকদিঘী অঞ্চলে মনিরামবাটির একটি লজে হয় কর্মী সভা। উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, অঞ্চল সভাপতি শেখ আজাদ রহমান, প্রধান অসীমা বাগ সহ অন্যান্যরা। অপরদিকে জাড়োগ্রাম অঞ্চলে জারোগ্রামে একটি কর্মীসভা করা হয় এবং কর্মীসভা শেষে সেখান থেকে আঁটপারা বাজার শনি মন্দিরতলা পর্যন্ত একটি মিছিল করে সেখানে একটি পথসভা করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। ছিলেন অঞ্চল সভাপতি শেখ আলাউদ্দিন, প্রধান নূরজাহান বিবি, জেলা পরিষদ সদস্য শোভা দে, সুভাষ কোলে, শেখ মমতাজ সহ অন্যান্যরা। দুটি জায়গাতেই লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কর্মীদের বার্তা দেন বিধায়ক ও ব্লক সভাপতি । মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, আগামী ২৭ এপ্রিল ব্লকে নির্বাচনী প্রচারে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জামালপুরে একটি রোড শো করবেন তাকে সফল করতে সকলকে উপস্থিত হবার বার্তা দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া দলীয় প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকারকে বিপুল ভোটে জেতাবার জন্য কর্মীদের বাড়ি বাড়ি প্রচারের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের সকল প্রকল্পগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সামনে ব্লকের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে পেয়ে যথেষ্ট উজ্জীবিত তৃণমূল কর্মীরা।

রাম নবমীতে কোথাও মুসলিম ভাইয়ের দেওয়াল লিখন, ভেদাভেদ ভুলে সম্প্রীতি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ এপ্রিল ঃ রাম নবমীতে কোথাও মুসলিম ভাইয়ের দেওয়াল লিখন, ভেদাভেদ ভুলে সম্প্রীতির আবহ, এটাই বাংলার সংস্কৃতি। বীরভূমের রামপুরহাট শহরের বাসিঃদা সাহাজাদা হোসেন কিনু নিজে দেওয়ার লিখন করেছেন। রামপুরহাট পুরসভার চোদ্দ নং ওয়ার্ডে শহরের মানুষকে শুভ নববর্ষ ও রাম নবমীর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কিনু। নিচে লিখেছেন, শুভেচ্ছান্তে সাহাজাদা হোসেন (কিনু)। ভ্রাম নবমী অন্যান্য ধর্মীয় দিবস হিসেবেই ছিল। কিন্তু এখন এই ধর্মীয় দিবস ধর্মীয়স্থল থেকে রাস্তায় পা রেখেছে। এতে লাভ হয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের। এখানেই ইতি টানতে মাঠে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। নবমীকে ঘিরে যেমন বিচ্ছিন্ন ভাবে রাজ্যে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। তেমনি অনেকেই মানুষের আবেগকে ব্যবহার করে রাজনীতির রুটি সেঁকতে চেয়েছে বিজেপির মতো রাজনৈতিক দল। তাই একপক্ষ যেমন নির্দিষ্ট কিছু অনুভূতি প্রবণ জায়গা দিয়ে মিছিল করতে অনীহা দেখায়। তেমনি কিছু পক্ষ চেয়েছে, যা হবে হোক ওই দিকেই যেতে হবে। এই দড়ি টানাটানি আদালত পর্যন্ত গেছে। শর্ত সাপেক্ষে অনুমতিও মিলেছে। যতদূর জানা গেছে, তৃণমূল কংগ্রেস দশ কুইন্ট্যাল লাড্ডু ও

পনেরো কুইন্ট্যাল মিহিদানা তৈরি করছে। পাঁচ মাথায় সবাই জমায়েত করবে। পাড়ায় পাড়ায় মিছিল হবে। আজকের দিনে সাহাজাদা হোসেন কিনুর মতো মানুষের প্রচেষ্টা রাজনীতির ব্যাপারীদের ব্যবসায় টান মারতে পারে। দেওয়াল লিখন স্পষ্ট রাম নবমী আর পাঁচটা বিশেষ দিনের মতো। পালন করো সামাজিক রীতিতে। প্রীতি হোক, শুভেচ্ছা হোক। সম্প্রীতি আপনা আপনি আসবে। তার এই দেওয়াল লিখন জাতি পড়তে পারবেন তো? প্রশ্ন থাকছে আমাদের দিকেই!

সৃজন ভট্টাচার্য্যের গ্রহণযোগ্যতা মানুষের কাছে আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে বলে অভিযোগ সায়নী ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৬ এপ্রিল ঃ যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ মঙ্গলবার বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মলয় চন্ডিপুর প্রাথমিক স্কুল মোড় থেকে একটি পদযাত্রা শুরু করে। সেই প্রচার শেষ হয় কল্যাণপুর মুক্তির সংঘ কাছে। এদিনের এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের প্রাণী ও মৎস্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গৌতম দাস, কল্যানপুর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুশান্ত মন্ডল সহ একাধিক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দ। সাংবাদিকরা এদিন সায়নী ঘোষকে প্রশ্ন করে আইএসএফের প্রার্থী বলছে তারা জিতবে। ভাঙ্গরে এই নিয়ে বিশাল জনসভা করেছে তার উত্তরের সায়নী ঘোষ বলেন, পয়লা বৈশাখ রবিবার শওকত মোল্লা নেতৃত্বে বিশাল জনসভা হয়েছিল ভাঙ্গরে মাটিতে। তাতে করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ জনসভায় অংশগ্রহণ করেছিল। এতেই বোঝা যাচ্ছে সেখানে কে জিতবে। এই তাপদাহে ভোট প্রচারের সম্বন্ধে সায়নী ঘোষ বলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাস ধরে প্রচার করছে এই গরমের মধ্যে তার কোন গরম লাগে না আর আমি তো তার একনিষ্ঠ সৈনিক আমার তো গরম লাগবেই না। যাদবপুরের সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য্য বলেছেন যে আগামী দিনে সায়নী ঘোষ বিজেপিতে যোগ দেবে। সেই কথার পরিপেক্ষিতে বলেন সৃজন ভট্টাচার্য্যের গ্রহণযোগ্যতা মানুষের কাছে আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। কিছু কিছু কথা বলে খবরে তাকে থাকতে হচ্ছে। এটা তার দলের দায়বদ্ধতা। তিনি আরো বলেন সিপিএম আগে বিধানসভা তে আসুক এবং বিরোধী দল হয়ে দেখাক তারপর দিল্লিতে যাবেন দিল্লি বহু দূর আছে। সায়নী বিরোধীদের বলেন আমার সম্বন্ধে বাজে কথা বলে চারটি ভোট বেশি করতে পারবেন না ২০২১এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে অনেক কিছুই বলেছিল মানুষ তার জবাব দিয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চপারে আযকর দপ্তরের তল্লাশি নিয়ে তিনি বলেন অভিষেক কে যতবার আযকর দপ্তর দেখেছে ততবার উনি গেছেন কিন্তু কোন কিছুই পাননি লবডঙ্কা। এমনি ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর উপর মানুষের আশা ভরসা নেই প্রত্যেকবার একবারে আযকর দপ্তর এটেম নাই তারপর কোন কিছু পায় না লোকের কাছে হাসির খোরাক হয়ে যাচ্ছে। অভিষেক নিজের লড়াই লড়ছে মা মাটি মানুষের জন্য লড়ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি নিয়ে দমিয়ে রাখা যাবে না।

খগেনের প্রচারে চাঁচলে আসছেন মিঠুন চক্রবর্তী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ এপ্রিল ঃ চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে খগেন মুর্মুর প্রচারে মালদার চাঁচলে আসছেন মিঠুন চক্রবর্তী। চাঁচল সদর এলাকায় প্রার্থীকে নিয়ে হুডখোলা গাড়িতে রোড শো করার কথা রয়েছে মিঠুনের। সেই রোড-শো তে প্রায় পাঁচ শতাধিক বিজেপি কর্মী থাকবেন মোটরবাইক নিয়ে। পাহাড়পুর থেকে শুরু করে চাঁচল সদরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে অস্থায়ী সরকারি বাস ডিপোর কাছে শেষ হবে এই রোড-শো। কলিগ্রাম এলাকাতেও যেতে পারেন মিঠুন। তবে রোড শো এর চূড়ান্ত রুট এখনো ঠিক হয়নি। বিজেপি সূত্রের খবর ২৪ তারিখ চাঁচলে আসবেন মিঠুন চক্রবর্তী। প্রায় দেড় ঘন্টা রোড শো করবেন তিনি।সঙ্গে থাকবেন মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী খগেন মুর্মু সহ উত্তর মালদা বিজেপির জেলা নেতৃত্বরা। আর চাঁচলে মিঠুনের আসার খবর চাউর হতেই ব্যাপক উৎসাহ গেরুয়া শিবিরে। শুধু বিজেপি কর্মীরাই নয় মিঠুনকে এক পলক দেখার জন্য অপেক্ষা করছে চাঁচলের সাধারণ মানুষও। উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি অয়ন রায় বলেন, ২৪ তারিখ মিঠুন চক্রবর্তী আসবেন বলে ঠিক হয়েছে। তবে সময় এবং রুট এখনো চূড়ান্ত হয়নি। বাইক র‍্যালি হবে। মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু জানান, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহেই চাঁচলে উনি আসবেন। মিঠুন চক্রবর্তী আসলে মানুষের মধ্যে যে উৎসাহ থাকবে এটা খুব স্বাভাবিক। উনি আমাদের সবার গর্ব।

টয়ট্রেন সফর, দার্জিলিং ভ্রমণ মিলেমিশে নস্টালজিয়া

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ টয়ট্রেন সওয়ারি, দার্জিলিং ভ্রমণ মিলেমিশে নস্টালজিয়া। বাসে কিংবা গাড়ি করে দার্জিলিং যেতে শিলিগুড়ি থেকে খুব কম সময় লাগে। তার পরেও প্রচুর মানুষ রয়েছেন যারা টয় ট্রেন করে দার্জিলিং ভ্রমণ করতে ভালোবাসেন। এর পিছনে কারণ কি? আসলে টয় ট্রেন করে দার্জিলিং সফর রোমাঞ্চকর বিষয়। আশেপাশের সাইট সিন দুর্দান্ত, সেইজন্য অনেকেই টয় ট্রেন করে দার্জিলিং সফর করতে ভালোবাসেন। শিলিগুড়ি সংলগ্ন নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন থেকে প্রতিদিন সকাল দশটার সময় টয় ট্রেন দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এরপরে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে দশটা ২৫ নাগাদ টয় ট্রেন এসে পৌঁছায়। এরপর পাঁচ মিনিট বিরতি নিয়ে দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া টয় ট্রেন। এদিন এমনই ছবি ধরা পড়ল। টয়ট্রেন করে অনেকেই চলেছেন দার্জিলিং। প্রচন্ড গ্রীষ্মের দাবদাহ চলছে সেখান থেকে একটু পরিত্রাণের চেষ্টায় দার্জিলিং সফর করছেন অনেকেই। দার্জিলিং এর আবহাওয়ায় এখন অত্যন্ত মনোরম। এত সুন্দর মনোরম আবহাওয়ায় দিন দুয়ে কাটাতে সকলে এত সুন্দর মনোরম আবহাওয়ায় দিন দুয়ে কাটাতে অনেকেই দার্জিলিং। গাড়ি কিনবা বাস কেন নয় টয় ট্রেন করি কেন দার্জিলিং ? এই বিষয়ে একজন যাত্রী জানিয়েছেন টয় ট্রেন করে দার্জিলিং সফরের যে রোমাঞ্চ আছে। সেটা অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে নেই। এইজন্যই টয় ট্রেন বেছে নিয়েছেন দার্জিলিং ভ্রমণের ক্ষেত্রে। এদিন সকাল ১০টা বেজে ৩০ মিনিট শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন কু ঝিকঝিক শব্দে টয় ট্রেন দার্জিলিং - এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

ছত্তীশগড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত ২৯ মাওবাদী

কাঙ্কর, ১৬ এপ্রিল ঃ ফের গুলির লড়াই ছত্তীশগড়ে। মঙ্গলবার ছত্তীশগড়ের কাঙ্কের হাপাটোলা জঙ্গলে মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে বড় সাফল্য পেয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। অন্তত ২৯ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। গুলির লড়াইয়ে জখম তিন জওয়ানের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত । ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলছে। আইজি বস্তার সুদাররাজ পি এনকাউন্টারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং বলেছেন যে ২৯ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। দেহগুলির পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে তল্লাশি অভিযান চলছে। এনকাউন্টারে বিএসএফ জওয়ান রমেশ চৌধুরী সহ তিনজন জওয়ান আহত হয়েছেন, যাদের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত। আহত সেনাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন শঙ্কর রাও নামে এক শীর্ষ মাও নেতা, যাঁর মাথার দাম ধার্য করা হয়েছিল ২৫ লক্ষ টাকা। প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। গত বছর নভেম্বর মাসে এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীন মাওবাদী হামলার ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, এদিন ছোটে বেঠিয়া থানা এলাকার মধ্য অবস্থিত ওই জঙ্গলে অপারেশন চলার পর উদ্ধার হয় একের পর এক অস্ত্র। উদ্ধার হয়েছে চারটি একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। জানা গেছে, দুপুর দেড়টা নাগাদ শুরু হয় গুলির লড়াই। গত মাসে এই জেলাতেই চলে এনকাউন্টারে। মৃত্যু হয় এক পুলিশ ও দুই সাধারণ নাগরিকের। সেই সময় বেশ কিছু বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছিল। সূত্রের খবর, প্রথমে গোটা জঙ্গল এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। এরপর গুলি চালানো হয়। এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে এনকাউন্টারে তিন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছিল।

৪২ টি লোকসভা আসনেই এবার প্রার্থী দিচ্ছে এস ইউ সি আই

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ এপ্রিল ঃ সারা দেশে ১৫১টি লোকসভা কেন্দ্র সহ রাজ্যের ৪২ টি লোকসভা আসনেই এবার প্রার্থী দিচ্ছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। মঙ্গলবার বিকেলে দলের তরফ থেকে হাওড়ার শরৎ সদনের সেমিনার হলে এক সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রার্থী উত্তম চ্যাটার্জি এবং উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নিখিল বেরা। সাংবাদিক বৈঠকে হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষে সৌমিত্র সেনগুপ্ত এবং মিনতি সরকার প্রার্থী পরিচিতি করান। হাওড়া সদর কেন্দ্রের প্রার্থী উত্তম চ্যাটার্জি বলেন, গোটা দেশে বেকারত্ব এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি আজ এক জ্বলন্ত সমস্যা। এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আন্দোলন চলবে। বন্ধ শিল্প-কারখানা, জুট শিল্প-সহ হাওড়ার বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও আমাদের আন্দোলন চলছে। উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নিখিল বেরা বলেন, জরি শিল্প থেকে শুরু করে পরিযায়ী শ্রমিক, বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। আমতা ও উদয়নারায়ণপুরে বন্যা প্রতিরোধে স্থায়ী সমাধান করতে হবে। এছাড়াও রুগ্ন হাসপাতালগুলিকে বাঁচাতে হবে। আমরা এই ইস্যু নিয়েই প্রচার চালাচ্ছি।

ঝাঁঝালো কণ্ঠে হুংকার ছাড়লেন নওশাদ সিদ্দিকি

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৬ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রের ফ্যাসনিবাদী বিজেপি ও রাজ্যের স্বৈরাচারী তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের পরাজয় করে আই এস এফ প্রার্থী মেঘনাদ হালদারকে লোকসভায় পাঠানোর প্রার্থনা করলো ভাঙরের বিধায়ক তথা আই এস এফের চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকি। মঙ্গলবার কুলতলির মেরীগঞ্জ ১ নং কয়ালের চকে জয়নগর লোকসভার আই এস এফ প্রার্থী মেঘনাদ হালদারের সমর্থনে জনসভায় এসে ঝাঁঝালো কণ্ঠে এই কথাই বলেন নওশাদ সিদ্দিকি। তিনি এদিন তীব্র দাবদহের মধ্যে আগত কয়েকহাজার মানুষকে কুনির্শ করে বলেন, আপনারা দশবছর তৃণমূলকে লোকসভায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু আপনার এলাকায় কোনো কাজ করে নি। এরা সি এ নিয়ে মুখে ব। ব। কথা বলেন অথচ লোকসভায় সি এ নিয়ে ভোটাভুটিতে বিরত থাকেন। তৃণমূল বিজেপি একে আরেকের সাথে আছে।আর আপনাদের বোকা বানাচ্ছেন।তাই এদের একটাও ভোট নয়। আপনাদের মনের কথা, কাজের কথা তুলে ধরতে মেঘনাদ হালদারকে একবার লোকসভায় পাঠান। এদিনের জনসভায় বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

শত্রুঘ্ন সিনহাকে খুঁজে না পাওয়ার পোস্টারে চাপানউতোর

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৬ এপ্রিল ঃ কয়েক দিনপরই লোকসভা ভোট। চলছে জোরকদমে প্রচার। নাম ঘোষনা হয়ে গেছে। তবুও দেখা নেই বিদায়ী সাংসদ তথা তৃণমূলের আসানসোলের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার। ভোটের আগে তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার নামে 'সন্ধান চাই' পোস্টার পড়ল। আর ওই পোষ্টারকে ঘিরে অন্ডালে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। উল্লেখ্য, গত ২০২২ সালে আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে সাংসদ নির্বাচিত হন তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সাংসদ হওয়ার পর তার কেন খোঁজখবর পাওয়া যায়নি। এমনকি মাস কয়েক আগে তৃণমূলের গর্জনসভায় আবার আসানসোলে প্রার্থী করা হয়। নাম ঘোষনার পর অন্ডালের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কর্মীরা দেওয়াল লিখনও করে। কিন্তু, প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার টিকি পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। এদিকে লোকসভা নির্বাচন জমাটি লড়াই শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার অন্ডালগ্রামে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ তথা আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার বিরুদ্ধে পড়ল পোস্টার। অন্ডাল গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেল এই ধরনের পোস্টার বা লিফলেট। তাতে পরিষ্কার ভাষায় লেখা সন্ধান চাই, সন্ধান চাই।

দেবাংশুকে দেখে 'গো ব্যাক', 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৬ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার মেদিনীপুরে দেবাংশু ভট্টাচার্য্যকে দেখে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিলেন বিজেপি কর্মীরা। সঙ্গে উঠল 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় নন্দীগ্রামে। মঙ্গলবার নন্দীগ্রামে প্রচার করেন তমলুক লোকসভার প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য্য। বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করেন। সেই সময় নঃদীগ্রাম ২ ব্লকের ঘোলপুকুর কালীবাড়ি এলাকায় যান তিনি। সেখানে তাঁকে দেখে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন বিজেপি কর্মীরা। জয় শ্রীরাম ধ্বনিও তোলেন তাঁরা। এরপরে ওই এলাকায় একটি জনসভা ছিল দেবাংশুর। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন। বলেন, ওরা আমাকে দেখে জয় শ্রীরাম বলেছে, আমার মধ্যে রামকে দেখতে পাচ্ছে। আমি হরেকৃষ্ণ বলেছি। শুধু তাই নয়, গো ব্যাক স্লোগান নিয়ে দেবাংশুর দাবি, বিজেপির মতো দলকে নিয়ে তিনি কিছুই মন্তব্য করতে চান না।

Govt. of West Bengal
Tender Ref No.:
WBPWD/AE/KNESD-I/eNIT01/24-25
Tender ID: 2023_WBPWD_688334_1
Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWDte, Kolkata North Electrical Sub Division-I, 166/10, B.T. Road, 3 rd Fl, Dunlop More, Kol-108, from the eligible contractors for the following works: Name of Work: Temporary Electrification work with Providing DG sets for preparedness of accommodation centres for CAPF in connection with Parliamentary Election 2024 (FOR 20 DAYS) for the designated schools under Cossipore Electrical Section. Bid submission start: 16.04.24 at 06.00 PM Bid Submission end: 24.04.24 at 01.00 PM Bid opening Date: 26.04.24 after 02.00 PM Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Corrigendum, if any, will be published in Website only.
Sd/- H. Mondal
Assistant Engineer, PWDte.
Kolkata North Electrical Sub-Division I

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for 45 days in respect to the Infrastructure facility to be provided at 01 nos accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for advance CAPF Coys. to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024."
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED I NIQ-02 of 2024- 25
Bid submission closing date: 18/04/2024 upto 02.30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
CIN: L74140WB1990PLC049032
নিবন্ধিত অফিস ঃ ১৭০২-১৭০৩, বায়োওয়ান্ডার, ৭৮৯ আনন্দপুর, কলকাতা - ৭০০১০৭
ফোনঃ + ৯১ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০, ই-মেলঃcs@skpsecurities.com, ওয়েব সাইটঃwww.skpsecurities.com

নোটিশ
বিনিয়োগকারী শিক্ষা এবং সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষের ইক্যুইটি শেয়ারের নোটিশ এতদ্বারা বিনিয়োগকারীর বিধান অনুসারে দেওয়া হল ডিউকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) বিধিমালা, ২০১৬, সংশোধিত সমস্ত শেয়ার হস্তান্তরের জন্য যে সমস্ত শেয়ারের লভ্যাংশ টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষের কাছে দাবিহীন বা অবৈতনিক রয়ে গেছে। ("IEPF")। কোম্পানি সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৃথক যোগাযোগ পাঠিয়েছে যাদের শেয়ারগুলি তাদের সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায় ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরে IEPF-এ স্থানান্তরিত হতে বাধ্য। কোম্পানি তার ওয়েবসাইট www.skpsecurities.com-এ IEPF-তে স্থানান্তর করার জন্য এই ধরনের শেয়ারহোল্ডার এবং শেয়ারের সম্পূর্ণ বিবরণ আপলোড করেছে। শেয়ারহোল্ডারদের আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত হতে দায়বদ্ধ শেয়ারের বিশদ বিবরণ যাচাই করতে ওয়েবসাইটটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
যে সকল শেয়ারহোল্ডাররা ২০১৫-১৬ আর্থিক বছর থেকে তাদের লভ্যাংশ দাবি করেননি তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোম্পানি / রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের (আরটিএ) সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। উল্লেখ্য যে যদি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারের কাছ থেকে কোনো যোগাযোগ না পাওয়া যায়, তাহলে কোম্পানি পরবর্তী নোটিশ ছাড়াই আইইপিএফ-এ শেয়ার হস্তান্তর করবে। শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখতে পারেন যেত্রক্রক্ষ- তে স্থানান্তরিত দাবিহীন লভ্যাংশ এবং শেয়ার উভয়ই নিয়মে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পরে দাবি করা যেতে পারে। উপরোক্ত বিষয়ে যেকোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, মেসার্স। মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা. লিমিটেড আরটিএ , ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা - ৭০০০০১ বা টেলিফোনঃ (০৩৩)২২৪৮-২২৪৮ বা ই-মেইল করুনঃ mdpldc@yahoo.com

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৭.০৪.২০২৪

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে,
এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
এসডি /-অলকা খেতাওয়াত
কোম্পানি সচিব
A47322

PRIVATE WEALTH | BROKING | DISTRIBUTION | INSTITUTIONAL EQUITIES | INVESTMENT BANKING
NSE & BSE: INZ000199335 | NSDL & CDSL: IN-DP-155-2015 | RA: INH300002902 | PMS: INP000006509 | MB: INM000012670 | AMFI: ARN 0006

আরসিবি বিক্রি করে দেওয়া উচিত

বিস্ফোরক দাবি করে বসলেন মহেশ ভূপতি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আর কবে হবে, ভাই? এই প্রশ্ন এখন সব মহলে। বছর আসে, বছর যায়, ট্রফি কেন দেখা নেই? এ বার আর ক্রিকেটমহল নয়, অন্য জগতের মানুষজনও প্রশ্ন তোলা শুরু করে দিলেন। প্রতি বছরই আইপিএলের আগে বলা হয়, এ বার চ্যাম্পিয়ন হবেই। আইপিএলের পর বলা হয়, ব্যর্থতার খাতায় জুড়ল আরও একটা বছর। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু কি কোনও দিন আইপিএল জিততে পারবে? বিরাট কোহলি প্রতি বারই চেষ্টা করেন। এ বারও করছেন। কিন্তু বাকি টিম চরম ব্যর্থ। ফাফ ডুপ্লেসি আর দীনেশ কার্তিককে বাদ দিলে কেউ হাফসেঞ্চুরিও করতে পারেননি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে লজ্জার হার। ঘরের মাঠে সোমবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে মুখ থুবড়ে পড়েছে আরসিবি। পরিস্থিতি যখন এমন, তখন বিস্ফোরক দাবি করে বসলেন মহেশ ভূপতি। ভারতীয় টেনিসের কিংবদন্তি মহেশ। লিয়েন্ডার পেজকে সঙ্গী করে বিশ্ব টেনিসে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন এক সময়। সেই মহেশ বলে দিলেন, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের উচিত বেঙ্গালুরু ফ্র্যাঞ্চাইজি বিক্রি করে দেওয়া। ব্যর্থতার দায় আর কত নেবে। মহেশের সোজা যুক্তি, ''খুব দুঃখজনক। খেলার দিক থেকে, আইপিএল এমনকি সমর্থকদের দিক থেকে ভাবলে, আমার মনে হয় বিসিসিআইয়ের উচিত আরসিবি বিক্রি করে দেওয়া। নতুন কোনও মালিক যত্ন নিয়ে একটা স্পোর্টস ফ্র্যাঞ্চাইজি তৈরি করবে। যেটা আইপিএলের অন্য টিমগুলো করতে পেরেছে।'' সোমবার চিন্নাস্বামীতে বসে ম্যাচ দেখেছেন মহেশ। তিনিও বেঙ্গালুরুর ছেলে।

আন্তর্জাতিক দাবায় বিতর্ক, থানায় যাওয়ার হুমকি গ্র্যান্ডমাস্টারের

প্যারিস, ১৬ এপ্রিলঃ ক্যান্ডিডেটস দাবায় বিতর্ক। ইরানের বংশোদ্ভুত ফরাসি গ্র্যান্ডমাস্টার আলিরেজা ফিরোজ্জা এবং তাঁর বাবা বিতর্কের কেন্দ্রে। প্রথমে তাঁর বিরুদ্ধে অন্য দাবাড়ুদের মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটানোর অভিযোগ ওঠে। পরে তাঁর বাবার বিরুদ্ধে আয়োজকদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার সূত্রপাত দশম রাউন্ডের খেলা চলার সময়। চাল দেওয়ার পর হাঁটাহাঁটি করছিলেন ফিরোজ্জা। তাঁর জুতোয় শব্দ হচ্ছিল। তাতে অন্য দাবাড়ুদের মনঃসংযোগে সমস্যা হচ্ছিল। তাঁরা অভিযোগ জানালে ফিডের আরবিট্রেটর ফিরোজ্জাকে সতর্ক করেন। তাঁকে নিজের আসনে বসে থাকতে বলা হয়। শব্দ হবে না এমন জুতো ব্যবহার করতে অনুরোধ করা হয়। বিষয়টিকে ভাল ভাবে নেননি ফরাসি দাবাড়ু। তিনি ক্যান্ডিডেটস দাবার আয়োজকদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ করেছিলেন। এর পরের দিন সমস্যা তৈরি করেন ফিরোজ্জার বাবা হামিদরেজা। তিনি আয়োজকদের কাছে গিয়ে ছেলের খেলা দেখতে দেওয়ার অনুরোধ করেন। তাঁর দাবি ছিল যে ঘরে খেলা চলছে, সেই ঘরের উপরে থাকা ব্যালকনি থেকে ছেলের খেলা দেখতে দিতে হবে। না হলে তিনি পুলিশের কাছে আয়োজকদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ করবেন। তার আগে দশম রাউন্ডের খেলায় ফিরোজ্জা হেরে যাওয়ার পর হামিদরেজাকে এক রকম জোর করে খেলার জায়গা থেকে সরিয়ে দিতে হয়েছিল। ফিরোজ্জা এবং তাঁর বাবা হামিদরেজার বিরুদ্ধে কানাডার আয়োজকদের অভিযোগ, তাঁরা ইচ্ছাকৃত ভাবে অসুবিধা তৈরির চেষ্টা করছেন। অন্য প্রতিযোগী এবং আয়োজকদের সমস্যায় ফেলার চেষ্টা করছেন। আবার ফরাসি গ্র্যান্ডমাস্টারের দাবি, ''আয়োজকদের আচরণ পক্ষপাত দুষ্ট। অন্য দাবাড়ুদের চালের মাঝে ঘোরার অনুমতি দেওয়া হলেও তাঁকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। সবার জুতো থেকেই শব্দ হচ্ছে। অন্যদের কিছু বলা হচ্ছে না।'' অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ ঘিরে সরগরম ক্যান্ডিডেটস দাবার আসর।

পন্থ, রাহুলদের চাপ বাড়িয়ে 'বুড়ো' কার্তিকই কিন্তু বিশ্বকাপ দলে ঢোকার অন্যতম দাবিদার

মুম্বই, ১৬ এপ্রিলঃ ৪২ পেরিয়েও নিজের জাত চেনাচ্ছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। মাঠে নেমে এখনও ঝড় তুলছেন ২২ গজে। আর সেই তালিকায় আরও একজন দীনেশ কার্তিক। ৩৯ বছর বয়সেও যেভাবে ছক্কা হাঁকাচ্ছেন, তাতে অনেকেই বলছেন, কার্তিকই দেশের এই মুহূর্তের সেরা ফিনিশার। গতকাল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৩৫ বলে ৮৩ রানের ইনিংস খেলেছিলেন কার্তিক। নিজের ইনিংসে ৫টি বাউন্ডারি ও ৭টি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন তিনি। আর এই ইনিংসের পরই অনেকেই কার্তিককে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারতীয় স্কোয়াডে দেখতে চাইছেন। ২০২২ সালে আইপিএলেও দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিলেন। এরপরই সেবছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারতীয় স্কোয়াডে ঢুকে পড়েছিলেন অভিজ্ঞ এই উইকেট কিপার ব্যাটার। যদিও আহামরি কিছু করতে পারেননি সেই টুর্নামেন্টে। এমনকী ভারতীয় দলও গ্রুপ লিগ থেকেই বিদায় নিয়েছিল। কিন্তু এবার ফের বিশ্বকাপের আগে কার্তিকের এমন পারফরম্যান্স সত্যিই আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে ফের। সেক্ষেত্রে ঋষভ পন্থ, কে এল রাহুল, সঞ্জু স্যামসন নয়, 'বুড়ো' কার্তিককেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াডে ভারতীয় দলে দেখতে চান সমর্থকরা।

কোচ-নির্বাচকের সঙ্গে বৈঠক

হার্দিকের বিশ্বকাপ ভাগ্য 'ঝুলে' রোহিতের হাতে!

মুম্বই, ১৬ এপ্রিলঃ কোন চাপে হঠাৎ রানআপে দৌড়তে শুরু করলেন? প্রথম পাঁচ ম্যাচে মাত্র ৮ ওভার বল করেছিলেন। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ছিল একমাত্র উইকেট। সেই তিনিই হঠাৎ এত মরিয়া হয়ে উঠলেন কেন? এতটাই যে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে পুরো কোটা করলেন। নিলেনও দুটো উইকেট। এত তাগিদ কীসের হার্দিক পান্ডিয়ার? যাঁকে ছাঁটাই করে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্যাপ্টেন করা হয়েছিল তাঁকে, সেই রোহিত শর্মার হাতে এখন হার্দিকের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভাগ্য। গত বছর ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সময়ও মনে করা হত, হার্দিকের মতো অলরাউন্ডার দেশে বিরল। কিন্তু এ বারের আইপিএলে উঠে আসা একঝাঁক অলরাউন্ডার পিছনের সারিতে ঠেলে দিয়েছে হার্দিককে। বিশ্বকাপের টিমে আদৌ জায়গা পাবেন হার্দিক? রোহিত জানেন। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, যদি অলরাউন্ডার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন, আইপিএলের ম্যাচে নিয়মিত বল হাতে দেখা যায় হার্দিককে, তা হলে বিশ্বকাপ টিমে তাঁকে ভাবা হতে পারে। ভারতীয় টিমের কোচ রাহুল দ্রাবিড়, নির্বাচকমণ্ডলীর প্রধান অজিত আগরকরের সদ্য বৈঠক করেছেন ভারতীয় টিমের ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। ওই দু'ঘণ্টার বৈঠকেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, ভারতীয় টিমে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে হার্দিককে নিয়মিত বল করতে হবে। নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। যতই মুম্বইয়ের ক্যাপ্টেন করা হোক, হার্দিকের ফর্ম একেবারে ভালো নয়। ব্যাটের পাশাপাশি বল হাতেও টিমকে ভরসা দিতে পারেননি। যা কোচ-ক্যাপ্টেন-নির্বাচকদের চিন্তায় রেখেছে। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে বল করে দুটো উইকেট নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ধোনির মতো প্রৌঢ় ক্রিকেটার পর পর তিনটে ছয় মেরেছেন তাঁর বলে। যা দেখে অনেকেরই মনে হচ্ছে, হার্দিক পুরোপুরি ফিট নন। তাই বোলিংয়ে সেই ধার দেখা যাচ্ছে না। ঘটনা হল, কয়েক বছর আগে আমিরশাহি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও চোট থাকা সত্ত্বেও তাঁকে টিমে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চরম ব্যর্থ হয়েছিলেন। বল হাতে সে ভাবে দেখাই যায়নি। এ নিয়ে বোর্ডের পাশাপাশি হার্দিকও চরম সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। এ বার আর তেমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাইছেন নির্বাচকরা। সেই কারণেই হার্দিককে চরম বার্তা দেওয়া হয়েছে, যদি বল হাতে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন, তবেই বিশ্বকাপ টিমে সুযোগ পাবেন। সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে হার্দিককে। যে কারণে মরিয়া হয়ে রানআপে দৌড়তে দেখা যাচ্ছে। যতই বিস্ফোরক ব্যাটার ভাবুন নিজেকে, বোর্ড কিন্তু তাঁকে বোলার-অলরাউন্ডার হিসেবেই ভাবছে। যদি হার্দিককে প্রত্যাশা মেটাতে না পারেন, তাঁর বদলে শিবম দুবেকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

মার্কার দাবি

জিদানকে কোচ বানাতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বায়ার্ন

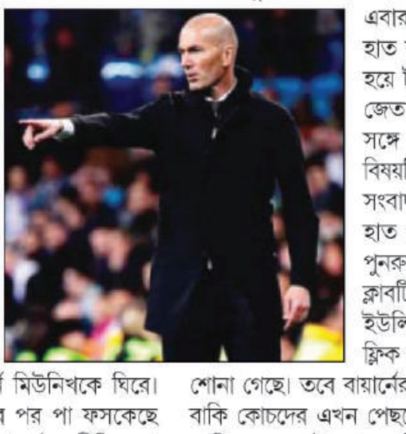

মাদ্রিদ, ১৬ এপ্রিলঃ ২০২১ সালের জুনে রিয়াল মাদ্রিদের ডাগআউট ছাড়েন জিনেদিন জিদান। এরপর প্রায় তিন বছরে আর কোনও ক্লাবে যোগ দেননি এই ফরাসি কিংবদন্তি। এর মধ্যে জুভেন্তাস, পিএসজি এবং ফ্রান্স দলের সঙ্গে জড়িয়ে তাঁর নাম শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত আর কোথাও যাওয়া হয়নি জিদানের। এর মধ্যে একাধিকবার ডাগআউটে ফিরতে চাওয়ার কথা জিদান নিজেই বলেছেন, কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ফেরা নিয়ে দেখা যায়নি কার্যকর উদ্যোগ। সাম্প্রতিক সময়ে একই বিষয়ে আবারও আলোচনায় এসেছেন জিদান। এবার আলোচনাটা বায়ার্ন মিউনিখকে ঘিরে। টানা ১১ মরসুম শিরোপা জেতার পর পা ফসকেছে বায়ার্নের। ৫ ম্যাচ হাতে রেখেই বায়ার্নকে রীতিমতো উড়িয়ে দিয়ে শিরোপা জিতেছে বায়ার লেভারকুসেন। লেভারকুসেন শিরোপা জেতার আগেই অবশ্য মরসুম শেষে বিদায়ের ঘোষণা করতে হয়েছে কোচ টমাস টুখেলকে। জার্মান এই কোচের বিদায় ঘোষণার পর থেকেই নতুন কোচের সন্ধানে আছে বাভারিয়ান ক্লাবটি। শুরুতে তাদের পছন্দ ছিল লেভারকুসেন কোচ ও ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড় জাভি আলোনসো। তবে কদিন আগে আলোনসো জানিয়ে দেন, তিনি লেভারকুসেনেই থাকছেন। আলোনসোকে না পেয়ে এবার নাকি জিদানের দিকেই হাত বাড়িয়েছে বায়ার্ন। রিয়ালের হয়ে টানা তিন চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা এই কোচের এজেন্টের সঙ্গে বায়ার্নের যোগাযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা। জিদানের হাত ধরেই নাকি আবার রাজত্ব পুনরুদ্ধার করতে চায় মিউনিখের ক্লাবটি। জিদান ছাড়াও এরই মধ্যে ইউলিয়ান নাগলসমান, হ্যানসি ফ্লিক ও জোসে মরিনিওর কথাও শোনা গেছে। তবে বায়ার্নের ডাগআউটে আসার দৌড়ে বাকি কোচদের এখন পেছনে ফেলেছেন জিদান। মার্কা জানিয়েছে, এরই মধ্যে নাকি দুই পক্ষের কথাও শুরু হয়ে গেছে। এখন সব শর্তপূরণ হলে হয়তো আগামী মরসুমেই অ্যালিয়েঞ্জ অ্যারেনার ডাগআউটে দেখা যাবে জিদানকে। এদিকে কদিন আগে ডাগআউটে ফিরতে চান কি না, জানতে চাইলে জিদান বলেছেন, ''কেন নয়, যেকোনো কিছু হতে পারে। আমি এ মুহূর্তে অন্য কিছু করছি, দেখা যাক কী হয়। আমি কোচিংয়ে ফিরতে চাই।''

সবুজ-মেরুন জার্সিতে এবার ত্রিমুকুট জিততে চান পেত্রাতস, কামিংস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ আট-ন'মাসের কঠোর ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিশ্রমের ফল পেয়েছেন তাঁরা। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শিল্ড। এ বার মোহনবাগানের তারকা ফুটবলারদের একটাই লক্ষ্য আইএসএলের কাপও জেতা, যা তারা গত বছরেও জিতেছিল। একই মরশুমে শিল্ড ও কাপ জিতলে তা হবে আর এক নজির। সেই নজির গড়াই এখন লক্ষ্য দিমিত্রিয়স পেট্রাটস, জেসন কামিংসদের। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচের সেরা ফুটবলারের খেতাব অর্জন করেন যিনি, সেই সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের অস্ট্রেলীয় ফরোয়ার্ড দিমিত্রিয়স পেত্রাতস এই সাফল্য প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ''এই সাফল্য পুরো দলের। এবং এই সাফল্য আমাদের অসাধারণ সমর্থকদের জন্য। আমরা আজ ইতিহাস তৈরি করেছি। সমর্থকদের উল্লাসে একটা সময় মাঠের মধ্যে আমরা একে অপরের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমাদের সমর্থকেরাই আজ আমাদের বাড়তি সুবিধা করে দেয়। কত মানুষ ছিল গ্যালারিতে! প্রায় ৬১ হাজার হবে। অসাধারণ, সত্যিই বিস্ময়কর।'' সোমবার দুটি গোলেই অ্যাসিস্ট করেন পেত্রাতস। এই নিয়ে চলতি মরশুমে সাতটি ম্যাচে দলের গোলে অবদান রাখলেন তিনি। আইএসএলে মোহনবাগানের ৩৫টি গোলে অবদান রেখেছেন তিনি। ২২টি নিজে করেছেন ও ১৩টি করিয়েছেন। এই ম্যাচেই তিনি এতদিন থাকা রয় কৃষ্ণার (৩৩) গোল অবদানের রেকর্ড ভেঙে দেন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বিশ্বকাপে খেলে আসা ফরোয়ার্ড জেসন কামিংসও উচ্ছ্বসিত এই সাফল্যে। সোমবার মোহনবাগানের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি আসে তাঁরই পা থেকে। পেত্রাতসের মতো তাঁরও এ বারের লিগে দশ গোল হয়ে গেল। সেই কামিংস এই সাফল্য নিয়ে বলেন, ''দুর্দান্ত লাগছে আমার। এত সমর্থকের সামনে ভারতসেরার খেতাব পাওয়াটা খুবই আনন্দদায়ক। আমাদের সমর্থকেরা অসাধারণ। দলের সবার এটা প্রাপ্য ছিল। সারা মরশুমটাই আমাদের ভাল গিয়েছে। আমরা বরাবর সঙ্ঘবদ্ধ ছিলাম এবং তার পুরস্কারও পেলাম।''

কলকাতা লিগের প্রথম ডিভিশনে খেলবে শহরের নতুন ক্লাব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ শহরের বুকে আরও একটি নতুন ক্লাবের আত্মপ্রকাশ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা কেন্দ্রর পর এবার পুরোদস্তুর ফুটবলে পা রাখল টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ। কর্পোরেট ধাঁচে ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবের উন্মোচন। কলকাতা ফুটবল লিগের প্রথম ডিভিশনে এবার খেলতে দেখা যাবে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের এই ক্লাবকে। ক্লাবের লোগো, জার্সি উন্মোচনের পাশাপাশি সংবর্ধিত করা হয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়দের মতো প্রাক্তন ফুটবলারদের। ক্লাবের লোগো ডিজাইনে কলকাতার ঐতিহ্যকে তুলে ধরার পাশাপাশি জার্সিতে রয়েছে আলপনার ডিজাইন। ভবিষ্যতে আইএসএলের মতো প্রতিযোগিতাতেও অংশ নেওয়ার মতো লক্ষ্য রয়েছে ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবের। কোচ হয়েছেন প্রাক্তন ফুটবলার দীপক মণ্ডল। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত জোসে রামিরেজ ব্যারেটকেও মেন্টর করার ভাবনা। কয়েকজন পেশাদার ফুটবলারকে রিক্রুট করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ফুটবলারদের নিয়ে প্রথম ডিভিশনের দল গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ক্লাবের সচিব দেবদূত রায়চৌধুরী বলেন, ''বৃহত্তর লক্ষ্য নিয়েই আমরা শুরু করছি। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বয়সভিত্তিক ফুটবলার কিংবা জেলাস্তরে অনেক ফুটবলারদের স্কাউট করে নিয়ে আসা হবে। কলকাতা লিগে ভালো পারফর্ম করার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। ফুটবলের উপর দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের কাজ চলছে। এবার ক্লাবের আত্মপ্রকাশ। পরবর্তীতে অ্যাকাডেমি করার ইচ্ছেও আছে। অত্যাধুনিক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা তো থাকছেই। ব্যারেটো আমাদের সঙ্গে ২০১২ সাল থেকেই যুক্ত। এখানেও ওকে মেন্টর হিসেবে কাজে লাগানোর ইচ্ছে আছে।'' ক্লাবের প্রেসিডেন্ট তথা টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সত্যম রায়চৌধুরী যেমন বললেন, ''আমার ছেলেই এই ক্লাবের প্রধান দায়িত্বে। আমরা আশা রাখছি আগামী ৫ বছরের মধ্যে আমাদের এই ক্লাব দেশের বৃহত্তর লিগে খেলতে পারবে।'' টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ এর আগে বাংলার ফুটবলেও বিনিয়োগ করেছে। এবারও এই গ্রুপের হাত ধরে আইএফএ-র ঝুলিতে কোটি টাকা আসছে।

পালমারের চার গোলের ম্যাচে পেনাল্টি নিয়ে মাঠেই বিবাদ চেলসির ফুটবলারদের

ছয় গোলের দারুণ জয়। একজনের গোল চারটি। অনেক দিন পর দুর্দান্ত ফুটবলের পসরা সাজিয়ে প্রায় নিখুঁত এক ম্যাচ। দুঃসময়ের প্রহরে এমন জয়ে স্বস্তিই পাওয়ার কথা চেলসি কোচ মাউরিসিও পচেত্তিনোর। কিন্তু সেই অবকাশ তিনি পেলেন না বিব্রতকর এক ঘটনায়। পেনাল্টি শট নেওয়ার জন্য মাঠে প্রকাশ্যেই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়লেন তার ফুটবলাররা! জয়ের আনন্দের চেয়ে ম্যাচ শেষে ওই ঘটনার ক্ষোভ প্রকাশ নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতে হলো কোচকে।

লন্ডন, ১৬ এপ্রিলঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সোমবার ঘরের মাঠে চেলসি ৬-০ গোলে উড়িয়ে দেয় এভারটনকে। দুর্দান্ত ফর্মে থাকা কোল পালমার একাই করেন চার গোল। ম্যাচের ২৯ মিনিটের মধ্যে হ্যাটট্রিক পূরণ করে ফেলেন পালমার। ৪৪তম মিনিটে নিকোলাস জ্যাকসনের গোলে ৪-০ গোলের ব্যবধান দিয়ে বিরতিতে যায় চেলসি। ৬৪তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান আরও বাড়ান পালমার। ২০ গোল নিয়ে এবারের লিগের সর্বোচ্চ গোল স্কোরারের তালিকায় শীর্ষে আর্লিং হলান্ডকে স্পর্শ করেন ২৪ বছর বয়সী ফুটবলার। এই গোলটির আগেই সেই বিতর্কিত ঘটনা। এভারটনের বক্সে ননি মাদুয়েকে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। বল হাতে নিয়ে পেনাল্টি নিতে উদ্যত হন মাদুয়েকে নিজেই। তখন এগিয়ে গিয়ে বল চান পালমার। দল থেকে পেনাল্টি নেওয়ার দায়িত্ব তারই। কিন্তু পালমারকে বল দিচ্ছিলেন না মাদুয়েকে। পালমার বারবার বল চাওয়ার পরও তা নিজের কাছে রেখে দেন তিনি। পাশেই ছিলেন চেলসি অধিনায়ক কনর গ্যালাগার। তিনি বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন মাদুয়েকেকে। এক পর্যায়ে তার কাছ থেকে বল একরকম কেড়েই নেন গ্যালাগার। বলটি পালমারের হাতে তুলে দেন তিনি। এই সময় দূরে থেকে হুট করে ছুটে আসেন নিকোলাস জ্যাকসন। পালমারের হাত থেকে বল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। এ সময় তাকে বেশ জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন পালমার। মাদুয়েকে, জ্যাকসন ও পালমারের একটা ত্রিমুখী লড়াই জমে যায় পেনাল্টি নেওয়ার জন্য। গ্যালাগার তখন মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে থামানোর চেষ্টা করেন। জ্যাকসনকে সরিয়ে দেন তিনি। দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে যান তিনি মাদুয়েকের সামনে। এরপর স্পটে বল বসিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ম্যাচে নিজের চতুর্থ গোল করেন পালমার। শেষ সময়ে আরও একটি গোল করে বিশাল জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে চেলসি। কিন্তু ম্যাচের পর মূল আলোচনা ওই পেনাল্টির ঘটনা ঘিরেই। চেলসি কোচ পচেত্তিনোও কোনও রাখঢাক না রেখে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন। ''ফুটবলাররা ও স্টাফরা, সবাই জানে যে, পেনাল্টি নেওয়ার দায়িত্ব কোল পালমারের। আজকে যা হলো, এটা নিয়ে আমি এত হতাশ এত বেশি বিরক্ত! আমাদের দলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার শৃঙ্খলা...। আমরা সবাই একমত যে তারা (জ্যাকসন ও মাদুয়েকে) ভুল করেছে। এই ধরনের আচরণ আমরা দেখাতে পারি না। কোনোভাবেই না। মনে হচ্ছিল ওরা স্কুলের বাচ্চা। কনর গ্যালাগার খুব ভালোভাবে পরিস্থিতি সামলে নিয়েছে।'' এবারের মতো অবশ্য কোনও শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না ঘটনায় জড়িত থাকা ফুটবলারদের। তবে ভবিষ্যতে এরকম হলে কোনওরকম ছাড় না দেওয়ার হুমকি দিয়ে রাখলেন কোচ। ''আমাদের কাজ হলো ওদেরকে দেখিয়ে দেওয়া যে, এটা ভুল। এতে তারা শিখতে পারবে। এবার কোনও শাস্তি হচ্ছে না, তবে আবার এরকম হলে তা মেনে নেওয়া হবে না। পালমার মাঠে থাকলে পেনাল্টি নেবে সেই। ওরা (জ্যাকসন ও মাদুয়েকে) অভিজ্ঞ ফুটবলার নয়, দুজনই তরুণ। তরুণ ফুটবলাররা কখনও কখনও দলের আগে নিজের কথা ভাবতে পারে। তবে ওদেরকে দ্রুত শিখতে হবে যে, পারফর্ম করতে হয় দলের জন্য। পরের মরসুমে এই ব্যাপারগুলি আমরা অবশ্যই বিবেচনায় নেব। তারা যদি শিখতে না পারে, তাহলে আমরা কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হব।'' মাঠে এমন বাজে ঘটনাকে ক্লাবের ভাবমূর্তির জন্য তো বটেই, ফুটবল খেলাটির জন্যও ক্ষতিকর বলে মনে করেন পচেত্তিনো। ফুটবলারদের করণীয় আবারও কড়া ভাষায় মনে করিয়ে দেন কোচ। ''যে ছবিটি আমরা তুলে ধরেছি, প্রতিটি দেশের যারা দেখেছেন, সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এই আচরণ মেনে নেওয়ার মতো নয় এবং অসাধারণ এক খেলাটিকে লজ্জায় ফেলার জন্য এটা নিয়ে কথা বলতে হবে আমাদের। গোল করার তাড়না অবশ্যই থাকতে হবে ফুটবলারদের, তবে সেটা এরকম পরিস্থিতির জন্ম দিয়ে নয়। আমি এটা মেনে নেব না, কথা দিচ্ছি।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com